আল-কুরআন জিজ্ঞাসা ও জবাব

আবদুল ওয়াহিদ

www.pathagar.com

আল-কুরআন : জিজ্ঞাসা ও জবাব

আবদুল ওয়াহিদ

আল-আমীন ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

আল-কুরআন ঃ জিজ্ঞাসা ও জবাব
আবদুল ওয়াহিদ

প্রকাশক
আলহাজ্জ মুহাম্মদ রুহুল আমীন
ফাউন্ডার চেয়ারম্যান
আল-আমীন ফাউন্ডেশন
৩২, শহীদ নজরুল ইসলাম সড়ক
ঢাকা, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৯৫৫৪২৫৭

প্রথম প্রকাশ
মহররম, ১৪২১
এপ্রিল, ২০০০

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

কম্পিউটার কম্পোজ
নূর কম্প্রিন্ট
২৮-এ/২, টয়েনবি সার্কুলার রোড
ফকিরের পুল (হোটেল মতিঝিল, ২য় তলা), ঢাকা-১০০০

দি এ্যাঞ্জেল প্রিন্টিং প্রেস
আরামবাগ, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৩৩৬৬৮৩

মূল্য ঃ ৭০ টাকা
৫ ডলার

Al-Qur'an : Ziggasa-O-Zabab by Abdul Wahid. Publised by Alhajj Muhammed Ruhul Amen. Founder Charman, Al-Amin Foundation. 32, Saheed Nazrul Islam Sarak; Dhaka. Bangladesh. April, 2000 First Edtion.
Price : Taka 70
U.S. $ 5

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহিদ। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের প্রণেতা, সংকলক এবং একাধিক পত্রিকার সম্পাদক। এছাড়া স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাঁর গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আসছেন অনেক বছর যাবৎ।

অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী এ শিক্ষাবিদ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দেশ-জাতি-মিল্লাতের কল্যাণে উৎসর্গ করে যাচ্ছেন। প্রচারবিমুখ-নির্লোভ এ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। দেয়াই তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলমে তাফসীরের ওপর পিএইচডি করছেন। তিনি রাবেতা আলমে ইসলামী বাংলাদেশের জনসংযোগ কর্মকর্তা। এসব দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লিখে যাচ্ছেন। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গবেষণা প্রবন্ধ যেমন লিখছেন, তেমনি অনুবাদ করছেন অন্য ক্ষেতের ফসল। সাথে সাথে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফিচার এবং কলামও লিখছেন। কাজই তাঁর জীবন। তিনি কাজকেই জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন। এটা তাঁর জীবনের সফল দিক।

'আল-কুরআন ঃ জিজ্ঞাসা ও জবাব' তাঁর গভীর অধ্যবসায় ও গবেষণার ফসল। এ ধরনের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নেই। আমাদের ভাষার শূন্যস্থান তিনি পূরণ করে জ্ঞানের পরিধিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। গ্রন্থটি আমাদের কুরআন গবেষণার পথকে আরো সুগম করে দেবে বলেই আমরা আশাবাদী।

আল্লাহ্ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন– এ-ই প্রার্থনা।

তারিখ ঃ এপ্রিল, ২০০০

মুহাম্মদ রুহুল আমীন
চেয়ারম্যান
আল-আমীন ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

আরজ

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, 'আল-কুরআন ঃ জিজ্ঞাসা ও জবাব' এটি কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়। সরাসরি সংকলনও বলা যাবে না। আল-কুরআনের বিচিত্র ভাণ্ডার বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন তাফসীরে এবং পত্র-পত্রিকায় বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমি সেগুলোকেই বর্তমান গ্রন্থে একত্রিত করেছি মাত্র।

আমার আজন্ম স্বপ্ন, আল-কুরআনকে বুকে জড়িয়ে রাখবো। সেই লক্ষ্যে কুরআনুল কারীমের ওপর লেখাপড়া করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি – আলহামদু লিল্লাহ্। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার শিরোনাম ঠিক করার সময় আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা 'ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশে'র উপর গবেষণা করার পরামর্শ দেন। তাঁরা অনেক পীড়াপীড়িও করেন। আমি বিনীতভাবে তাঁদের পরামর্শ এড়িয়ে যাই। তাফসীর সাহিত্যের ওপর গবেষণা করার আগ্রহ প্রকাশ করি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তা-ই মঞ্জুর হয়। বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তাফসীর সাহিত্যের ওপর গবেষণা করছি।

ইলমে তাফসীরের ওপর গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে আমি নোট করে রাখতে থাকি। পরবর্তীতে এগুলোই প্রশ্নোত্তর আকারে একত্রিত করি। তারই ফসল বর্তমান সংকলন গ্রন্থ।

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের জ্ঞাতার্থে বলতে হয় যে, এ গ্রন্থের মধ্যকার উত্তরগুলো কোরআনুল কারীমের আদলে সন্নিবেশিত হয়েছে। বইয়ের কলেবর ছোট রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াত বা তার হুবহু অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়নি। এ জন্য আমি দুঃখিত।

গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন 'সাপ্তাহিক বিক্রম'-এর সম্পাদক মাসুদ মজুমদার ভাই। বইয়ের আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় আরবীবিদ মুহাম্মদ হাফীজুর রহমান ভাই এবং অনুসন্ধানী পাঠক লতীফ মুহাম্মদ ভাই। আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

বন্ধু-বান্ধবের অব্যাহত চাপের দরুন বর্তমান বইটি ছাপার মুখ দেখলো। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বিনীতভাবে একটি আরজ, এখানে সন্নিবেশিত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়। আমি চেষ্টা করেছি নির্ভুল গ্রন্থ পাঠককে উপহার দিতে। পরামর্শ এবং বিচারের ভার পাঠকের।

৬২/৩ বি, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা। — আবদুল ওয়াহিদ
তারিখ : ১/১/৯৮

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার দাদা মাওলানা মুজিবুল্লাহকে- যিনি
আমার আব্বাকে জ্ঞানের মশাল হাতে
তুলে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

প্রকাশিত

১। রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য
২। তাবুক অভিযান ঃ বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক লংমার্চ (অনূদিত)
৩। ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা (সম্পাদনা)
৪। মহাকবি ইকবাল (সম্পাদনা)

প্রকাশিতব্য

১। নির্বাচিত প্রবন্ধ
২। নির্বাচিত কলাম
৩। অন্য ক্ষেত অন্য ফসল (অনূদিত গল্পগ্রন্থ)
৪। ইজতিহাদের দরোজা বন্ধ হয়ে যায়নি
৫। ইসলামের সাংস্কৃতিক পদ্ধতি
৬। ইজতিহাদ (অনূদিত)
৭। উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি (অনূদিত)
৮। উপমহাদেশে ইসলামের আধুনিকতা (অনূদিত)
৯। জামাল উদ্দিন আফগানী (অনূদিত)
১০। দার্শনিক কবি ইকবাল ঃ ব্যক্তি ও জীবন
১১। তাফসীর সাহিত্যের গোড়ার কথা
১২। উর্দু ও ফার্সী ভাষায় নজরুল চর্চা
১৩। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সীরাত চর্চা
১৪। কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কি সম্ভব?
১৫। আল কুরআন : তাফসীর ও তাবীল
১৬। সীরাত : বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত
১৮। হিজরী বর্ষ ও চান্দ্র বর্ষ
১৯। বৈধ আয় (অনূদিত)
২০। ওহী ও ওহী লিখকগণ
২১। কুরআনের অলৌকিক ঘটনাবলী
২২। আমার নামায
২৩। বায়তুল মাল : সেকাল-একাল
২৪। হজ্জ : বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন
২৫। সুফফার সদস্যবৃন্দ : তাঁদের জীবন পদ্ধতি
২৬। বাংলা ভাষায় ইকবাল চর্চা
২৭। তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস (অনূদিত)
২৮। তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক (অনূদিত)
৩৯। দাসপ্রথা ঃ সেকাল–একাল
৩০। কুরআনের দিকে ফিরে আসুন
৩১। মৃত্যুঞ্জয়ী মুজাহিদ (অনূদিত)
৩২। ছোটদের আল্লামা ইকবাল
৩৩। গাযী সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (অনূদিত)
৩৪। উসামা বিন লাদেন : না জানা কথাগুলো (অনূদিত)

www.pathagar.com

সূচী

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	আল-কুরআনের পরিচয়, অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকরণ	৯-১৫
২.	কুরআন সম্পর্কে অমুসলিম মনীষিদের অভিমত	১৬-১৮
৩.	কুরআন ও বিজ্ঞান ঃ রহস্যময় সংখ্যা ১৯-এর মহাত্ম্য	১৯-২৭
৪.	প্রশ্নোত্তর এক নজরে আল-কুরআন	২৮-৫৫
৫.	কুরআন অবতরণ	৫৬-৬২
৬.	কুরআন তিলাওয়াতের আদব-কায়দা	৬৩-৯২
৭.	কুরআনের অলৌকিকত্ব	৯২-১০৬
৮.	কুরআন ও বিভিন্ন অন্তর	১০৭-১০৯
৯.	কুরআনুল করীম এবং হুযূর (সাঃ)	১১০-১১২
১০.	আল-কুরআন-কাতেবীনে ওহী, কুরআনে হাফেজ তাফসীরকার এবং তরজমা ও তাফসীর	১১২-১১৭
১১.	কুরআন এবং আল্লাহর দরবারে বনী আদমের উপস্থিতি	১১৭-১২০
১২.	কুরআনুল কারীম এবং কিয়ামতের দিন দু'ধরনের চেহারা	১২১
১৩.	বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা	১২১-১২৬
১৪.	বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কুরআন চর্চা	১১৬-১৩০
১৫.	কুরআন মাজীদ এবং দোয়াসমূহ	১৩১-১৩৬

www.pathagar.com

আল-কুরআন পরিচয়-অবতরণ-সংরক্ষণ ও সংকলন

কুরআনের সংজ্ঞা

'কুরআন' শব্দটি قِرَاءَةٌ و قُرْآن (ক্বিরাআতুন বা কুরআনুন) ধাতু হতে নিষ্পন্ন। অর্থ পড়া, তিলাওয়াত করা, পাঠ করা। এখানে قرآن (কুরআনুন) শব্দটি مقروء (মাকরূউন্) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পঠিত, তিলাওয়াতকৃত, আবৃত্তিকৃত। কুরআনকে এ জন্য কুরআন বলা হয় যে, কুরআন রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে পঠিত হয়েছে- হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

কুরআন শব্দটি مقرون (মাকরূনুন)- সংযুক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এটা قرن (কারনুন) ধাতু হতে নির্গত। কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযুক্ত ও সংযোজিত – এ জন্যই এটাকে কুরআন বলা হয়। এর অন্য নাম হলো 'আল-ফুরকান' অর্থাৎ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী গ্রন্থ। পারিভাষিক অর্থে কুরআন হলো আল্লাহ্‌র কালাম– যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে সন্দেহমুক্ত অবস্থায় ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে লিপিবদ্ধভাবে আমাদের কাছে এসেছে।

আল-কুরআন-পরিচয়

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের কল্যাণার্থেই লাগামহীনভাবে জীবনযাপনের কোন পথ ও পন্থার অবকাশ রাখেননি। তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত ও শান্তিপূর্ণ জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ, নিষেধ এবং শিক্ষামূলক ইতিহাসসম্বলিত যে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মূর্ত প্রতীক সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিনে অবতীর্ণ করেছেন তা-ই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালা যমীনে খলীফারূপে প্রেরণ করেছেন, আর খিলাফতকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে নাযিল করেছেন সংবিধান। অর্থাৎ, যুগে যুগে নবী-রাসূলদের কাছে আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছে। গোটা মানবজাতির দিশারী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে নাযিল হয়েছে কুরআনুল কারীম। এই মহাগ্রন্থ মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক একমাত্র

www.pathagar.com

মুক্তিসনদ। কুরআনের আহবান শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يأيها الناس ঃ "হে মানবসকল!"

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কুরআনের আবেদন সার্বজনীন। অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يأيها الذين آمنوا 'হে মুমিনগণ!"

বোঝা যাচ্ছে যে, কুরআন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠীর কাছে আবেদন নিয়ে আসেনি। সার্বিক দিক-নির্দেশনা নিয়ে সার্বজনীন সওগাতরূপে নাযিল হয়েছে শাশ্বত এই মহাগ্রন্থ। কুরআনই সর্বপ্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। এই মহাগ্রন্থের অবতরণের সূচনা মক্কার হেরা পর্বতের গুহায় ৬১০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে। এর সর্বপ্রথম আয়াত হলো –

اقرأ باسم ربك الذى خلق .... مالم يعلم

এর সর্বশেষ আয়াত হলো –

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

মতান্তরে واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله

সর্বপ্রথম সূরা হলো ঃ 'সূরা ফাতিহা', আর সর্বশেষ সূরা ঃ 'সূরা নসর'।

এতে মোট সূরা ১১৪, আয়াত ৬৬৬৬, মানযিল ৭, পারা ৩০, রুকূ ৫৪০, শব্দ ৭৬৪৩০ অথবা ৭৬৩২০ বা ৭০২৫০ বা ৭৭৪৩৯ এবং ৩১২৬৯ বা ৩১১২০০ বা ৩২৩২১৫ হরফ রয়েছে।

কুরআন অবতরণ

কুরআন আল্লাহ্ তা'য়ালার কালাম। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবশেষে অবতীর্ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মুসলমানদের অনুসৃত ধর্মগ্রন্থ। এ পবিত্র গ্রন্থই ইসলামী শরী'অতের মূলনীতি এবং অনুশাসনসমূহের মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের উপর ইসলামের সম্পূর্ণ কাঠামো নির্ভরশীল। ইসলামের নীতি ও কানুন সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় আল-কুরআনই চূড়ান্ত দলিল। হুযূর (সাঃ)-এর উপর এই পাক কালাম অবতীর্ণ হয়। এটা লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ছিল। রমজান মাসের

www.pathagar.com

'লাইলাতুল কদ্‌র' বা মহিমান্বিত রজনীতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছিল। সেখান থেকে পরবর্তীকালে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে (ওহী) রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর যাবৎ মানবজাতির প্রয়োজনের তাকিদে, অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের অবতরণ সম্পন্ন হয়। মহানবী (সাঃ)-এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। কুরআনও আরবীতে নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আমি কুরআন আপনার ভাষায় অবতীর্ণ করে সহজ করে দিয়েছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

কুরআনে অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে ঃ

انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যেন তোমরা সহজেই তা অনুধাবন করতে পার।' (সূরা ইউসুফ ঃ ২)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১. মাক্কী

ও

২. মাদানী।

নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াত জীবনের মক্কায় অবস্থানকালে, তাঁর হিজরতকাল পর্যন্ত ১৩ বছরের মধ্যে যে-সব আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয় সেগুলোকে 'মাক্কী' সূরা ও আয়াত বলা হয়।

মাক্কী সূরা ও আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, রিসালাত, আখিরাত, শিরক, কুফরের বিরোধিতা, বেহেশ্‌ত-দোযখ, হিসাব, ঈমান ও আকাঈদ সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। মক্কায় সর্বমোট ৯২টি সূরা নাযিল হয়।

মহানবী (সাঃ) মদীনায় হিজরতের পরে সেখানে বসবাসকালীন ১০ বছরের মধ্যে মদীনায় বা অন্য যে-কোন স্থানে যে-সব আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয় সেগুলোকে 'মাদানী' সূরা ও আয়াত বলা হয়।

মাদানী সূরা ও আয়াতসমূহে ইবাদাত, আহকামে শরীয়াত, সামাজিক আচার-ব্যবহার, হালাল-হারাম, বিয়ে-তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, উত্তরাধিকার আইন, সামাজিক রীতি-নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, পররাষ্ট্রনীতি, জিহাদ, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আলোচিত হয়েছে। মাদানী সূরার সংখ্যা ২২।

www.pathagar.com

কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত বিবিধ প্রয়োজনে ঘটনা, কারণ ও উপলক্ষে বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ঘটনা বা উপলক্ষকে উসূলুত তাফসীর-এর পরিভাষায় 'শানে নুযূল' বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ওহীর মাধ্যমে বার্তা পাঠাতেন। ওহী দু'প্রকার,

১. ওহীয়ে মাতলু বা পঠিত ওহী

এবং

২. ওহীয়ে গায়রে মাতলু বা অপঠিত ওহী।

ওহী নাযিলের পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর কিভাবে ওহী নাযিল হতো তা নিম্নের আয়াতের নিরিখে বোঝা যায় ঃ

وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسلا فيوحى باذنه ما يشاء. انه عليم حكيم.

অর্থাৎ, "কোন মানুষের অবস্থাই এমন নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলবেন। তবে, তিনি গোপন ইশারা অথবা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলে থাকেন কিংবা কোন বাণী বাহক (ফিরিশতা) পাঠান, যিনি তাঁরই নির্দেশক্রমে তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন ওহীর মাধ্যমে তা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং মহাকৌশলী।" (সূরা আশশূরা ঃ ৫১)

উক্ত আয়াতে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায়। যেমন-

১. গোপন ইশারা দ্বারা,

২. পর্দার অন্তরাল হতে কথা বলা এবং

৩. বার্তা বাহকের মাধ্যমে।

এর বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর কাছে নিম্নোক্ত ছ'টি পদ্ধতিতে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঃ

ক. অন্তরে ফুঁক দিয়ে ঃ কোন কোন সময় বাহ্যিকভাবে দেখা না দিয়েই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্তকরণ-মানসপটে মহান রাব্বুল

www.pathagar.com

আলামীন আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী ফুঁকে দিতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان روح القدس نفث فی روعی

অর্থাৎ, "হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার অন্তকরণে ফুঁ দিয়েছিলেন।" (ইতকান, ১ম খণ্ড)।

খ. ঘণ্টা ধ্বনির দ্বারা ঃ এ পদ্ধতিকে বলা صلصلة الجرس ঃ (সাল্‌সালাতুল জারাস)। হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা হারেস ইবনে হিশাম রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, আপনার কাছে কিভাবে ওহী আসে? জবাবে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ

احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس و هو اشدّ على فيفهم عنى وقد و عيت ما قال و احيانا يتمثل لى الملك رجلا الخ (بخارى)

"কোন কোন সময় আমার কাছে ওহী আসে প্রচণ্ড ঘণ্ট ধ্বনির ন্যায়। ওহী নাযিলের এ অবস্থা আমার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক। এই অবস্থা অবসানের পর নাযিলকৃত সবই মুখস্থ হয়ে যায়। কখনো কখনো প্রেরিত দূত আমার কাছে মানুষের আকৃতিতেও উপস্থিত হতো।" (বুখারী)

গ. আল্লাহ্র সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা ঃ এক্ষেত্রে পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে কথোপকথন হয়। এটাকে 'কালামে ইলাহী' বলেও অভিহিত করা হয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় মহানবী (সাঃ)-ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। আর তা হলো শব-ই মি'রাজ।

ঘ. ফেরেশতার স্ব-আকৃতিতে হাজির হওয়া ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঐশী বাণী সহকারে কোন কোন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) স্ব-আকৃতিতে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে এসে তা শুনিয়ে যেতেন।

ঙ. মানুষের আকৃতিতে আগমন ঃ কোন কোন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) মানবাকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হতেন। এটা রাসূলের জন্য ছিল আরামপ্রদ।

চ. সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন সময় স্বপ্নযোগেও ওহী লাভ করতেন। এটা নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে হতো বেশি। বিশেষ করে তিনি যা-ই স্বপ্ন দর্শন করতেন, পরদিন তা-ই সংঘটিত হতো।

www.pathagar.com

কুরআন সংরক্ষণ

কুরআন শরীফ হুযূর (সাঃ)-এর কাছে একসাথে অবতীর্ণ হয়নি। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে খণ্ড খণ্ড অংশ হিসেবে আয়াত ও সূরা আকারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নাযিল হয়। যখনি যে সূরা অথবা আয়াত অবতীর্ণ হতো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা মুখস্থ করে ফেলতেন, সাহাবায়ে কিরামকে কণ্ঠস্থ করার নির্দেশ প্রদান করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া ভালো জানতেন তাঁরা সব সময় মহানবী (সাঃ)-এর সাথেই থাকতেন। কুরআন যখনি অবতীর্ণ হতো তখনি তাঁরা লিখে ফেলতেন, যাতে পরে কোন অসুবিধা দেখা না দেয়। সে সময় লেখার উপকরণ দুষ্প্রাপ্য ছিল বিধায় সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের আয়াতসমূহ খেজুর-পত্রে, অস্থি, চর্ম ও পাথরের উপর লিখে রাখতেন। যাঁরা কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন তাঁদের 'কাতিবীনে ওহী' বা ওহী লেখক বলা হয়। তাঁদের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। এছাড়া অনেক সাহাবীই কুরআনে হাফেজ ছিলেন। হুযূর (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন সংরক্ষণ করা হতো এসব উপায়-উপাদানের মাধ্যমেই।

তাঁর ইন্তেকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত-কালে 'ইয়ামামা' নামক স্থানে ভণ্ড নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণকারী অনেক হাফেজে কুরআন শাহাদাতবরণ করেন। এ জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হুযূর (সাঃ)-এর আমলের প্রধান ওহী লেখক যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)-এর উপর এ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হুযূর (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় লিখিত পাণ্ডুলিপি হতে তাঁকে কুরআন শরীফের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে বলা হয়। এভাবে সর্বপ্রথম কুরআনুল কারীম সংকলনাকারে লিপিবদ্ধ হয়। এরপর তা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তাঁর অব্যবহিত পর তা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে থাকে। তাঁর ইন্তেকালের পর তদীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে রাখা হয়।

কুরআন সংকলন

ইসলামের পয়গাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করতে থাকে। প্রতীয়মান

www.pathagar.com

হতে থাকে যে, নবদীক্ষিত মুসলমানদের অনেকেই কুরাইশদের ন্যায় আরবীর বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণ করতে পারে না। বিভিন্ন ভাষাভাষীর উচ্চারণ-পার্থক্যের দরুন বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতেও কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন জায়গায় কুরআন তিলাওয়াতের সময় আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাব দেখা যেতে থাকে। ব্যাপারটি ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর গোচরীভূত হয়। তিনি কুরআনের লিখন ও তিলাওয়াত পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য দেখে আতঙ্কিত হন। অতঃপর তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর সমন্বয়ে কুরআনের প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরী করার নিমিত্ত একটি বোর্ড গঠন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর, সাঈদ ইবনে আল-আস, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস, ইবনে সা'আদ ও হিশাম (রাঃ)। এ কমিটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিকে মূল হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর আরও ৮টি প্রতিলিপি তৈরি করে মূল নোসখাটি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাঃ)-কে ফিরিয়ে দেন। প্রতিলিপির লেখকবৃন্দ ছিলেন হাফেজে কুরআন। প্রতিলিপি তৈরির সময় তাঁরা ক'জন অন্যদের কিরাআতও শুনতেন। এ জন্যই তাঁদের লিখিত প্রতিলিপিকে মুসলিম সমাজ নির্ভুল বলে গ্রহণ করেছে। এরপর সংরক্ষিত কুরআনের এক এক কপি বিভিন্ন শাসন-কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেন বিশ্বের মুসলিমকুলের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতে ও উচ্চারণে কোনরূপ তারতম্যের সৃষ্টি না হয়। এরপর বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান কপিগুলো সবার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নষ্ট করে দেয়া হয়। এমনি করে প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার সময়কালের কৃতকর্ম তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে সংকলিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হয়। তাঁর এ অবিস্মরণীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে 'জামেউল কুরআন' বা কুরআনের সংরক্ষণকারী বলেও আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য এ কুরআনের হেফাজতকারী স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'য়ালাই। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون۔

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আমি নিজেই এ উপদেশ বাণী (আল-কুরআন) নাযিল করেছি, আর আমি স্বয়ং এর রক্ষক।'(নাহ্ল ঃ ৯)

বস্তুত আজ পর্যন্ত কুরআনের এক বিন্দুও বিকৃত হয়নি- কোন দিন হবেও না। আর এটাই হলো কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা।

www.pathagar.com

কোরআন সম্পর্কে অমুসলিম মনীষিদের অভিমত

১। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর কেউই ভাষা মাধুর্যে অপূর্ব এই গ্রন্থের সমমানের কোন কিছুই রচনা করতে সক্ষম হয়নি।

– এফ. এফ. আরবাল নট : The construction of the Bible and Koran.

২। কোরআন মানব–জীবনে চলবার সত্যিকার পাথেয় এবং ভবিষ্যতের আশার প্রতীক। – আর্থার এন. ওলেস্টন : The Religion of the Koran.

৩। ইহা ভাবিতেই আশ্চর্য লাগে যে, এই নিরক্ষর মানুষটির মাধ্যমেই অবতীর্ণ হইয়াছে ভাষা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন।

– বসন্ত কুমার বোস; Mohamedanism.

৪। কোরআন শরীফ এমন একটি গ্রন্থ, যার সাহায্যে আরবীয়গণ মহামহিম আলেকজান্ডারের রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের অপেক্ষাও বড় ভূখন্ড জয় করেছিলেন। – ডিউচ

৫। কোরআন সৎ জীবনের দিশারী ও নাগরিক আইনের নীতিমালা। ইসলামের প্রচার তরবারীর জোরে নহে।

– ই. ডেনিসন রস; Introduction to the Koran.

৬। কোরআনের গঠনশৈলী এতই উন্নত যে, কোন ভাষার অনুবাদের মাধ্যমে এর সঠিক স্বরূপ অনুধাবন করা যায় না।

– এডওয়ার্ড মোমটেট; Introduction framcaise du Koran.

৭। পৃথিবীতে কোরআন সর্বাপেক্ষা অধিক পঠিত এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সর্বাধিক প্রভাবিত গ্রন্থ।.... কোরআন মানুষের মহান জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।... রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনগুলো যদি কোরআন সমর্থিত হয়, তবেই রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে।

– জেমস্ এ. মিচেনার; Islam the misunderstood Religion.

৮। কোরআন শরীফ মূল্যবান নৈতিক আদেশ ও উপদেশ পরিপূর্ণ।

– জন উইলিয়াম ড্রাপার :

History of the Intellectual Development of Europe.

৯। কোরআন এক চিরস্থায়ী অলৌকিক অবদান।

– হ্যারি গ্যালর্ড ডরম্যান; Towards understanding Islam.

১০। কোরআনে এমন প্রজ্ঞার সমাহার দেখি, যা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং সর্বাপেক্ষা দক্ষ রাজনীতিজ্ঞের নিকট গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

কোরআন যে আল্লাহর বাণী, তার প্রমাণ– অবতীর্ণ হবার সময় হতে আজও এটি সুসংরক্ষিত। ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি কোন অস্ত্রের দাপটে নয়।

– লোরা বেভিসয়া ভ্যাগলাইরি Apologic de I'slamism.

১১। ইহা অনস্বীকার্য যে, কোরআন সর্বোচ্চ প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। এতে এমন উপাদান আছে, যেগুলোর উপর নির্ভর করে শক্তিশালী ও বিজয়ী জাতি এবং রাষ্ট্রসমূহ গড়ে তোলা যায়। – রেড় জে. এম. রডওয়েল; The Koran.

১২। "আমরা যখনই এ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করি প্রথমে খানিকটা বিরক্ত করলেও মুহূর্তেই তা আমাদের আকৃষ্ট ও অভিভূত করে। তারপর তা আমাদের অন্তরের গহীন থেকে টেনে তুলে আনে অনাবিল অকৃত্রিম ভক্তি। কুরআনের লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী এর রচনাশৈলী অনমনীয়, পূর্ণাঙ্গ ও চমকপ্রদ যা চিরকালই মহিমান্বিত। ভবিষ্যতের প্রতিটি কালেই এ গ্রন্থ অভাবণীয় প্রভাব বিস্তার করবে মানবসমাজে।"

– Goethe, quoted in T. P. Hughe's Dictionary of Islam, p. 526.

১৩। "কুরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দেওয়া ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু তা যে বিশাল মানবগোষ্ঠীর উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে তা আর কোন ধর্মগ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানুষের চিন্তা ও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুরআন এক অনাবিল আদর্শ। এ কুরআনই আরব-উপদ্বীপের বিভিন্ন মরু উপজাতিকে একটি বীর জাতিতে পরিণত করেছে। অতঃপর প্রতিষ্ঠা করেছে মুসলিম বিশ্বে এক বিশাল ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন, যা সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিসমূহের একটি এবং আজকের ইউরোপ ও প্রাচ্যকে যা ভাবিয়ে তুলেছে।"

- G. Margoliouth, Introduction to J. M. Rodwell's, The Koran New York : Everyman's Library, 1977, p-VII.

১৪। "মুহাম্মদকে যারা কুরআনের রচয়িতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বক্তব্য অযৌক্তিক এবং অমূলক। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি কিভাবে আরবী সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় লেখক হতে পারেন? কিভাবেই বা তিনি শাশ্বত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ বর্ণনা করলেন যা সে সময় অপর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি? এমনকি আজও এর মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির সন্ধান লাভ করা সম্ভব হয়নি?"

Maurice Bucaille, The Bible, the Qur'an and Science, 1978, p. 125.

১৫। "মৃন্ময় ও সাধারণ সৌন্দর্যতাত্ত্বিক আদর্শের বিচারে এ গ্রন্থের সাহিত্যিক উৎকর্ষ নির্ণয় করা সম্ভব নয়; বরং এর মূল্যায়ন হতে পারে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর

www.pathagar.com

সমসাময়িক ও স্বদেশীয় জনসাধারণের উপর এর প্রভাবের সাহায্যে। এ গ্রন্থ তার শ্রোতার হৃদয়ে এমন নিমগ্ন-নিবিড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, তাদের পরস্পরবিরোধী মানসিকতা ও বৈশিষ্ট্য সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে একটি অনুপম আদর্শ জীবন-কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। ফলে তারা আরবদের তৎকালীন মানসিকতার ঊর্ধ্বে এক বৃহত্তর মানব-চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিল। আর এর পরিপূর্ণ আবেদন একটি অসভ্য বর্বর জাতিকে পরিণত করেছিল এক সুসভ্য উন্নত জাতিতে।"

– Dr. Steingass, quoted in Hughes' Dictionary of Islam, p. 528.

১৬। "পূর্ববর্তী প্রজন্মের কর্মকে সমৃদ্ধ করতে আমার এ প্রচেষ্টা। আমি এমন কিছু করতে চাই যাতে প্রতিধ্বনিত হবে কুরআনের আশ্চর্যসমৃদ্ধ ছন্দমালা। প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে এর জটিল ও পরিবর্তনমান ছন্দ সম্পর্কে আমাকে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। বাণীর সৌকর্য ও অসামান্যতা বাদ দিলেও কেবল ছন্দের ঐশ্বর্যের কারণেই এ গ্রন্থ মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে"।

- Arthur. J, Arberry, The Koran Interpreted, London : Oxford University Press, 1964, p. x.

১৭। "আধুনিক জ্ঞানের আলোকে কুরআনের একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যালোচনা আমাদেরকে এ দু'য়ের মাঝে একটি ঐক্য স্বীকার করতে উৎসাহী করে। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনাও হয়েছে। ফলে এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় যে, মুহাম্মদের সমসাময়িক কালের জ্ঞানের অবস্থা এবং পরিপ্রেক্ষিতের বিবেচনায়, ঐ সময়কার কোনো মানুষের পক্ষে এ ধরনের গ্রন্থের লেখক হওয়া সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। এ বিবেচনাই কুরআনকে অনন্য স্থান প্রদান করেছে। বস্তুগত বিজ্ঞানের সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা এ কারণেই যে কোন নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব।"

Maurice Bucaill, The Qur'an and Modern Science, 1981, P. 18

১৮। বর্তমান বিশ্বসভ্যতার শীর্ষে অবস্থানকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) তার অতীব উন্নত মানের কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে পবিত্র কোরআনের সমমানের একটি গ্রন্থ পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালালে, যন্ত্রটি তাদের জানিয়ে দেয়- ৬২৬ –এর সঙ্গে চব্বিশটি শূন্য পাশে যোগ করে যত কোটি কোটি বছর হবে, (৬২৬,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০) তত বছরেও তামাম দুনিয়ার মানুষের পক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়ে অনুরূপ একটি গ্রন্থ পাওয়া সম্ভব নয়।

– কোরআন- ২ : ২৩, ২৪। (কোরআন শরীফ ঃ ড. ওসমান গণী, পৃ. ৫২০-২৩)

www.pathagar.com

কুরআন ও বিজ্ঞান ঃ রহস্যময় সংখ্যা ১৯-এর মাহাত্ম্য

সচরাচর দেখা যায় কোন গ্রন্থকার, সম্পাদক, সংকলক গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকায় একটি বাক্য জুড়ে দেন এভাবে ঃ "মানুষ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়, আমার সাধ্যমত নির্ভুল গ্রন্থ পাঠককে উপহার দেয়ার চেষ্টা করেছি, তারপরও কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আমাকে জানালে অত্যন্ত খুশী হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবো ইনশা আল্লাহ।"

অথবা লেখেন ঃ "বর্তমান সংস্করণে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে, প্রেসের ভূত থেকে এ সংস্করণটি রক্ষা পায়নি, পরবর্তী সংস্করণে নির্ভুল গ্রন্থ পাঠকদের উপহার দেয়ার ইচ্ছা রইলো।"

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে না-কি কোন গ্রন্থের প্রিন্ট অর্ডার দেয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট জায়গায় বইয়ের ফর্মা সেঁটে রাখা হয়। ছাত্র-ছাত্রী বা যে কেউ ভুল বের করতে পারলে, সে জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক বা সম্মানীও তাদের জন্য রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, নির্ভুল গ্রন্থ পাঠককে উপহার দেয়ার ব্যাপারে প্রকাশককে, লেখককে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কম কসরত করতে হয় না। তারপরও ভুল থেকে যায়, অবলীলায় ধরা পড়ে বনী আদমের চোখে। সমালোচনা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাবৎবিশ্বে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই সেই আসমানী গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমের প্রারম্ভেই ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

ذلك الكتاب لا ريب فيه

অর্থাৎ, এই সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। (বাকারা ঃ ২)

এমনিভাবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে, কুরআন যে নির্ভুল সে ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বার বার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর সমকক্ষ কোন গ্রন্থ বা আয়াত উপস্থাপন করার জন্য। আরবের ডাকসাঁইটে কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ অবনত মস্তকেই স্বীকার করে নিয়েছেন ঃ

ليس هذا من كلام البشر

"এটা কোন মানব রচিত গ্রন্থ আদৌ নয়।"

নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের বিভিন্ন প্রমাণসহ কুরআনের বহু অলৌকিক তত্ত্ব বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন অলৌকিক ও বিস্ময়কর গ্রন্থ বলে বর্ণিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

যে গ্রন্থ মানব রচিত নয়, তা নির্ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। অপরদিকে, অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন– বাইবেল, গীতা, উপনিষদ, বেদ, পুরাণ, ইনজীল প্রভৃতি কুরআনের ন্যায় নির্ভুল প্রমাণিত হয়নি। অথবা ১৯ সংখ্যা বা অন্য কোন গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটতেও দেখা যায়নি।

অধুনাকাল পর্যন্ত কুরআনের নির্ভুলতা প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। হয়েছে আলোচনা-পর্যালোচনা। তন্মধ্যে রহস্যময় ১৯ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে অলৌকিকত্বের দিক থেকে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন যে নির্ভুল তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই তো ১৯৭৫ সালের ঘটনা। কুরআন যে নির্ভুল গ্রন্থ তা বিজ্ঞানের নিরিখে সর্বপ্রথম আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন মিসরীয় বাহাই বিজ্ঞানী ড. রশীদ খলীফা কম্পিউটারের মাধ্যমে। তিনি যুগান্তকারী একখানা গ্রন্থও রচনা করে ফেলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম হচ্ছে– This Wonderful Quran.

উল্লেখ্য যে, ড. রশীদ খলীফার উদ্ভাবিত সূত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন জনাব আরফাক মালিক। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ থেকে প্রকাশিত 'আল-বালাগ' নামক পত্রিকায় ১৯৮৬ সালের আগস্ট সংখ্যায় তাঁর নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ সম্পাদকীয় নোটসহ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে তিনি রশীদ খলীফার বিভিন্ন সূত্রের জবাব দেন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো : The Coreat Brain Robbery : Theory of 19 – a Geat hoax.

যা-ই হোক, সূরা রূমের ২০-২৪ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে: নিশ্চয়ই কুরআনে চিন্তাশীল ও জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

কুরআন-হাদীস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য তো বটেই, অসংখ্য বিজ্ঞানী এবং গবেষকের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা যায় কুরআন নির্ভুল। গবেষক ও বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে কম্পিউটারের দ্বারা সাফ জবাব হচ্ছে : কুরআন নির্ভুল। আর কুরআন যে নির্ভুল গ্রন্থ তা ১৯ সংখ্যা দিয়েও নিরূপণ করা সম্ভব। ১৯ সংখ্যার রহস্য জানতে চাওয়া হলে কম্পিউটার নিম্নোক্ত জবাব দেয় ঃ

কুরআনুল কারীমের প্রারম্ভে রয়েছে بسم الله الرحمن الرحيم এই আয়াত। উক্ত আয়াতে অক্ষরের সংখ্যা হচ্ছে ১৯ – এটাই কুরআনের নির্ভুলতার সর্বপ্রথম ও প্রাথমিক প্রমাণ।

www.pathagar.com

কুরআনের ৭৪ নং সূরা হচ্ছে আল মুদ্দাস্সির। এ সূরায় আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছে

عليها تسعة عشر-

অর্থাৎ, এর উপরে রয়েছে উনিশ।

১৯-কে আমরা কোড নাম্বারও বলতে পারি। কোড নাম্বার জানা থাকলে যেভাবে ব্রিফকেস বা যেকোন তালা খোলা যায়। তেমনি, ১৯ সংখ্যা দিয়েও কুরআনের অসংখ্য রহস্য উদঘাটিত হয়।

যাক, তদানীন্তন সময়ের এবং অধুনাকালের কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণও আয়াতে উল্লিখিত ১৯ সংখ্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। তন্মধ্যে মিসরের বিজ্ঞানী ড. রশীদ খলীফার মতামত হচ্ছে, কুরআনের প্রতিটি সূরা এবং আয়াত ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। যেমন (১১৪ ÷ ১৯=৬)। এছাড়া সমগ্র কুরআনে ১১৩টি সূরার শুরুতে ১১৩ বার বিসমিল্লাহ এসেছে, আর সূরা নমলে বিসমিল্লাহ ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। মোট ১১৪ বার বিসমিল্লাহ এসেছে যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

গুনিয়াতুত্ তালেবীন গ্রন্থের ২য় খন্ডে উল্লেখ আছে যে, মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম লওহে মাহফুজ ও কলম সৃষ্টি করেন। এরপর নির্দেশ মোতাবেক কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে কলম সবই লিখে ফেলে। নির্দেশ অনুযায়ী কলম সর্বপ্রথম তাসমিয়াহ্র আয়াত বা কল্যাণকর বাক্য লিখে। অতএব তাসমিয়াহ বান্দাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সর্বপ্রথম বাক্য। পবিত্র কুরআন এ বাক্য দ্বারাই শুরু হয়েছে।

গবেষকগণ দেখিয়েছেন, বিস্‌মিল্লাহর মধ্যে রয়েছে, 'ইসম' শব্দ। এ শব্দ সমগ্র কুরআনের অন্যান্য জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে এসেছে ১১৩ বার, নমলে এসেছে দু'বার এটাও (১১৪ ÷ ১৯=৬) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সর্বপ্রথম ওহী এসেছিল সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত। আয়াতগুলোর অক্ষরের সংখ্যা৭৬–এটা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (৭৬ ÷ ১৯ = ৪)।

'আল্লাহ' এসেছে ২৬৯৮ বার। দেখা যাচ্ছে (২৬৯৮ ÷ ১৯ = ১৪২) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

আররহমান এসেছে ৫৭ বার। (৫৭ ÷ ১৯=৩) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। সূরা আলাক কুরআনের ৯৬তম সূরা, উল্টো দিক থেকে গুণলে এটি ১৯ নং সূরা। চতুর্থ ওহীতে ৭৪-তম সূরা মুদ্দাসসিরে ৩০ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সূরার ২৬-২৯

www.pathagar.com

নং আয়াতে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য দোযখের ভয়ংকর শাস্তির বিবরণ দিয়েছেন। দোযখের পাহারা দার হিসেবে ১৯ জন ফিরিস্তা নিয়োজিত রয়েছেন বলে উক্ত সূরার ৩০ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে।

আমরা অন্য একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে পারি। দেখা যায়, কাফ বর্ণটি দুটো সূরার শুরুতে রয়েছে। ৪২ নং সূরা আশ সূরাতে অন্য দুই বর্ণের সাথে এবং ৫০ নং সূরা কাফ-এ এককভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দুটো সূরাতেই কাফ অক্ষরটি বিভিন্নভাবে (৫৭+৫৭) বা ১১৪ বার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে (১১৪ ÷ ১৯ = ৬) ১৯ দ্বারা বিভাগ্য।

প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরআনে সূরার সংখ্যা হচ্ছে ১১৪টি। এ দু'সূরার কাফ-এই সংখ্যা এবং কুরআনের সূরার সংখ্যার সাথে চমৎকার মিল দেখা যায়। কুরআন যে নির্ভুল এগুলো কি তার নির্ভুলতা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা নয়? দ্ব্যর্থহীনভাবে বুকটান করে যে কোন মুসলমান বিনা দ্বিধায় ঘোষণা দিতে পারেন যে, একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হচ্ছে কুরআন, আর তাই এ গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ।

কুরআন মানুষকে সমগ্র সৃষ্টিকুল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার দিকে আহবান করে। ইসলাম সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে, করে উদ্বুদ্ধ। এটা আল্লাহ ওয়ালা লোকদের অন্যতম গুণ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও চিন্তা-গবেষণার জন্য ইসলাম দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। চিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে ইসলামে। কুরআনে প্রায় ১৫০টি আয়াত রয়েছে– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পেশাগত কাজ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাকার ইবাদাত-সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে। কিন্তু ৭৫৬টি আয়াত রয়েছে নিখিল বিশ্ব জাহানের সৃষ্ট বস্তুর অপূর্ব সমাহারের উপর চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে। সেহেতু, কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। কম্পিউটারের সাহায্যেও কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল বিষয়টি শনাক্ত করা হয়েছে। অবশ্য, কম্পিউটার আবিষ্কার না হলে যে এসব গণনার কাজ করা যেতো না তা নয়। শ্রমসাধ্য হতো এ-ই যা।

স্মর্তব্য যে, কুরআন এমন আসমানী গ্রন্থ যার মধ্যে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে রয়েছে বিচিত্র অক্ষর বিন্যাস। এগুলোকে বলা হয় হরূফে মুকাত্তা'আত বা খন্ড বর্ণ। এগুলোর ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক পরিজ্ঞাত রয়েছেন। ২৯টি সূরার শুরুতে

www.pathagar.com

এ ধরনের মোট ১৪টি বর্ণ ১৪ ভাবে বিন্যস্ত। এগুলোর সমষ্টি (২৯+১৪+১৪) ৫৭ এটা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (৫৭ ÷ ১৯=৩)।

দেখা যাচ্ছে যে, মুকাততা'আত সম্বলিত ২৯টি সূরার বর্ণসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। ৯টি বিশেষ সূরার প্রতিটির মধ্যে মুকাততা'আত অক্ষরের পুনরাবৃত্তির সংখ্যার সমষ্টি এবং ১৯ দ্বারা সমষ্টির বিভাজ্য তা আমরা নিচে ছক আকারে দেখার প্রয়াস পাবো।

সমগ্র কুরআন শরীফে ব্যবহৃত তাসমিয়াহ্‌র শব্দসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য।

শব্দসমূহ	শব্দসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা	
اسم ইসম	১৩৩	৭
الله আল্লাহ	২৬৯৮	১৪২
الرحمن আর রহমান	৫৭	৩
الرحيم আররহীম	১১৪	৬

সমগ্র কুরআনে ব্যবহৃত মুকাত্‌তা'আতসমূহ

ক্রমিক নং ১	মুকাত্‌তা'আতসমূহ ২	নম্বরসহ সূরাসমূহের নাম ৩
১	الم আলিফ, লাম, মীম	বাকারাহ (২), আল-ইমরান (৩), আল-আন্‌কাবুত (২৯), আররূম (৩০), লোকমান (৩১), সাজদাহ (৩২)।
২	المص আলীফ, লাম, মীম, ছোয়াদ	আল-আ'রাফ (৭)
৩	المر আলিফ, লাম, মীম, রা	রা'দ (১৩)
৪	الر আলিফ, লাম, রা	ইব্‌রাহীম (১৪), হিজর (১৫)

www.pathagar.com

ক্রমিক নং ১	মুকাত্তা'আতসমূহ ২	নম্বরসহ সূরাসমূহের নাম ৩
৫	حم হা, মীম	আল-মু'মিন (৪০), হা-মীম সাজদাহ (৪১), আয-যুখরুফ (৪৩), আদ-দোখান (৪৪), আল-জাসিয়াহ (৪৫), আল-আহক্বাফ (৪৬)
৬	حم عسق হা, মীম, আইন, সিন, ক্বাফ	আশ-শূরা (৪২)
৭	طسم ত্বোয়া, সিন, মীম	আশা-শো'আরা (২৬), আল-কাছাছ (২৮)
৮	طس ত্বোয়া, সিন	আন-নমল (২৭)
৯	طه ত্বোয়া, হা	ত্বোয়াহা (২০)
১০	يس ইয়া, সিন	ইয়াসীন (৩৬)
১১	كهيعص কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছোয়াদ	মারইয়াম (১৯)
১২	ص ছায়াদ	ছোয়াদ (৩৮)
১৩	ق ক্বাফ	ক্বাফ (৫০)
১৪	ن নুন	আল ক্বলম (৬৮)

ছ'টি বিশেষ সূরায় ব্যবহৃত মুকাত্তা'আতের অক্ষর সমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য :

সূরা সংখ্যা	সূরা	মুকাত্তা'আতের অক্ষরসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা			মোট সংখ্যা	সংখ্যা ১৯
		م মীম	ل লাম	ا আলিফ		
২	বাকারাহ	২১৯৫	৩২০২	৪৫০২	৯৮৯৯	৫২১
৩	আল ইমরান	১২৪৯	১৮৯২	২৫২১	৫৬৬২	২৯৮
২৯	আল-আনকাবুত	৩৪৪	৫৫৪	৭৭৪	১৬৭২	৮৮
৩০	আররূম	৩১৭	৩৯৩	৫৫৪	১২৫৪	৬৬
৩১	লোকমান	১৭৩	২৯৭	৩৪৭	৮১৭	৪৩
৩২	সাজদাহ	১৫৮	১৫৫	২৫৭	৫৭০	৩০
	মোট	৪৪৩৬	৬৪৯৩	৮৯৪৫	১৯৮৭৪	১০৪৬

তিনটি সূরায় ব্যবহৃত মুকাত্তা'আতের অক্ষরসমূহের পুণরাবৃত্তির সংখ্যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য :

সূরা সমূহ	মুকাত্তা'তের অক্ষরসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা					মোট সংখ্যা	
আল-আ'রাফ		ص ছোয়াদ ৯৭	م মীম ১১৬৪	ل লাম ১৫৩০	ا আলিফ ২৫২৯	- ৫৩২০	- ২৮০
মারইয়াম	ص ছোয়াদ ২৬	ع আইন ১১৭	ى ইয়া ৩৪৩	ه হা ১৫৭	ك কাফ ১৩৭	- ৭৯৮	- ৪২
ইয়াসীন	-	-	-	س সিন ৪৮	ى ইয়া ২৩৭	- ২৮৫	- ১৫

পাঁচটি সূরায় ব্যবহৃত মুকাত্তা'আতের বিশেষ দু'টি অক্ষরের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য :

বিশেষ অক্ষর	মুকাত্তা'আতের অক্ষরসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা			মোট সংখ্যা	সংখ্যা ১৯
ص ছোয়াদ	সূরা আল-আ'রাফ ৯৭	সূরা মারইয়াম ২৬	সূরা ছোয়াদ ২৯	- ১৫২	- ৮
ق ক্বাফ	সূরা সূরা আশ-শূরা ৫৭	সূরা ক্বাফ ৫৭		- ১১৪	- ৬

আঠারটি সূরায় ব্যবহৃত মুকাত্তা'আতের বর্ণসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য :

সূরাসমূহ	মুকাত্তা'আতসমূহ	অক্ষরসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা	সংখ্যা ১৯
রা'দ (১৩)	المر আলিফ, লাম, মীম, রা	১৪৮২	৭৮
আশ-শূরা (৪২)	حم عسق হা, মীম, আইন, সিন, ক্বাফ	৫৭০	৩০

সূরাসমূহ	মুকাত্‌তা'আতসমূহ	অক্ষরসমূহের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা	সংখ্যা ১৯
আশ-শূরা (৪২)	عسق আইন, সিন, ক্বাফ	২০৯	১১
ইউসুফ (১২)	ال আলিফ, লাম, রা	২৩৭৫	১২৫
ইব্‌রাহীম (১৪)	ঐ	১১৯৭	৬৩
হিজ্‌র (১৫)	ঐ	৯১২	৪৮
ইউনুস (১১), হুদ (১২)	ঐ	২৪৮৯	১৩১
আল-মু'মিন (৪০), হা-মীম-সাজদাহ (৪১) আশ-শূরা (৪২), আয-যুখরুফ (৪৩), আদ-দোখান (৪৪), আল-জাসিয়াহ (৪৫), আল-আহক্বাফ (৪৬),	حم হা-মীম	২১৪৭	১১৩
মারইয়াম (১৯) ত্বোয়াহা (২০)	ه হা طه ত্বোয়া, হা	১৭৬৭	৯৩
আশ-শো'আরা (২৬) ও আল-কাছাছ (২৮)	طسم ত্বোয়া, সিন, মীম		
আন-নম্‌ল (২৭)	طس ত্বোয়া, সিন		

মানব রচিত কোন গ্রন্থে ১৯-এর গাণিতিক বন্ধনের ন্যায় সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না, সম্ভবও নয়। পবিত্র কুরআন হচ্ছে নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

অধুনাকালে কম্পিউটারের মাধ্যমে গবেষণায় জানা গেছে যে, পবিত্র কুরআনের ন্যায় একটি গ্রন্থ রচনার লক্ষ্যে ১১৪১৪ বার (অর্থাৎ ৬.৩×১০২৮ বার) প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ

www.pathagar.com

"কোন মানুষের পক্ষে নিজের অজ্ঞাতে উনিশের দুর্ভেদ্য গাণিতিক বন্ধন প্রয়োগ করে কুরআনের ন্যায় একটি গ্রন্থ রচনা করা আদৌ সম্ভব কি-না?"

উত্তর এসেছে ঃ "সারা দুনিয়ার মানুষ যদি যৌথভাবে পৃথিবীর মোট বয়সব্যাপী অবিরামগতিতে অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে যেতো, তবু তা চিরদিন সম্ভাব্যতার সীমার বাইরেই থেকে যেতো।"

আজকের বিজ্ঞানের যুগে কম্পিউটার সেই সত্যই উদঘাটন করেছে যা ১৪০০ বছর পূর্বেই কুরআন ঘোষণা দিয়েছিল এভাবে ঃ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِهَا هذَا الْقُرْآن لاَ يَأْتُوْنَ

بِمِثْلِه وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْراً ۰ (بنى اسرائيل : ٨٨)

অর্থাৎ, বলে দিন, মানুষ ও জিন সবাই মিলেও যদি এই কুরআনের ন্যায় কোন জিনিস আনার চেষ্টা করে তবে তা আনতে পারবে না– তারা পরস্পরের যত সাহায্যকারীই হোক না কেন? (বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮)

বস্তুত এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ। সে জন্য আমরা বিজ্ঞানের নিরিখে কম্পিউটারের সাহায্যে কুরআন যে নির্ভুল তাও প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছি। বিজ্ঞান আবিষ্কৃত না হলেও এর প্রমাণ অবশ্যই দেয়া যেতো। এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে অতীতের ইতিহাস। 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থেও মরিস বুকাইলী নিঃশঙ্কচিত্তে কুরআনের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছেন। এর পূর্বেও কুরআনের নির্ভুলতার লক্ষ-কোটি প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ করে এসেছি।

www.pathagar.com

একনজরে আল-কুরআন

প্রশ্ন : ১। কুরআন মাজীদে কোন্ হরফ বা অক্ষর কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : এর বিশদ বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

অক্ষর	সংখ্যা	অক্ষর	সংখ্যা
ا (আলিফ)	৪৮৮৭২	ط 'ত্বোআ)	১২৭৭
ب (বা)	১১৪২	ظ জ্বোআ)	৮৪২
ت (তা)	১১৯৯	ع (আইন)	৯২২০
ث (ছা)	১২৭৬	غ (গাইন)	২২০৮
ج (জ্বীম)	২২৭২	غ (ফা)	৮৪৯৯
ح (হা)	৯৭৩	ق (ক্বাফ)	৬৮১৩
خ (খা)	২৪১৬	ك (কাফ)	৯৫০০
د (দাল)	৫৬০২	ل (লাম)	৩৬৫২৫
ذ (জাল)	৪৬৭৭	م (মীম)	৩৬৫২৫
ر (রা)	১১৭৯২	ن (নূন)	৪০১৯
ز (যা)	১৫৯০	و (ওয়াও)	২৫৫৩২
س (সিন)	৫৯৯১	ه (হা)	১৯০৭০
ش (শিন)	২১১৫	لا (লাম-আলিফ)	৩৭২০
ص (ছোয়াদ)	১০১২	ي (ইয়া)	৪৫৯১৯
ض (দোয়াদ)	১৩০৭		

প্রশ্ন : ২। কুরআন মাজীদে সর্বমোট হরকত (যের, যবর, পেশ) কতটি?

উত্তর : কুরআনে যবর, যের ও পেশের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

فتحات (ফাত্‌হাত) যবর ৫০২২৩ ضمات (দুম্মাত) পেশ ৮৮৫৪।

كسرات (কাস্‌রাত) যের ৩৯৫৮২ مدات (মাদ্দাত) মাদ ১৭৭১।

شدات (শাদ্দাত) তাশদীদ ১২৭৪ (নুক্‌তা) নুক্‌তা ১০৫৬৮৪।

প্রশ্ন : ৩। কুরআনে পারার সংখ্যা কত?

উত্তর : ত্রিশ পারা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৪। কুরআনে মানযিলের সংখ্যা কত?

উত্তর : সাত মানযিল।

প্রশ্ন : ৫। কুরআনে সূরার সংখ্যা কত?

উত্তর : একশ' চৌদ্দটি।

প্রশ্ন : ৬। কুরআনে সর্বমোট রুকূ কতটি?

উত্তর : পাঁচশ' চল্লিশটি।

প্রশ্ন : ৭। কুরআনে সর্বমোট আয়াত সংখ্যা কত?

উত্তর : ৬৬৬৬টি।

প্রশ্ন : ৮। আয়াত শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : আয়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন, নিদর্শন।

প্রশ্ন : ৯। কুরআনে আয়াতসমূহের বিন্যাস কিরূপ ?

উত্তর : কুরআনের আয়াতসমূহের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

	আয়াত	সংখ্যা		আয়াত	সংখ্যা
১.	অঙ্গীকারের আয়াত	১০০০	৬.	ঘটনাবলীর আয়াত	১০০০
২.	ভীতি প্রদর্শনের আয়াত	১০০০	৭.	বৈধতার আয়াত	২৫০
৩.	নিষেধের আয়াত	১০০০	৮.	অবৈধতার আয়াত	২৫০
৪.	নির্দেশের আয়াত	১০০০	৯.	তাসবীহ্র আয়াত	২৫০
৫.	উপমার আয়াত	১০০০	১০.	বিভিন্ন আয়াত	৬৬

সর্বমোট-৬৬৬৬

প্রশ্ন : ১০। কুরআন অবতীর্ণের সময়কাল কত বছর?

উত্তর : বাইশ বছর, পাঁচ মাস, চৌদ্দ দিন।

প্রশ্ন : ১১। কুরআনে সাজ্দার আয়াত কতটি?

উত্তর : সর্বসম্মত- চৌদ্দটি আর মতানৈক্য একটি।

প্রশ্ন : ১২। কুরআনে বাক্যসমূহের সংখ্যা কত?

উত্তর : ছিয়াশি হাজার চারশ' ত্রিশ (৮৬৪৩০)।

প্রশ্ন : ১৩। কুরআনে সর্বমোট অক্ষরের সংখ্যা কত?

উত্তর : তিন লাখ তেইশ হাজার সাতশ' ষাট (৩২৩৭৬০)।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৪। কুরআনের মাক্কী সূরা কোন্ কোন্‌টি?

উত্তর : কুরআনের মাক্কী সূরাগুলো নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	সূরার নাম	ক্রমিক নং	সূরার নাম
১.	আল-ফাতিহা	২৪.	সাবা
২.	আল-আন'আম	২৫.	ফাতির
৩.	আল-আ'রাফ	২৬.	ইয়াসীন
৪.	ইউনুস	২৭.	সাফ্‌ফাত
৫.	হূদ	২৮.	ছোয়াদ
৬.	ইউসুফ	২৯.	যুমার
৭.	ইব্রাহীম	৩০.	মু'মিন
৮.	হাজ্‌র	৩১.	হামীম সাজ্‌দা
৯.	নাহ্‌ল	৩২.	শূরা
১০.	বনী ইস্‌রাঈল	৩৩.	যুখ্‌রুফ
১১.	কাহ্‌ফ	৩৪.	দুখান
১২.	ত্বাহা	৩৫.	জাসিয়া
১৩.	আম্বিয়া	৩৬.	আহ্‌ক্বাফ
১৪.	মু'মিন	৩৭.	ক্বাফ
১৫.	মু'মিনূন	৩৮.	জারিয়াত
১৬.	ফুরক্বান	৩৯.	তূর
১৭.	শু'য়ারা	৪০.	নজ্‌ম
১৮.	নাম্‌ল	৪১.	কামার
১৯.	কাসাস	৪২.	ওয়াকিয়া'
২০.	'আনকাবূত	৪৩.	তালাক
২১.	রূম	৪৪.	মুল্‌ক
২২.	লুক্‌মান	৪৫.	ক্বালাম
২৩.	সাজদাহ্‌	৪৬.	হাক্‌কাহ্‌

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সূরার নাম	ক্রমিক নং	সূরার নাম
৪৭.	মা'আরিজ	৬৮.	লাইল
৪৮.	নহ্ল	৬৯.	দুহা
৪৯.	জ্বিন	৭০.	আলাম নাশরাহ
৫০.	মুয্যাম্মিল	৭১.	ত্বী-ন
৫১.	মুদ্দাস্সির	৭২.	'আলাক
৫২.	ক্বিয়ামাহ	৭৩.	কদ্র
৫৩.	মুরসালাত	৭৪.	বাইয়্যেনা
৫৪.	নাবা	৭৫.	'আদিয়াত
৫৫.	নাযিয়া'ত	৭৬.	কারি'য়া
৫৬.	'আবাসা	৭৭.	তাকাসুর
৫৭.	তাক্উয়ির	৭৮.	আস্র
৫৮.	ইনফিতার	৭৯.	হুমাযা
৫৯.	মুতাফ্ফিফীন	৮০.	ফীল
৬০.	ইনশিক্বাক	৮১.	কুরাঈশ
৬১.	বুরূজ	৮২.	মাউন
৬২.	তারিক	৮৩.	কাওসার
৬৩.	আ'লা	৮৪.	কাফিরূন
৬৪.	গাশিয়া	৮৫.	লাহাব
৬৫.	ফাজর	৮৬.	ইখলাস
৬৬.	বালাদ	৮৭.	ফালাক
৬৭.	শামস	৮৮.	নাস

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৫। কুরআনের মাদানী সূরা ক'টি ?

উত্তর : কুরআনের মাদানী সূরা ২৬টি। যেমন -

ক্রমিক নং	সূরার নাম	ক্রমিক নং	সূরার নাম
১.	বাকারাহ	১৪.	রহমান
২.	আলুইমরান	১৫.	হাদীদ
৩.	নিসা	১৬.	মুজাদালা
৪.	মাঈদা	১৭.	হাশ্‌র
৫.	আন্‌ফাল	১৮.	মুমতাহানা
৬.	তাওবা	১৯.	সাফ্‌
৭.	রা'দ	২০.	জুমু'আ
৮.	হজ্জ	২১.	মুনাফিকূন
৯.	নূর	২২.	তাগাবুন
১০.	আহযাব	২৩.	তাহরীম
১১.	মুহাম্মাদ	২৪.	দাহ্‌র
১২.	ফাত্‌হ	২৫.	যিলযাল
১৩.	হুজুরাত	২৬.	নস্‌র

প্রশ্ন : ১৬। কুরআনে সর্বসম্মত মাক্কী সূরার সংখ্যা কত ?

উত্তর : পঁয়ষট্টিটি।

প্রশ্ন : ১৭। কুরআনে সর্বসম্মত মাদানী সূরার সংখ্যা কত ?

উত্তর : আঠারটি।

প্রশ্ন : ১৮। মাক্কী ও মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে-কুরআনে এমন সূরা ক'টি ?

উত্তর : একত্রিশটি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৯। কুরআনে কোন্ কোন্ পয়গাম্বরের নাম এসেছে, প্রত্যেকের নাম কতবার এসেছে ?

উত্তর : কুরআনে এসেছে এমন পয়গাম্বরগণের নাম নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	পয়গাম্বরের নাম	যতবার নাম এসেছে
১.	হয্রত আদম (আঃ)	২৫
২.	হয্রত নূহ (আঃ)	৪৩
৩.	হয্রত ইদরীস (আঃ)	২
৪.	হয্রত হূদ (আঃ)	৭
৫.	হয্রত ইব্রাহীম (আঃ)	৬৭
৬.	হয্রত ইসমাঈল (আঃ)	১২
৭.	হয্রত ইসহাক (আঃ)	১৭
৮.	হয্রত ছালিহ (আঃ)	৮
৯.	হয্রত লূত (আঃ)	২৭
১০.	হয্রত ইয়াকুব (আঃ)	১১
১১.	হয্রত ইউসুফ (আঃ)	২৭
১২.	হযরত শু'য়াইব (আঃ)	১১
১৩.	হয্রত হারূন (আঃ)	১৯
১৪.	হয্রত মূসা (আঃ)	১৩৫
১৫.	হয্রত ইউনুস (আঃ)	৪
১৬.	হয্রত দাউদ (আঃ)	১৬
১৭.	হয্রত সুলাইমান (আঃ)	১৭
১৮.	হয্রত আইউব (আঃ)	৪
১৯.	হয্রত ইলিয়াস (আঃ)	২
২০.	হয্রত আল-ইসা'আ (আঃ)	২
২১.	হয্রত যাকারিয়া (আঃ)	৭
২২.	হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)	৫
২৩.	হযরত জুল কিফ্ল (আঃ)	২
২৪.	হয্রত উযাইর (আঃ)	১
২৫.	হযরত ঈসা (আঃ)	৩৩
২৬.	হয্রত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) এবং তাঁর মোবারক নাম আহমাদ (সাঃ)	১

প্রশ্ন : ২০। কুরআনে 'আল্লাহ্' কতবার এসেছে?
উত্তর : দু'হাজার পাঁচশ' চুরাশিবার (২৫৮৪)।
প্রশ্ন : ২১। কুরআনে কোন্ কোন্ ফিরিশতার নাম এসেছে?
উত্তর : কুরআনে নিম্নোক্ত ফিরিশতার নাম এসেছে ঃ
১. জিব্রাঈল আমীন ২. মীকাঈল ৩. হারূত ৪. মারূত।
প্রশ্ন : ২২। কুরআনে হযরত জিব্রাঈল আমীনের আর কোন্ কোন্ নাম এসেছে?
উত্তরঃ রুহুল আমীন, রূহুল কুদুস।
প্রশ্ন : ২৩। কুরআনে 'হরূফে মুকাত্তা'আত' কোন্গুলো এবং কোন্ কোন্ সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর : এগুলো এমন অক্ষর যার অর্থের কোন বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। এমন অক্ষর উনত্রিশটি। যেমন–

ক্রমিক নং	হরূফে মুকাত্তা'আত	যে সূরায় এসেছে
১.	আলিফ লাম মীম	বাকারা
২.	আলিফ লাম মীম	আ-লু ইমরান
৩.	আলিফ লাম মীম	সাদ, আ'রাফ
৪.	আলিফ লাম রা	ইউনুস
৫.	আলিফ লাম রা	হূদ
৬.	আলিফ লাম রা	ইউসুফ
৭.	আলিফ লাম মীম রা	ইব্রাহীম
৮.	আলিফ লাম রা	ইব্রাহীম
৯.	আলিফ লাম রা	হাজ্র
১০.	কাফ হা ইয়া আইন	সাদ
১১.	ত্বাহা	ত্বাহা
১২.	ত্বা সীন মীম	শুয়ারা
১৩.	ত্বা সীন	নাম্‌ল
১৪.	ত্বা সীন মীম	কাসাস
১৫.	আলিফ লাম মীম	আন্‌কাবুত
১৬.	আলিফ লাম মীম	সাজ্‌দাহ
১৭.	আলিফ লাম মীম	লুক্বমান
১৮.	আলিফ লাম মীম	সাজ্‌দাহ
১৯.	ইয়াসীন	ইয়াসীন

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	হরূফে মুকাত্তা'আত	যে সূরায় এসেছে
২০.	সাদ	সাদ
২১.	হামীম	হামীম সাজদাহ্
২২.	হামীম	শূরা
২৩.	আইন সীন ক্বাফ	শূরা
২৪.	হামীম	যুখরূফ
২৫.	হামীম	দুখান
২৬.	হামীম	জাসিয়া
২৭.	হামীম	আহক্বাফ
২৮.	ক্বাফ	ক্বাফ
২৯.	নূন	কালাম

প্রশ্ন : ২৪। কুরআনের পারাগুলোর নাম কি?

উত্তর : কুরআনের ত্রিশটি পারার নাম নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	পারার নাম	ক্রমিক নং	পারার নাম
১.	আলিফ লাম মীম	১৬.	ক্বালা আলাম
২.	সায়াকূলু	১৭.	ইকতারাবা লিন্নাসি
৩.	তিলকার রুসুল	১৮.	ক্বাদ আফ্লাহা
৪.	লান তানালু	১৯.	ওয়া কা-লাল্লাজীনা
৫.	ওয়াল মুহসানাত	২০.	আম্মান খালাকা
৬.	লা ইউহিব্বুল্লাহ	২১.	উতলু মা উ-হিয়া
৭.	ওয়া ইজা সামি'উ	২২.	ওয়া মাইয়্যাকনুত
৮.	ওয়া লাও মালাউ	২৩.	ওয়া মা লিয়া
৯.	ক্ব-লাল মালাউ	২৪.	ফামান আজলামু
১০.	ওয়া'লামূ	২৫.	ইলাইহি ইউরাদ্দু
১১.	ইয়াতাজিরূনা	২৬.	হামীম
১২.	ওয়ামা মিন দা-ব্বাতিন	২৭.	ক্বালা ফামা খাত্বুকুম
১৩.	ওয়ামা উবাররিউ	২৮.	ক্বাদ সামি'আল্লাহু
১৪.	রুবামা	২৯.	তাবারাকাল্লাজী
১৫.	সুবহানাল্লাজী	৩০.	আম্মা

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ২৫। কুরআনে সাজদাহ্‌র আয়াত কোন্ কোন্‌টি এবং কোথায় কোথায়?

উত্তর : কুরআনে সাজদার আয়াতগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	পারা	সূরা	আয়াত নং
১.	৯	আল-আ'রাফ	২০৬
২.	১৩	আর্‌রা'দ	১৫
৩.	১৪	আন-নাহ্‌ল	৫০
৪.	১৫	বানী ইসরাঈল	১০৯
৫.	১৬	মারইয়াম	৫৮
৬.	১৭	হজ্জ	১৮
৭.	১৭	হজ্জ	৭৭
৮.	১৯	ফুরক্বান	৬০
৯.	১৯	নাম্‌ল	২৬
১০.	২১	সাজ্‌দাহ	১৫
১১.	২৩	ছোয়াদ	১৫
১২.	২৪	হামীম সাজ্‌দাহ	৩৮
১৩.	২৭	কামার	৬২
১৪.	৩০	ইনশিকাক	২১
১৫.	৩০	আল আলাক	১৯

প্রশ্ন : ২৬। সাজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম কি ?

উত্তর : যে আয়াতের প্রান্তটীকার সামনে 'সাজদা' লেখা থাকে, সে আয়াত পড়ার পর কেবলামুখী হতে হয়। যদি অন্যদিকে মুখ থাকে তা হলে কেবলামুখী হওয়া অত্যাবশ্যক। কান পর্যন্ত হাত তোলা আবশ্যক নয়। শুধুমাত্র 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদাহ করতে হয় এবং তিনবার ঃ

سبحان ربى الاعلى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়তে হয়। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠাতে হয়। ব্যস, সাজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয়ে গেলো। এতদসংশ্লিষ্ট আরো কিছু অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়

www.pathagar.com

নিম্নরূপ ঃ

১. সাজদাহ্‌র আয়াত যে শুনবে-তার উপরও সাজদাহ ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. যদি এমন স্থানে তিলাওয়াত করা হয়, যেখানে সাজদাহ্ দেয়ার জায়গা না থাকে, এমতাবস্থায় পরে সাজদাহ্ আদায় করতে হবে।

৩. এক স্থানে বসে সাজদার আয়াত যতবারই তিলাওয়াত করা হোক না কেন, সাজদাহ একবারই করতে হবে।

৪. একই সাজদার আয়াত যদি স্থানান্তর করে পড়া হয়-এমতাবস্থায় প্রত্যেক জায়গাতেই সাজদাহ্ করতে হবে।

প্রশ্ন : ২৭। আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কি?

উত্তর : এক নজরে আল-কুরআন নিম্নরূপ ঃ

সর্বপ্রথম আয়াত اقرأ باسم ربك الذى خلق –সূরা আলাক, আয়াত ১

সর্বশেষ আয়াত	হরফের বিবরণ	
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله	আলিফ	৪৮,৮৭২
–সূরা বাকারা, আয়াত ২৮১	বা	১১৪২৮
অথবা	তা	১১৯৯
اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا ۔	ছা	১২৭৮
– সূরা মায়িদা, আয়াত ৩	জীম	৩২৭৩
	হা	৯৭৩
	খা	২৪১৬
	দাল	৫৬৪২
	জাল	৪৬৭৭
পারা সংখ্যা ৩০	রা	১১৭৯৩
সূরা সংখ্যা ১১৪	যা	১৫৯
রুকূ সংখ্যা ৪৫০	সীন	৫৯৯১
মানযিল সংখ্যা ৭	শীন	৩১৫৩

www.pathagar.com

আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬	ছোয়াদ	২০১২
সাজদায়ে তিলাওয়াত ঃ সর্বসম্মত ১৪	দোয়াদ	১৩০৭
মতানৈক্য ১	ত্বোয়া	১২৭৪
মোট শব্দ ৮৬,৪৩০	জ্বোয়া	৮৪২
মোট অক্ষর ৩,২৩,৭৬০	আঈন	৯২২০
হারাকাতের সংখ্যা	গাঈন	২২০৮
যবর ৫৩,২২৩	ফা	৮৪৯৯
পেশ ৮৮০৪	ক্বাফ	৩৬৮১৩
যের ৩৯,৫৫২	কাফ	৯৫২৩
নুক্তা ১০,৫,৬৮৪	লাম	৪৩২
মাদ্দ ১৭৭১	মীম	৩৬৫৩৫
তাশদীদ ১৪৫৩	নূন	৪০২৯০
	ওয়াও	২৫৫৩৬
	হা	১২০৭০
	লাম আলিফ	৩৭২০
	ইয়া	৪৫৯১৯

সাত মান্যিলের বিন্যাস

১. সূরা ফাতিহা থেকে নিসা পর্যন্ত
২. সূরা মায়িদা থেকে তাওবা পর্যন্ত
৩. সূরা ইউনুস থেকে নাহ্‌ল পর্যন্ত
৪. সূরা বানী ইসরাঈল থেকে ফুরক্বান পর্যন্ত
৫. সূরা শুয়ারা থেকে ইয়াসিন পর্যন্ত
৬. সূরা ওয়াচ্ছাফফাত থেকে হুজুরাত পর্যন্ত
৭. সূরা ক্বাফ থেকে নাস পর্যন্ত

প্রশ্ন :২৮। কুরআনের পরিচয় কি ?

উত্তর : কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব।

প্রশ্ন : ২৯। কুরআনের রচয়িতা কে ?

উত্তর : কুরআনের রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা।

প্রশ্ন : ৩০। কুরআনের ভাষা কি ?

www.pathagar.com

উত্তর : কুরআনের ভাষা হচ্ছে বিশুদ্ধ আরবী।

প্রশ্ন : ৩১। কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলো কেন?

উত্তর : দুনিয়াতে যতো আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সবগুলোই সে সময়ের নবী, রাসূল ও কওমের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে এ জন্য যে, মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হবে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর। আর আরব দেশে। সেহেতু কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়।

প্রশ্ন : ৩২। কুরআন কি বিশ্বজনীন গ্রন্থ ?

উত্তর : হ্যাঁ, কুরআনের হেদায়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই।

প্রশ্ন : ৩৩। কুরআনের প্রতিপাদ্য বিষয় কি ?

উত্তর : কুরআনের মূল প্রতিপাদ্য হলো মানুষ।

প্রশ্ন : ৩৪। কুরআন অবতারণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর : মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা, হেদায়াত ও পরিত্রাণের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন : ৩৫। কুরআন যে অভ্রান্ত-এর প্রমাণ কি ?

উত্তর : তার কিছু দলীল নিম্নরূপ–

১. কুরআনের মধ্যকার সমুদয় কথা-বার্তাই অভ্রান্ত।

২. কুরআনের কথা-বার্তার মধ্যে বৈপরিত্য নেই।

৩. কুরআনের অনুরূপ কোন কালাম নেই।

৪. কুরআনে অণু পরিমাণও কম-বেশি করা যাবে না।

প্রশ্ন : ৩৬। কুরআনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা কি অত্যাবশ্যক?

উত্তর : হ্যাঁ, ত্রিশ পারা কুরআনের ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কুরআনের একটি শব্দও প্রত্যাখ্যান করা মানেই পুরো কুরআনকে অস্বীকার করা। আর কেউ অস্বীকার করলেই কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ৩৭। কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করা হয়েছিলো কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর এক প্রার্থনায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৩৮। কুরআনের পর কোন আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে কি ?

উত্তর : না, এটাই সর্বশেষ নবীর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ।

প্রশ্ন : ৩৯। নবী করীম (সাঃ)-এর কুরআনে কম-বেশি করার অধিকার ছিলো কি?

উত্তর : অবশ্যই না।

প্রশ্ন : ৪০। কুরআনের আহবান কি ?

উত্তর : কুরআনের আহবান হলো মানুষ আল্লাহ্র মনোনীত নির্ধারিত দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করবে। প্রতিপালকের হুকুম-আহকামের অনুসরণ করবে। সমুদয় কাজ-কর্মে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুকরণ করবে। পরকালের শান্তি ও শ্রান্তির জন্য বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পুণ্য কাজ করবে।

প্রশ : ৪১। 'বিস্‌মিল্লাহ' কি কুরআনের আয়াত ?

উত্তর : হ্যাঁ, بسم الله الرحمن الرحيم কুরআনের একখানা আয়াত।

প্রশ : ৪২। কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াত একাধিকবার এসেছে ?

উত্তর : একাধিকবার আসা আয়াত ক'টি নিম্নরূপ ঃ

১. فبای آلاء ربكما تكذبان এ আয়াত ৩১ বার এসেছে –

২. ولقد يسرّن القرآن للذكر فهل من مدكر এ আয়াত ৪ বার এসেছে –

৩. ويل يومئذ للمكذبين এ আয়াত এসেছে ১০ বার –

প্রশ্ন : ৪৩। কুরআনের মধ্যে কি কসম খাওয়া হয়েছে?

উত্তর : হ্যাঁ, যেমন- সময়ের কসম (والعصر), সূর্যের কসম (والشمس) ও রাতের কসম (والليل) ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৪৪। কুরআনের বিরুদ্ধবাদীরা কুরআন সম্পর্কে কি কি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল?

উত্তর : কুরআনের বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলো ঃ

১. কুরআন নবী (সাঃ)-এর মনগড়া গ্রন্থ, আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি।

২. একবার অবতীর্ণ না করে বারবার কেন অবতীর্ণ করা হলো।

www.pathagar.com

৩. নবী করীম (সাঃ) অনারব এক ব্যক্তি (হযরত সালমান ফারসী রাঃ)-এর সহযোগিতায় কুরআন বিন্যাস করেছেন।

৪. আরবের প্রসিদ্ধ দুটো শহর-মক্কা ও তায়েফের দু'জন সর্দার যে কোন একজনের ওপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিলো।

৫. এ কুরআন ব্যতীত অন্য কোন (লিখিত) কুরআন অবতীর্ণ করা উচিত ছিলো- যা সবার গ্রহণযোগ্য হতো।

৬. যদি কুরআনকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী বদলানো যেতো।

৭. কুরআনকে বলা হয়েছে কবিতা ইত্যাদি।

৮. কুরআনকে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তীদের কল্প-কাহিনী।

৯. কুরআনকে বলা হয়েছে অলীক স্বপ্ন এবং মনগড়া কথাবার্তা।

১০. কুরআনকে বলা হয়েছে যাদু।

প্রশ্ন : ৪৫। কুরআন দুনিয়াকে কি বলে আখ্যায়িত করেছে?

উত্তর : পৃথিবী হচ্ছে মানবজাতির জন্য পরীক্ষার স্থান ইত্যাদি।

প্রশ : ৪৬। কুরআনের দৃষ্টিতে কোন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত?

উত্তর : কুরআনের নিরিখে কোন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করা এবং ইবাদাত করা।

প্রশ : ৪৭। আল্লাহ্ বিশ্ব জাহান কত সময়ে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : অবিরাম ৬ দিনে।

প্রশ : ৪৮। পৃথিবীর সব কিছু কি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ৪৯। সব মানুষ কি মরণশীল?

উত্তর : হ্যাঁ, জন্মগ্রহণকারী সব মানুষই মরণশীল।

প্রশ্ন : ৫০। ঈমান ব্যতিরেকে কোন কাজ কি কবুল হয়?

উত্তর : অবশ্যই না।

প্রশ্ন : ৫১। কোন মুমিনের প্রকৃত বন্ধু কে?

উত্তর : আল্লাহ্ তা'য়ালা।

প্রশ : ৫২। কুরআনে কোন নাম সবচেয়ে বেশি ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ্ তা'আলার জাতি বা স্বকীয় নাম 'আল্লাহ'। কুরআনে এ নামটি ২৫৮৪ বারের চেয়েও বেশি ঘোষিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৫৩। আল্লাহ্ তা'আলার কোন্ গুণের কথা কুরআনে সবচেয়ে বেশি বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়্যত গুণের কথা ৯০০ বারেরও বেশি বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ৫৪। আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় মানুষ কারা?

উত্তর : আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় মানুষ হচ্ছে–

১. পাক-পবিত্র মানুষ। ৫. তাওবাকারী মানুষ।

২. পুণ্যার্জনকারী মানুষ। ৬. ধৈর্যধারণকারী মানুষ।

৩. পরহেজগার মানুষ। ৭. আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল মানুষ।

৪. ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী মানুষ। ৮. তাঁর পথে জিহাদকারী মানুষ।

প্রশ্ন : ৫৫। কুরআনের কোন্ কোন্ স্থান এমন– যেখানে যের, যবর বা পেশের ভুলের কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায়?

উত্তর : স্থানগুলো নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	সূরা	আয়াত নং	সঠিক শব্দ	ভুল শব্দ	ব্যাখ্যা
১	ফাতিহা	৫	ইয়্যাকানা-বুদু	ইয়্যাকানাবুদু	(ইয়াকে তাশদীদ ছাড়া পড়া ভুল)
২	ফাতিহা	৭	আন আমতা আলাইহিম	আন আমতু আলাইহিম	(তা-এর ওপরে পেশ পড়া কুফ্র)
৩.	বাকারা	১২৪	ওয়া ইজিবতালা ইব্রাহীমা রব্বুহূ	ইব্রাহীমা রাব্বাহু	(বা-এর ওপর যবর পড়া কুফ্র)
৪.	বাকারা	২৫১	কাতালা দাউদু জালূতা	দাউদু জালুতু	(তা-এর ওপর পেশ পড়া ভুল)
৫.	বাকারা	২৫৫	আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া	আ-ল্লাহু	(আলিফ-এর স্থলে আলিফ মামদুদা পড়া ভুল)
৬	বাকারা	২৬১	ওয়াল্লাহু ইউজাইফু	ইউজায়াফু	(আইন-এর ওপরে যবর পড়া ভুল)
৭	নিসা	১৬৫	রসুলাম্ মুবাশশিরীনা ওয়া মুনজিরীনা	মুনজারীনা	(জাল-এর ওপরে যবর পড়া ভুল)
৮.	তাওবা	৩	রাসূলুহু	রাসূলিহি	(লুহু-এর স্থলে লিহি পড়া ভুল)

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সূরা	আয়াত নং	সঠিক শব্দ	ভুল শব্দ	ব্যাখ্যা
৯.	বনী ইসরাঈল	১৫	মুয়াজ্‌জিবীনা	মুয়াজ্‌জাবীনা	(জাল-এর ওপরে যবর পড়া ভুল)
১০.	ত্বাহা	১২১	রাব্বাহূ	রাব্বুহূ	(বা-এর ওপর পেশ পড়া ভুল)
১১.	আম্বিয়া	৮৭	কুনতু	কুনতা	(তা-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
১২.	শু'আরা	১৯৪	মুনাজিরীনা	মুনজারীনা	(জাল-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
১৩.	ফাতির	২৮	আল-উলামাউ	আল-উলামাআ	(আইন-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
১৪.	সাফ্‌ফাত	৭২	মুনজিরীনা	মুনজারীনা	(জাল-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
১৫.	ফাতহ	২৭	আল্লাহু	আল্লাহা	(হা-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
১৬.	হাশর	২৪	মুসাওইরু	মুসাওয়্যারু	(দাল-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
১৭.	হাক্কাহ	৩৭	আল-খাতিউনা	আল-খাতাউনা	(তা-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
১৮.	মুয্‌যাম্মিল	১৬	আর্ রাসূলা	আর্ রাসূলু	(লাম-এর ওপর পেশ পড়া ভুল)
১৯.	মুরসালাত	১৪	ফী জিলালিন	ফী জালালিন	(জোয়া-এর ওপর যবর পড়া ভুল)
২০.	আন্ নাযিয়াত	৪৫	মুনজিরু	মুনজারু	(যা-এর ওপর যবর পড়া ভুল)

প্রশ্ন : ৫৬। কুরআনের মানযিলসমূহ কি কি?

উত্তর : নিম্নের এক সূরা থেকে অন্য সূরা পর্যন্ত কুরআনের সাত মানযিল (যেভাবে তেলাওয়াত করতে হয়) :

ক্রমিক নং	দিবস	আরম্ভের দিন	শেষ করার দিন	সূরার সংখ্যা	রুকূর সংখ্যা	আয়াতের সংখ্যা
১	জুমুআ	ফাতিহা	নিসা	৪	৮৫	৬৬৯
২	শনিবার	মাঈদা	তাওবা	৫	৮৬	৬৯৫
৩	রোববার	ইউনুস	নহ্‌ল	৭	৬৮	৬৬৫
৪.	সোমবার	বনী ইসরাঈল	ফুরকান	৯	৭৬	৯০৩
৫.	মঙ্গলবার	শুয়ারা	ইয়াসীন	১১	৬৬	৮৫৬
৬	বুধবার	সাফ্‌ফাত	হুজুরাত	১৩	৬৬	৮৪২
৭	বৃহস্পতিবার	ক্বাফ	আন-নাস	৬৫	১০৫	১৫০৬

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৫৭। কুরআনে কতজন পয়গাম্বরের নাম এসেছে।

উত্তর : ছাব্বিশজন।

প্রশ্ন : ৫৮। কুরআনে কতজন ফিরিশতার নাম এসেছে?

উত্তর : চারজন।

প্রশ্ন : ৫৯। কুরআনে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর গুণবাচক নাম ক'টি এসেছে?

উত্তর : দু'টি।

প্রশ্ন : ৬০। কুরআনে হুরূফে মুকাত্তা'আত কতটি সূরায় এসেছে ?

উত্তর : ঊনত্রিশটি।

প্রশ্ন : ৬১। কুরআনে কতগুলো পারা আছে ?

উত্তর : ত্রিশটি।

প্রশ্ন : ৬২। কুরআনে সাজদার আয়াত কতটি?

উত্তর : চৌদ্দটি সর্বসম্মত। একটির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। (ইমাম শাফিঈর)।

প্রশ্ন : ৬৩। কুরআনে এমন কতটি জায়গা রয়েছে– যাতে যের, যবর অথবা পেশ উচ্চারণের ভুলের জন্য মানুষ কাফির হয়ে যেতে পারে?

উত্তর : বিশটি।

প্রশ্ন : ৬৪। কুরআনের বিশুদ্ধ পঠনের জন্যে যে চিহ্নাবলী নির্ধারিত আছে, এগুলোকে কি বলা হয়?

উত্তর : علامات الوقف বা বিরতি সংকেত।

প্রশ্ন : ৬৫। কুরআনে আলামাতুল ওয়াক্ফ কতটি, এগুলোর ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : প্রায় পনেরটি। বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

১. ম - وقف لازم (ওয়াক্ফ লাযেম) বিরতি অবশ্য কর্তব্য। এখানে থামতেই হবে। এখানে বিরতি না দিলে অর্থের বিকৃতি ঘটে। বিপরীত অর্থ হয়ে যায়।

২. ط - وقف مطلق (ওয়াক্ফ মুতলাক) সাধারণ বিরতি-চিহ্ন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়ার যুক্তি নিতান্ত দুর্বল। এর কোন যুক্তি নেই। তাই, এখানে থামাই উত্তম।

৩. ج – وقف جـائز (ওয়াক্ফ জায়েয) এখানে বিরতি বৈধ, থামাটাই উত্তম। অবশ্য, না থামলেও চলে।

৪. ز – وقف مجوز (ওয়াক্ফ মাজুয) এখানে থামা যায়। না থামাই উত্তম।

৫. ص – وقف مرخَّص (ওয়াক্ফ মুরাখখাস)। এ জায়গায় বিরতির অনুমতি আছে, কিন্তু না থেমে পরবর্তী আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়াই উচিত। শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে বিরতি দিলেও দোষ নেই।

৬. ق – قد قـيل (ক্বদ কীলা)- কথিত আছে বা কথিত আছে যে, এখানে বিরতি আছে। বিরতি দেয়া নিষিদ্ধ না হলেও এখানে না থামাই ভালো।

৭. لا – لا وقف عليـه (লা ওয়াকাফা আলাইহি) এখানে বিরতি নেই। কোনক্রমেই থামা ঠিক নয়। কোন কারণে থামলে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া আবশ্যক।

৮. قف– يوقف عليـه (ইউকাফু আলাইহি) বিরতি দেয়ার স্থান। এখানে থামা হয়।

৯. سكته (সাকতাহ) এখানে শ্বাসগ্রহণ না করে সামান্য বিরতি দেয়ার অনুমতি আছে।

১০. وقفه (ওয়াকফাহ) শ্বাস না নিয়ে سكتة অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বেশি সময় বিরতি দেয়া যায়। অবশ্য, শ্বাস গ্রহণে যতটা সময় লাগে তার চেয়ে কম সময় বিরতি দিতে হয়। سكتة ও وقفه -এর পার্থক্য এই যে, سكتة না থামার নিকটতর আর وقفه হচ্ছে থামার নিকটের।

১১. صلى – قد يوصل (ক্বদ ইউসালু) কখনো কখনো মিলিয়ে পড়া হয়। এখানে পাঠক কখনো থামেন, আবার কখনো থামেন না। অবশ্য, এখানে বিরতি না দেয়াই উত্তম।

১২. صلے – وصل الى (ওয়াসালা ইলা) মিলিয়ে পড়াই উত্তম। যেখানে একাধিক চিহ্ন উপরে-নীচে লিখিত থাকে, সেখানে উপরিস্থিত চিহ্ন মান্য করতে হবে; আর যে ক্ষেত্রে পাশাপাশি লিখিত থাকে, সে ক্ষেত্রে শেষ চিহ্নটিই মান্য করতে হবে।

১৩. ٧ (লা) এটি হলো আয়াত চিহ্ন। যেখানে মাত্র এই চিহ্ন থাকবে, সেখানে বিরতি দিতে হবে। অবশ্য, আয়াতের উপর ٧ লেখা থাকলে না থামাটাই উত্তম।

www.pathagar.com

থামলেও দোষ নেই। ꟷ চিহ্ন বিরতি না দেয়াই রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। যদি আয়াত-চিহ্নের ওপর ꟷ ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন থাকে– এমতাবস্থায় সেই চিহ্ন মান্য করতে হবে।

১৪. ∴ পাঠের পূর্বে-পিছে এরূপ তিনটি বিন্দু থাকলে প্রথম চিহ্নে বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় চিহ্ন বিরতি না দেয়া বা প্রথম চিহ্নে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় চিহ্নে বিরতি দেয়া যায়।

১৫. ꟷ - যেখানে এরূপ আলিফের ওপর-চিহ্ন থাকে, সেখানে আলিফ উচ্চারিত হয় না।

প্রশ্ন : ৬৬। কুরআনের সর্বপ্রথম হাফেজ কে ছিলেন?

উত্তর। নবী করীম (সাঃ)।

প্রশ্ন : ৬৭। নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় কতজন সাহাবী কুরআনে হাফেজ ছিলেন।

উত্তর : বাইশজন।

প্রশ্ন : ৬৮। কুরআনের প্রথম সাজদার আয়াত কোন্ পারায়?

উত্তর : নবম পারায়।

প্রশ্ন : ৬৯। কুরআনের দ্বিতীয় সাজদার আয়াত কোন্ পারায়?

উত্তর : ত্রয়োদশ পারায়।

প্রশ্ন : ৭০। কুরআনের তেইশতম পারায় সাজদার আয়াত কতটি?

উত্তর : দু'টি।

প্রশ্ন : ৭১। কুরআনের এমন ক'টি পারা আছে, যেগুলো শুরু হয় নতুন সূরা দিয়ে?

উত্তর : আটটি।

প্রশ্ন : ৭২। কুরআনের নতুন সূরা দিয়ে শুরু পারাগুলো কি?

উত্তর : পারাগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	পারার নাম	ক্রমিক নং	পারার নাম
১.	১৪	৫.	২৬
২.	১৫	৬.	২৮
৩.	১৭	৭.	২৯
৪.	১৮	৮.	৩০

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৭৩। কুরআনে এমন কতগুলো সূরা আছে, যেগুলো হরফ দিয়ে শুরু হয়, সূরাগুলো কি কি?

উত্তর : এমন সূরা তিনটি। যেমন- সাদ, নূন এবং কাফ।

প্রশ্ন : ৭৪। কুরআনের সাদ, নূন ও কাফ দিয়ে শুরু সূরা তিনটি কোন্ কোন্ পারায়।

উত্তর : সাদ ২৩-তম পারায়, নূন এবং কাফ ২৪-তম পারায়।

প্রশ্ন : ৭৫। কুরআনের সুরাতু (سورة) শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তর : সাতবার।

প্রশ্ন : ৭৬। কুরআনের সূরাগুলো আকারের দিক থেকে কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : তিন ধরনের। যেমন-১. লম্বা, ২. মধ্যম ও ৩. ছোট।

প্রশ্ন : ৭৭। কুরআনে হরূফে মুকাত্তা'আত দিয়ে আরম্ভ হওয়া সূরার মধ্যে কতটি মাক্কী এবং কতটি মাদানী?

উত্তর : মাক্কী সাতাশটি এবং মাদানী দু'টি।

প্রশ্ন : ৭৮। কুরআনে দোয়া-প্রার্থনা করার তাকিদ কত জায়গায় দেয়া হয়েছে?

উত্তর : সত্তরের উপর স্থানে।

প্রশ্ন : ৭৯। কুরআনে 'ইমাম' শব্দটি কত জায়গায় এসেছে?

উত্তর : বার জায়গায়।

প্রশ্ন : ৮০। কুরআনে কোন্ নবীর বর্ণনা সব নবীর চাইতে লম্বা?

উত্তর : হযরত মূসা (আঃ)-এর।

প্রশ্ন : ৮১। কুরআনে কতবার নামাযের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?

উত্তর : সাতশ'বার (৭০০)।

প্রশ্ন : ৮২। কুরআনে কতবার খয়রাতের বা দান করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?

উত্তর : একশ' পঞ্চাশবারের বেশি।

প্রশ্ন : ৮৩। কুরআনে কোন্ কোন্ মসজিদের উল্লেখ আছে?

উত্তর : নিম্নের মসজিদগুলোর উল্লেখ আছে : ১. আল মাসজিদুল হারাম (মক্কায়), ২. মাসজিদুল আকসা (বায়তুল মাক্দিস), ৩. মসজিদে জিরার (মদীনায়),

www.pathagar.com

৪. মসজিদে কুবা (মদীনায়), ৫. মসজিদে নববী (মদীনায়)।

প্রশ্ন : ৮৪। কুরআনে কোন্ সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্ নেই?

উত্তর। সূরা তাওবা (সূরা বারাআত)।

প্রশ্ন : ৮৫। কুরআনে কোন্ সূরায় 'বিসমিল্লাহ্' দু'বার এসেছে?

উত্তর : সূরা নামলে।

প্রশ্ন : ৮৬। 'আয়াতুল কুরসী' কুরআনের কোন্ সূরায় এবং পারায়?

উত্তর : সূরা বাকারায়,তৃতীয় পারার প্রথমে।

প্রশ্ন : ৮৭। কুরআনে আল্লাহ্র সুন্দরতম গুণবাচক নামের সংখ্যা কত?

উত্তর : নিরানব্বই (৯৯)।

প্রশ্ন : ৮৮। কুরআনে এমন তিনজনের নাম এসেছে, তাঁরা নবী না হলেও তাঁদেরকে উত্তম শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁদের নাম কি?

উত্তর : তাঁরা হলেন : ১. লুক্বমান, ২. আযীযে মেসের এবং ৩. জুল-ক্বারনাইন।

প্রশ্ন : ৮৯। কুরআনে একজন মহিলার জা-তি নাম এসেছে, তিনি কে?

উত্তর : হযরত মরিয়ম।

প্রশ্ন : ৯০। কুরআনে এমন এক গোত্রের বর্ণনা এসেছে, যাদের ওপর আল্লাহ্ অজস্র নিয়ামত অবতরণ করলেও তাদের অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে যায়– সে গোত্রের নাম কি?

উত্তর : বানী ইসরাঈল।

প্রশ্ন : ৯১। কুরআনের কতটি সূরা নবী-রসূলদের নামে এবং কোন্ কোন্টি?

উত্তর : ছয়টি সূরা। যেমন–

১. সূরা ইউনুস, ২. সূরা হূদ, ৩. সূরা ইউসুফ, ৪. সূরা ইব্রাহীম, ৫. সূরা নূহ, ৬. সূরা মুহাম্মাদ।

প্রশ্ন : ৯২। জিব্রাইল (আঃ) কি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুরআন হুবহু নিয়ে এসেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি হুবহু প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে সম্পূর্ণ কুরআন নিয়ে এসেছেন।

প্রশ্ন : ৯৩। একই সাথে কি সমুদয় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল ?

উত্তর : না। একই সময়, একই সাথে সমুদয় কুরআন অবতীর্ণ হয়নি। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৯৪। এক সঙ্গে অবতারণ না করে কুরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করার হেতু কি?

উত্তর : একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার গাইড লাইন বা সংবিধান হচ্ছে কুরআন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) হচ্ছেন কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান নেতা। নবদীক্ষিত মুসলমানদের ক্রমাগত সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধান কল্পে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে চাহিদানুযায়ী অল্প অল্প করে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন : ৯৫। কুরআনকে কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করা কি সম্ভব ছিল না?

উত্তর : অতি অবশ্যই না। কুরআন কোন বিরাট পর্বতের উপর অবতীর্ণ করা হলে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলার নূরের তেজস্ক্রিয়ায় পাহাড় ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো।

প্রশ্ন : ৯৬। কুরআনের ব্যাপক সম্বোধিত আয়াত কোন্গুলো?

উত্তর : ক'টি ব্যাপক সম্বোধিত আয়াত নিম্নরূপ ঃ

وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَه وَ يَخْشَ اللهَ وَ يَتَّقِه فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ·

১. অর্থাৎ, আর সে সব লোক সফল হবে যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানি হতে দূরে থাকে।

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِحْسَانِ وَ اِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ (ج)

২. আল্লাহ্ সুবিচার-ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দিচ্ছেন আর অন্যায়, পাপাচার, নির্লজ্জতা এবং জুলম- অত্যাচার করতে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا قف وَ اتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ·

৩. অর্থাৎ, হে ঈমানদার সকল! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, বাতিলপন্থীদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, সত্যের সাহায্যের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন : ৯৭। কুরআনে কি কোন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে?

www.pathagar.com

উত্তর : হ্যাঁ। যেমন এমনি ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ ঃ

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَ اِذًا لاَّ يَلْبَثُوْنَ خِلفَكَ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

অর্থাৎ, এবং এসব লোক এও করতে চায় যে, তোমাকে এ যমীন হতে উপড়ে ফেলবে, আর তোমাকে এখান থেকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু তারা যদি এরূপ করে, তা হলে তোমার পরে এরা স্বয়ং এখানে আর বেশি দিন টিকতে পারবে না।

প্রশ্ন : ৯৮। কুরআনে ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মর্যাদা কি স্বীকৃত?

উত্তর : হ্যাঁ, কুরআন ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মর্যাদার আসনে সমাসিন করেছে।

প্রশ্ন : ৯৯। কুরআনের মর্যাদা কিরূপ ?

উত্তর : কুরআনের অনেক মর্যাদার মধ্যে ক'টি নিম্নরূপ ঃ

১. কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহ্র বাণী।

২. কুরআন অনুপম, সুধাময় অমীয় বাণী। কুরআনের ন্যায় কোন কালাম বা বাণী নেই।

৩. বিশ্ব মানবতাকে পথ ভ্রষ্টতার তমসা থেকে হিদায়াতের জ্যোতির্ময় পথে নিয়ে আসাই হচ্ছে কুরআনের কাজ।

৪. অন্তরের প্রশান্তি এবং মানসিক চিন্তা-বিশ্বাসকে মজবুত করে একমাত্র কুরআন।

৫. মানবাত্মার যাবতীয় রোগ-শোকের নিরাময় হচ্ছে কুরআন।

৬. কুরআনের প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত ও পরীক্ষিত।

৭. কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে মহান ইবাদাত।

প্রশ্ন : ১০০। বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর : এ সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে : বিশ্ব জাহান হলো মানবজাতির জন্য পরীক্ষাগার স্বরূপ। এটা হচ্ছে ক্ষণভঙ্গুর জায়গা। এর পর মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে। স্বতন্ত্র অবিনশ্বর জাহান তৈরী হবে।

এ পৃথিবী হচ্ছে একটি খেলা ঘর। ধোঁকা আর মরীচিকা। শোভা-সৌন্দর্য এবং পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার প্রদর্শনের নাম। পরকালের মোকাবেলায় পৃথিবী নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত স্থান।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১০১। মানব সৃষ্টির সময় মানব প্রকৃতি হতে কি আল্লাহ্ স্বীয় রবুবিয়তের স্বীকৃতি নিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই'? এর জবাবে সমুদয় মানবাত্মা আল্লাহ্কে রব বলে স্বীকার করেছিল।

প্রশ্ন : ১০২। মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যাবলী কি কি ?

উত্তর : মানব প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নরূপ :

১. মাটি দ্বারা মানব সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় রাখা হয়। এরপর তাকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হয়।

২. মানব প্রকৃতিতে ভাল-মন্দের অনুভূতি রয়েছে।

৩. মানবকে হিদায়াতের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৪. মানবকে কষ্ট স্বীকার করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫. মানব প্রকৃতি সাধারণত তাড়াহুড়ো, অকৃতজ্ঞ, সংকীর্ণ এবং নীচুমনা, অজ্ঞ, অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী, ঝগড়াটে, কৃপণ, লোভী এবং ধন-সম্পদে আসক্ত বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন : ১০৩। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানব কে ছিলেন ?

উত্তর : আবুল বাশার হযরত আদম (আঃ)।

প্রশ্ন : ১০৪। কুরআন মানুষের বুদ্ধিকে কিভাবে নিরূপণ করেছে ?

উত্তর : মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতিকে যে মহানিয়ামতে সিক্ত করেছেন তা হচ্ছে জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তা। জ্ঞান দ্বারা কার্য সম্পাদন না করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞতা। মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে নিখিল সৃষ্টিলোক সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার এবং আল্লাহ্র শক্তি ও হিকমতের পর্যবেক্ষণ করার দিকেই কুরআনুল কারীম আহবান জানিয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দাবী অনুযায়ী কার্য সম্পাদন না করে কারো অন্ধ অনুকরণ বা অন্ধ তাকলীদ করা এবং নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে কাজ না করাও ভ্রান্ত বৈ কি। কোন ব্যাপারে অজ্ঞাত অবস্থায় এবং সম্যকরূপে না জেনে নিচক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত নয়। প্রতিটি মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধির অব্যবহার ও অপব্যহারের জন্য অতি অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

প্রশ্ন : ১০৫। মানবজাতির পারলৌকিক মুক্তি ও সফলতার চাবিকাঠি কি?

www.pathagar.com

উত্তর : ঈমান এবং এ অনুযায়ী আমল করার দৃঢ় প্রত্যয়ই মানব জাতির পারলৌকিক মুক্তি ও সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি।

প্রশ্ন : ১০৬। শিরক সম্পর্কে কুরআন কি ঘোষণা দিয়েছে ?

উত্তর : আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ তা'য়ালার জাত ও সিফাতে তাঁর কোন অংশীদার নেই বলেই কুরআন ঘোষণা দিয়েছে।

প্রশ্ন : ১০৭। অমার্জনীয় অপরাধ কোন্‌টি?

উত্তর : শিরক করা।

প্রশ্ন : ১০৮। মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে কি ?

উত্তর : কক্ষনো না।

প্রশ্ন : ১০৯। মুশরিকের পরিচায়ক নিদর্শন কি ?

উত্তর : কোন মুশরিকের বিশেষ পরিচায়ক নিদর্শন হলো তার সম্মুখে আল্লাহ্‌র তাওহীদ সম্পর্কিত আলোচনা হলে তার অন্তরে সংকীর্ণতা ও অস্বস্তির উদ্রেক হয়। তার সামনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন অস্বিত্বের আলোচনা হলে সে পুলক অনুভব করে।

প্রশ্ন : ১১০। আরবের মুশরিককুল কি আল্লাহ্‌কে স্বীকার করতো?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা আল্লাহ্‌কেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ামক মনে করতো।

প্রশ্ন : ১১১। মুশরিকরা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করতো কেন?

উত্তর : তারা দেব-দেবীকে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেদের সুপারিশকারী মনে করতো। এদের পূজা-অর্চনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার নৈকট্য লাভের কামনা পোষণ করতো।

প্রশ্ন : ১১২। সব নবী রাসূল কি একই দাওয়াত দিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। সমুদয় নবী-রাসূল একই দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের দাওয়াতের সারকথা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌রই দাসত্ব কর আর গায়রুল্লাহ্‌র দাসত্ব হতে বিরত থাক।

প্রশ্ন : ১১৩। আসমানী কিতাব কত ধরনের ও কি কি ?

উত্তর : আসমানী কিতাব দু'ধরনের। যেমন - ১. কিতাব বা গ্রন্থ ৪ খানা, ২. ছহীফা বা পুস্তিকা হচ্ছে ১০০ খানা। দু'ধরনের আসমানী কিতাবই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত সংবিধান। নবী-রাসূলগণ এ সংবিধানের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১১৪। ছহীফা কোন্ কোন্ নবীর ওপর কতটি করে অবতীর্ণ হয়েছে ?

উত্তর : ১. হযরত আদম (আঃ)-এর উপর ১০ খানা।
২. হযরত শীষ (আঃ)-এর উপর ৫০ খানা।
৩. হযরত ইদরীস (আঃ)-এর উপর ৩০ খানা।
৪. হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর ১০ খানা।
১০০

সর্বমোট ১০০ খানা ছহীফা অবতীর্ণ হয়েছিলো।

প্রশ্ন : ১১৫। নবী-রাসূলদেরও কি কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে?
উত্তর : হ্যাঁ। প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই কিয়ামতের দিন স্ব স্ব কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাঁদের থেকেও পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করা হবে।

প্রশ্ন : ১১৬। কুরআনে কোন নবীর প্রার্থনার কথা কি উল্লেখ আছে ?

উত্তর : হ্যাঁ। কুরআনে নবী-রাসূলগণের প্রার্থনার কথা উল্লেখ আছে। ইউসূফ (আঃ)-এর প্রার্থনা নিম্নরূপ ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الاَحَادِيْثِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

অর্থাৎ, ওগো প্রভু ! আপনি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন। আর আমাকে সব বিষয়ের গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুধাবন শিখিয়েছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভু। আপনিই আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পৃষ্ঠপোষক প্রিয় বন্ধু। ইসলামের আদর্শের উপর আমার সমাপ্তি করুন। আর পরিণামে আমাকে সৎকর্মশীল লোকদের সাথে মিলিত করুন?

প্রশ্ন : ১১৭। নূহ (আঃ) কত বছর যাবৎ জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন ?

উত্তর : ৯৫০ বছর যাবৎ।

প্রশ্ন : ১১৮। কোন্ নবী স্বজাতিকে অভিশম্পাত করেছিলেন?

উত্তর : নূহ (আঃ)।

প্রশ্ন ১১৯। কুরআনে কি নবী-রাসূলদের মু'জিযার কথাও ঘোষিত হয়েছে ?

উত্তর : হ্যাঁ। আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীকেই বিশেষ দলীল ও নিদর্শন দান করেছেন। যেমন - মূসা (আঃ)-কে লাঠি ও শ্বেত হাত, সালিহ (আঃ)-এর জন্য তর্জনী আর

www.pathagar.com

ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। এগুলো ছিলো তাঁদের মু'জিযার নিদর্শন।

প্রশ্ন : ১২০। পরকালে পাপাচারদের বিরুদ্ধে কে সাক্ষ্য দেবে ?

উত্তর : তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য প্রদান করবে।

প্রশ্ন : ১২১। পারলৌকিক জীবনে কি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ হবে?

উত্তর : হ্যাঁ। পারলৌকিক জীবনে অতি অবশ্যই পুণ্যাত্মাগণ আল্লাহ্‌র দীদার লাভে উৎফুল্লিত হবে। অবশ্য, পাপাচারকে আল্লাহ্‌র দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

প্রশ্ন : ১২২। কুরআনে কোন সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান না থাকলে কি করতে হবে?

উত্তর : মহানবীর সুন্নাতের (হাদীসের) উপর আমল করতে হবে।

প্রশ্ন : ১২৩। রাসূলের সুন্নাতে সমস্যার সমাধান স্পষ্ট না হলে কি করতে হবে?

উত্তর : ওলামায়ে কিরামের ইজমা বা সম্মিলিত রায়ের অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন : ১২৪। কোন্ কোন্ বস্তু পানাহার হারাম?

উত্তর : শূকরের গোশ্‌ত, মৃত জীব-জন্তু, রক্ত এবং এমন সব জীব-জন্তু প্রাণী যা গায়রুল্লাহ্‌র নামে জবেহ করা হয়েছে –এসব ভক্ষণ করা হারাম।

প্রশ্ন : ১২৫। ইবাদাত-বন্দেগীর ভিত্তি কোন্ বিষয়ের উপর?

উত্তর : নিয়ত বা ঐকান্তিক নিষ্ঠার উপর।

প্রশ্ন : ১২৬। ইবাদাতের দার্শনিক ভিত্তি কি ?

উত্তর : আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজির নিমিত্ত বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশই ইবাদত।

প্রশ্ন : ১২৭। মৃত লোকের জানাযা পড়তে হয় কি?

উত্তর : হ্যাঁ। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মুসলমানেরই জানাযার নামায পড়তে হয়। এটা হচ্ছে ফরজে কিফায়া। অমুসলিমের জানাযার নামায পড়া অবৈধ।

প্রশ্ন : ১২৮। রোযা রাখা কি ফরজ?

উত্তর : হ্যাঁ। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের মাহে রমযানের রোযা রাখা ফরজ।

প্রশ্ন : ১২৯। রোযার উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর : তাকওয়ার গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করার মাধ্যম হচ্ছে সিয়াম সাধনা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ১৩০। যাকাত প্রদানের উপকারিতা কি?

উত্তর : অপরিসীম উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধানগুলো হচ্ছে ঃ

১. নিস্ব-দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রয়োজন মিটে।

২. সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

৩. ধন-সম্পদ পবিত্র হয়।

৪. এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়।

প্রশ্ন : ১৩১। হজ্জব্রত পালন করা কি ফরজ?

উত্তর : হ্যাঁ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জীবনে একবার হজ্জব্রত পালন করা ফরজ।

প্রশ্ন : ১৩২। জিহাদ করা কি ফরজ?

উত্তর : হ্যাঁ। জিহাদ করা ফরজ। প্রত্যেক মুসলমানকেই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে হবে বলে কুরআন ঘোষণা দিয়েছে।

প্রশ্ন : ১৩৩। কোন্ প্রার্থনা আল্লাহ্ মঞ্জুর করেন?

উত্তর : আল্লাহ্ তা'য়ালার আনুগত্যের প্রেরণায় উৎসারিত এবং নিষ্ঠার সাথে কৃত প্রার্থনাই আল্লাহ্ মঞ্জুর করেন।

প্রশ্ন : ১৩৪। আল্লাহ্‌র জিকর কিভাবে করতে হয়? জিকরের উপকারিতা কি?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সঃ) হিদায়াত দান করেছেন, কেবলমাত্র সেই পদ্ধতিতেই জিকর ও স্মরণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র প্রশংসাহ গুণ-কীর্তন, তাসবীহ, তাকবীর, শোকর, নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতি আল্লাহ্‌র জিকরের শামিল। সার্বক্ষণিক এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জিকর করা উচিত। যে আল্লাহ্‌র জিকর করে না তার উপর শয়তান বিজয়ী হয়। তার জীবন হয়ে যায় সংকীর্ণ। আল্লাহ্‌র জিকরের মাধ্যমে হৃদয়ের প্রশান্তি অনুভূত হয়।

প্রশ্ন : ১৩৫। কুরআন মানুষের মুক্তি ও সফলতার জন্য কি শর্তারোপ করেছে?

উত্তর : একটিই শর্তারোপ করেছে। ঈমান আনয়ন এবং সে অনুপাতে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয়।

www.pathagar.com

কুরআন অবতরণ

প্রশ্ন : ১। ইলহামী কিতাবগুলোর নাম কি?

উত্তর : ইলহামী কিতাবের নাম নিম্নরূপ :

১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইনজীল ও ৪. কুরআন।

প্রশ্ন : ২। ইলহামী কিতাব কতটি এবং কোন্ কোন্ নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।

উত্তর : ইলহামী কিতাব চারখানা। যেমন– ১. তাওরাত, হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর, ২. যাবূর, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওপর, ৩. ইনজীল, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপর ও ৪. কুরআন, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন : ৩। কুরআনের শাব্দিক অর্থ কি?

উত্তর : পঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ৪। কুরআন অবতরণ কিভাবে আরম্ভ হয়েছে?

উত্তর : ওহীর মাধ্যমে।

প্রশ্ন : ৫। ওহী কাকে বলে?

উত্তর : ওহীর আভিধানিক অর্থ ইঙ্গিত করা, পয়গাম পাঠানো বা জানানো, গোপনে কারো কাছে কিছু বলে দেয়া। ইসলামী শরী'য়তে যে কথা বা ইঙ্গিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী-রসূলদের দিকে করা হয়- তাকেই ওহী বলে। অর্থাৎ, 'ওহী' নির্দিষ্ট সেই স্বর্গীয় বার্তাকে বলে যদ্বারা চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, দলীল ইত্যাদি ছাড়াই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা কোন নবীর ঐশ্বরিক কোন জ্ঞান অর্জিত হয়।

প্রশ্ন : ৬। ওহীর ধারাবাহিকতা কতদিন পর্যন্ত থাকবে?

উত্তর : ওহীর ধারাবাহিকতা নবী করীম (সাঃ)-এর অব্যবহিত পর থেকে চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেছে। কেননা, নবী করীম (সাঃ) হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোন নবী আসবেন না। আর ওহী তো শুধুমাত্র নবীদের কাছ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র।

প্রশ্ন : ৭। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি কি কি?

উত্তর : ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

১. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অন্তরে কোন কথা কোন মাধ্যম ছাড়াই ঢেলে দেয়া।

২. আল্লাহ তা'আলা অন্তরালে থেকে কথা বলেন। যেভাবে 'ওয়াদীয়ে মুকাদ্দাসে' হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। আর মি'রাজে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। (কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সামনাসামনি বসেও কথা হয়েছে।)

৩. ফিরিশতাদের মাধ্যমে কথা বলা। অর্থাৎ (দূতের মাধ্যমে) যা বাহ্যিক চোখে দেখা যায়। মুখোমুখি কথা হয় এবং ফিরিশতার কথাও শোনা যায়। এটা দু'ভাবে হতে পারে। যেমন– ক. ফিরিশতা মানবাকৃতিতে এসে আল্লাহ্র কালাম শোনাবেন। খ. ফিরিশতা স্ব-আকৃতিতে এসে আল্লাহর কালাম শোনাবেন।

প্রশ্ন : ৮। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মৌলিক তথ্য কি কি?

উত্তর : ১. হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওহী (কুরআন) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর অন্তরে অবতীর্ণ করতেন।

২. ওহী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাঁর হুকুমেই আসতো।

৩. হযরত জিব্রাইল (আঃ) কুরআনকে যথাযথভাবে নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। এ জন্যে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'জিব্রাঈল আমীন' নামে।

৪. কুরআন ক্রম-পরম্পরায় অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা এ জন্যে যে, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং সহজেই সংরক্ষণ (মুখস্থ) রাখতে সক্ষম হন। ঈমানদাররা কুরআন থেকে আত্মার খাদ্য গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করতে সক্ষম হয়।

৫. কুরআনকে একত্রিত এবং সংরক্ষণ করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জিম্মায় নিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার দিক-নির্দেশ অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করিয়েছেন। সবশেষে সন্দেহ-সংশয় দূর করেছেন।

৬. কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ্। আল্লাহ্ই এর সংরক্ষক।

প্রশ্ন : ৯। কুরআন সর্বপ্রথম কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : হেরা গুহায়।

প্রশ্ন : ১০। হেরা গুহা কোথায় অবস্থিত এবং এটি কত বড়?

উত্তর : মক্কার পূর্বে তিন মাইল দূরে মিনার একপাশে 'জাবালে নূরে' অবস্থিত। লম্বা বার ফুট এবং চওড়া ছয় ফুট। উঁচু আনুমানিক ছয় ফুট।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১১। নবী করীম (সাঃ) কেন হেরা গুহায় যেতেন?

উত্তর : নবী করীম (সাঃ) দুনিয়ার কোলাহল থেকে দূরে থাকার অভিপ্রায়ে সেখানে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগী করতেন।

প্রশ্ন : ১২। হেরা গুহায় জিব্রাঈল (আঃ) প্রথম ওহী নিয়ে আসার সময় নবী করীম (সাঃ)-এর বয়স কত ছিলো?

উত্তর : ৪০ বছর।

প্রশ্ন : ১৩। জিব্রাঈল আমীনের সাথে নবী করীম (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ কখন, কোথায় হয়?

উত্তর : ৯ই রবিউল আউয়াল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হেরা গুহায় সাক্ষাত হয়। তাঁর বয়স তখন ৪০ বছর ১১ দিন। (বার ফেব্রুয়ারী ছয়শ' দশ খ্রীস্টাব্দ)।

প্রশ্ন : ১৪। হেরা গুহায় নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কি বলেছিলেন?

উত্তর : তিনি হেরা গুহায় প্রবেশ করে নবী করীম (সাঃ)-কে বলেছেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি হচ্ছি জিব্রাঈল।"

প্রশ্ন : ১৫। নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে জিব্রাঈল আমীনের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ কবে, কোথায় হয়?

উত্তর : আঠারই রমজান, শুক্রবার সন্ধ্যায় হেরা গুহায়। (সতেরো আগস্ট ছয়শ' দশ খ্রীঃ)।

প্রশ্ন : ১৬। জিব্রাঈল আমীন হুজূর (সাঃ)-এর সাথে হেরা গুহায় দ্বিতীয় সাক্ষাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন্ বাণী পৌঁছিয়েছেন?

উত্তর : কুরআনের তেইশতম পারার সূরা আল আলাকের নিম্নোক্ত প্রথম আয়াতগুলো পড়িয়েছেন। অর্থাৎ, নিম্নের আয়াতগুলো সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে ঃ 'পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিন্ড থেকে। পড়ুন আর আপনার রব অত্যন্ত দয়ালু যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সে-সব কিছুই শিখিয়েছেন, যা তারা জানতো না।" সর্বশেষ এ পাঁচ আয়াত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৭। প্রথম ওহীর পর থেকে কত সময় পর্যন্ত কুরআন অবতরণ বন্ধ ছিলো?

উত্তর : প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত। এ সময়কালকে বলা হয় (فترة) ফাতরাত বা বিরতির সময়।

প্রশ্ন : ১৮। প্রথম ওহীর পর অবতীর্ণ আয়াত কোন্গুলো?

উত্তর : সূরা মুদ্দাস্সিরের নিম্নোক্ত প্রথম পাঁচ আয়াত ঃ

"হে মুদদাস্সির, উঠুন এবং (কাফিরদেরকে) ভয় দেখান। আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং মূর্তি থেকে দূরে রাখুন। (যেভাবে এ পর্যন্ত পৃথক থেকেছেন)।

প্রশ্ন : ১৯। কুরআনের সর্বাগ্রে অবতীর্ণ পরিপূর্ণ সূরা কোন্টি?

উত্তর : সূরা ফাতিহা (আলহামদু লিল্লাহ শরীফ)।

প্রশ্ন : ২০। দ্বিতীয় ওহীর পর কুরআনের কোন্ সূরায় নবী করীম (সাঃ)-কে প্রবোধ দেয়া হয়েছে যে, আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি। না আপনার ওপর অখুশি (যেভাবে কাফেররা বলে বেড়াচ্ছে)।

উত্তর : ত্রিশতম পারার সূরা ওয়াদদোহা।

প্রশ্ন : ২১। মক্কায় নবী করীম (সাঃ)-এর ওপর কতদিন যাবৎ কুরআন অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : তের বছর যাবৎ।

প্রশ্ন : ২২। মক্কায় নবী করীম (সাঃ)-এর ওপর কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত কুরআন অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : আঠারই রমজান মঙ্গলবার হিজরতের তের সন পূর্ব থেকে এগার রবিউল আউয়াল সোমবার হিজরী দশ সন পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ২৩। মদীনায় হুজূর (সাঃ)-এর ওপর কত বছর পর্যন্ত কুরআন অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : দশ বছর পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ২৪। হুজূর (সাঃ)-এর ওপর মদীনায় কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত কুরআন অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : হিজরী প্রথম সন থেকে আরম্ভ করে হিজরী দশম সন পর্যন্ত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ২৫। কুরআনে সূরা শব্দের দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : দেয়াল, নগর প্রাচীর, উঁচু ও বড়। প্রাচীরের কারণে যেভাবে একটি শহরের যমীন অন্য ভাগের চাইতে উত্তম ও বিভক্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে একটি সূরা ও কুরআনের এক ভাগকে অন্য ভাগের বা অংশের থেকে উত্তম ও বিভক্ত করে দেয়। যেভাবে নগর প্রাচীর দ্বারা নগর সংরক্ষিত হয়, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এর শব্দাবলী এবং বিষয়গুলোকে সংরক্ষণ করেছেন।

প্রশ্ন : ২৬। কুরআনের বর্তমান বিন্যাস কিভাবে হয়?

উত্তর : আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বর্তমান বিন্যাস করেন।

প্রশ্ন : ২৭। কুরআনের কোন্ সূরাগুলোকে দীর্ঘ বলা হয়? অর্থাৎ, কুরআনের কোন্ কোন্ সূরা সবচেয়ে দীর্ঘ?

উত্তর : বাকারা, আলু ইমরান, আন্‌নিসা, আল-মাঈদা, আল-আন'আম, আল-আ'রাফ।

প্রশ্ন : ২৮। কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা কোন্গুলো?

উত্তর : আল-আস্‌র, আল-কাওসার, আন-নস্‌র (এতদত্রয়ের মধ্যে তিনটি আয়াত করে রয়েছে)।

প্রশ্ন : ২৯। কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিলো?

উত্তর : মক্কা শরীফে।

প্রশ্ন : ৩০। কুরআনের সর্বশেষ সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিলো?

উত্তর : মদীনা শরীফে।

প্রশ্ন : ৩১। কুরআনে 'আয়াত' শব্দের তাৎপর্য কি?

উত্তর : 'আয়াত' শব্দের অর্থ চিহ্ন। কুরআনের আয়াত আমাদেরকে মানযিলে মাকসুদে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করে। এর পদাংক অনুসরণ করেই আমরা উদ্দিষ্ট পথের দিকে অগ্রসর হই। বিশ্ব ভুবনের চিহ্নাবলীকেও আয়াত বলা হয়। আয়াতের দ্বারা সূরাগুলোতে আয়াতের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্যে যে, এতে করে বুঝতে এবং গবেষণা করতে সহজ হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সূরাসমূহে আয়াতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : ৩২। কুরআনকে কে পারা ও রুকূতে বিভক্ত করেছেন, এর কারণ কি?

উত্তর : স্বয়ং আল্লাহই সূরা এবং আয়াত বিভক্ত করেছেন। কুরআনকে ত্রিশ পারায় বিভক্ত করেছেন এতদসংশ্লিষ্ট বিদ্বজ্জনরা। প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয়

www.pathagar.com

পারা বা অংশ। এমনিভাবে পারাগুলোর মধ্যে রুকূর বিন্যাস করেছেন, যাতে করে প্রত্যহ তিলাওয়াতের সীমা নির্ধারণ করে প্রত্যেক মুসলমান নিয়মানুবর্তিতার সাথে আমল করতে পারে। পারা এবং রুকু যেহেতু বিদ্বজ্জনরা করেছেন, এ জন্যে শব্দ দুটোকে প্রান্তটীকায় লেখা হয়, যেন আল্লাহ্‌র কালামের সাথে সম্পৃক্ত না হয়।

প্রশ্ন : ৩৩। কুরআন অবতীর্ণের সময় এর প্রথম সম্বোধিত কে ছিলো?

উত্তর : কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র বাণী। অতএব কুরআন অবতীর্ণের সময় প্রথম সম্বোধিতরা ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. মক্কার মুশরিককুল, ২. আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রীস্টান), ৩. সাবী, ৪. সত্যসন্ধানীরা (এরা তাওহীদের সন্ধানে ছিলো এবং মূর্তিকে ঘৃণা করতো), ৫. মুনাফিকরা।

প্রশ্ন : ৩৪। কুরআনের কোন্ সূরা নামাযের প্রতি রাকাতে পড়া না হলে নামায হয় না?

উত্তর : সূরা ফাতিহা (আলহামদু লিল্লাহ শরীফ)।

প্রশ্ন : ৩৫। কুরআনের কোন্ সূরাকে আল্লাহ্ দোয়া হিসেবে শিখিয়েছেন?

উত্তর : সূরা ফাতিহা।

প্রশ্ন : ৩৬। সূরা ফাতিহাকে কুরআনের শুরুতে রাখার যুক্তি কি ?

উত্তর : এটা হলো কুরআনের দরোজা। এটা হচ্ছে দোয়া যা বান্দা তার প্রতিপালকের সমীপে প্রার্থনা করে আর পুরো কুরআন এ দোয়ার উত্তর।

প্রশ্ন : ৩৭। কুরআনের কোন্ সূরা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বুঝেছিলেন, এটাই নবী করীম (সাঃ)-এর বিদায়ের ইঙ্গিত?

উত্তর : ত্রিশতম পারার সূরা নছর (اذا جاء نصر الله)।

প্রশ্ন : ৩৮। কুরআন কোন্ রাতে অবতীর্ণ হতে শুরু করে?

উত্তর : কদরের রাতে (انا انزلناه فى ليلة القدر)।

প্রশ্ন : ৩৯। কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব কে নিয়েছেন?

উত্তর : স্বয়ং আল্লাহ্। ঘোষিত হয়েছে – انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

প্রশ্ন : ৪০। সর্বপ্রথম কুরআন প্রশিক্ষণশালা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ মসজিদে নববী।

www.pathagar.com

কুরআন তিলাওয়াতের আদব-কায়দা

প্রশ্ন : ১। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর ভীতি সম্পর্কে কুরআনে কি ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ "যদি আমি এ কুরআন পাহাড়ে অবতীর্ণ করতাম তা হলে পাহাড় কেঁপে উঠতো।" (সূরা হাশর ঃ আয়াত ২১)

প্রশ্ন : ২। কুরআন কেমন গ্রন্থ?

উত্তর : কুরআন শুধু বরকতময় ও পবিত্র গ্রন্থই নয়, এটা হচ্ছে হেদায়তের গ্রন্থ। এর মধ্যে সেই জীবন বিধানের কথা বর্ণিত হয়েছে যার ওপর আমল করে আমরা পরকালে মুক্তি পেতে পারি।

প্রশ্ন : ৩। কুরআন কি ধরনের অনুভূতির সাথে পড়া উচিত?

উত্তর : নিজস্ব মত ও পথকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। জ্ঞানাহরণকারীর মতো পড়তে হবে। এও বুঝে পড়তে হবে যে, এটা আল্লাহ্র কালাম ও বাণী। এর মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। আমাদের কল্যাণের জন্যেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৪। কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে কি করা উচিত?

উত্তর : অজু করতে হবে। শরীর ও জায়গা পবিত্র হতে হবে এবং পরে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করতে হবে।

প্রশ্ন : ৫। কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন্ বিষয়ের উপর বিশ্বাস করতে হবে।

উত্তর : এসব বিষয়ের ওপর ঃ

১. এ গ্রন্থ বিশ্বের সব গ্রন্থের চাইতে বিশুদ্ধ, মৌলিক ও পরিপূর্ণ।

২. জীবনে পথ প্রদর্শন একমাত্র এ গ্রন্থের দ্বারাই হতে পারে।

৩. স্বীয় মনগড়া অর্থ না করে, সেসব নিয়ম-কানুন অবগত হওয়া আবশ্যক যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যক করে দেয়া হয়েছে।

৪. এর তিলাওয়াতে সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার চাইতে প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি ক্ষণে কুরআন থেকে পথ প্রদর্শনই কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হওয়া চাই।

প্রশ্ন : ৬। কুরআন থেকে উপকারিতা অর্জনের জন্য কি করা অবশ্য কর্তব্য?

উত্তর : উপকারিতা অর্জনের জন্যে করতে হবে ঃ

১. কুরআন বেশি বেশি পড়া, ২. সর্বক্ষণ পড়া, ৩. বুঝে পড়া, ৪. এর ওপর চিন্তা-গবেষণা করা, ৫. এর আহকাম অনুযায়ী আমল করা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৭। কুরআন তিলাওয়াত তো নিষিদ্ধ সময় বা অপবিত্রতা ব্যতীত সর্বক্ষণই করা যায়। কিন্তু স্বয়ং কুরআন তাঁর তিলাওয়াতের জন্য কোন্ সময়ের কথা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন?

উত্তর : কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। ان قرآن الفجر كان مشهودا।

অর্থাৎ, ফজরের সময়ের ফজীলত অত্যন্ত বেশি। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৭৮)

প্রশ্ন : ৮। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন সম্পর্কে কি ঘোষণা দিয়েছেন?

উত্তর : আল্লাহ্ সর্বপ্রথম ঘোষণা দিয়েছেন, ذلك الكتاب لا ريب فيه

অর্থাৎ, এই সেই গ্রন্থ যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। (বাকারা ঃ ২)

প্রশ্ন : ৯। কুরআন দ্বারা হেদায়াত পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ কোন্ কোন্ শর্তারোপ করেছেন? (কুরআন দ্বারা হেদায়াত পেতে হলে মানুষের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ, বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী)?

উত্তর : এ প্রসঙ্গে খোদ কুরআনেই ঘোষিত হয়েছে ঃ "এটি আল্লাহ্র কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। এটি হেদায়াত হচ্ছে ঃ

১. খোদাভীরুদের জন্য যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস করে, ২. নামায প্রতিষ্ঠিত করে, ৩. যে রিয্ক আমরা (আল্লাহ্) দিয়েছি, তার থেকেই খরচ করে, ৪. যে-সব কিতাব পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর ওপর এবং কুরআনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, ৫. আর পরকাল বিশ্বাস করে।"

অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা পূর্ণ হেদায়াত পাওয়ার জন্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী মানতে হবেঃ ১. খোদাভীরু হওয়া, ২. অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস করা, ৩. নামায প্রতিষ্ঠা করা, ৪. আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা, ৫. আল্লাহ্র সমুদয় কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ৬.পরকালে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন : ১০। কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত কি কি হাদীস বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : নিম্নের হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে ঃ

১. কুরআনের একটি অক্ষর পড়লে দশটি পুণ্য পাওয়া যায়।

২. দুটো বিষয়ে ঈর্ষা-দ্বেষ বৈধ। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কাউকে আল্লাহ্ কুরআনের জ্ঞান দ্বারা ভাগ্যবান করেছেন, আর তিনি রাত্র-দিন এর মধ্যেই ডুবে থাকেন।

৩. যেভাবে আমার সমগ্র সৃষ্টির ওপর ফজীলত রয়েছে, তেমনি কুরআন তিলাওয়াতকারীরও অন্যান্য মানুষের ওপর ফজীলত রয়েছে।

৪. তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কুরআনের তিলাওয়াত এবং নামায পড়ার মাধ্যমে আলোকিত রেখো।

www.pathagar.com

৫. আমার উম্মতের সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত করা।

৬. তিলাওয়াত হচ্ছে আল্লাহ্র দস্তরখান, এর থেকে বিচ্যুত হয়ো না।

৭. কুরআনকে এমনভাবে পড়, যেভাবে পড়া তাঁর হক, দিবারাত্র পড়, একে বিকশিত কর, এর বিষয়াবলীর ওপর চিন্তা-গবেষণা কর, তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

৮. যে-সব ঘরে কুরআন পঠিত হয়, সে-সব ঘর আসমানবাসীর জন্য এমনিভাবে চমকাতে থাকে, যেভাবে যমীনবাসীর জন্য তারকা চমকায়।

৯. যে কুরআন পড়ে সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে যার আলোকরশ্মি সূর্যরশ্মির চাইতেও প্রখর হবে।

১০. আল্লাহ্র কিছু বিশেষ বান্দা রয়েছেন, কেউ জানতে চাইলো-তাঁরা কারা, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ আহলে কুরআন।

১১. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে কুরআন শিখেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে।

প্রশ্ন : ১১। কুরআন স্পর্শ করার জন্য কোন্ শর্ত অত্যাবশ্যক?

উত্তর : পাক-পবিত্র এবং অজু অবস্থায় থাকা। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

لا يمسه الا المطهرون – অর্থাৎ, এটিকে পাক-পবিত্র মানুষই স্পর্শ করতে পারে। (ওয়াকিয়া ঃ ৭৯)

প্রশ্ন : ১২। কুরআনের ওপর চিন্তা-গবেষণা করার জন্য হাদীস শরীফ এবং কুরআনে কি ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : হাদীসে বর্ণিত আছে, "এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ কুরআন অধ্যয়ন করবে সত্য; কিন্তু কুরআন তাদের হলকের নিচে যাবে না।" কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته

অর্থাৎ, এটি কিতাব, যাকে আমরা (আল্লাহ্) আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময় গ্রন্থ, যাতে করে মানুষ এর আয়াতের ওপর চিন্তা-গবেষণা করে। অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে ঃ افلا يتدبرون القرآن

অর্থাৎ, এসব মানুষ কি কুরআনের ওপর চিন্তা-গবেষণা করে না?

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৩। কুরআন সুললিত কণ্ঠে পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা কি?

উত্তর : কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ ورتل القرآن ترتيلا

অর্থাৎ, কুরআন সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত কর। (মুয্‌যাম্মিল ঃ ৪)
অবশ্য বাদ্যযন্ত্র থাকবে না, গানও হবে না– পড়ার মতোই তিলাওয়াত করতে হবে।

প্রশ্ন : ১৪। কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে হুজূর (সাঃ)-এর বাণী কি?

উত্তর : নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

১. আমার সামনে আমার উম্মতের গুনাসমূহ পেশ করা হয়েছে, তন্মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক গুনাহ হচ্ছে কুরআনুল কারীম ভুলে যাওয়া।

২. এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুষ্ঠরোগী হয়ে উঠবে।

৩. কুরআন সংরক্ষণ কর এবং বারবার পড়। নতুবা তোমরা কুরআন ভুলে যাবে।

৪. লোক সকল! তোমরা কুরআনের খবর রেখো, তা না হলে কুরআন বক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবে, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, রশি ঢিলে হলে যেভাবে উট পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সামান্য অলসতার কারণে কুরআন বক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রশ্ন : ১৫। কুরআন উচ্চ স্বরে তিলাওয়াতের সময় শ্রবণকারীর জন্য কি হুকুম?

উত্তর : আল্লাহ্‌র বাণী, যেমন– কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সে সময় নিবিষ্ট মনে শ্রবণ কর এবং চুপ থেকো– এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ স্বরে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। অবশ্য যদি কেউ শুয়ে আছে, অথবা এমন কোন কাজে ব্যস্ত, যা ছেড়ে সে কুরআনের প্রতি মনোযোগী হতে পারছে না, এমতাবস্থায় তার কাছে উচ্চ স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ নয়। কারণ, শ্রবণকারী কুরআনের উল্লিখিত হেদায়তের ওপর আমল করতে পারছে না। অবশ্য, কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে বা মানুষ শ্রবণ করতে উদ্বুদ্ধ হলে উচ্চস্বরে পড়া পুণ্য– এটা কুরআনের প্রচার-প্রসারও।

প্রশ্ন : ১৬। কুরআন তিলাওয়াতের অত্যাবশ্যকীয় দিকগুলো কি?

উত্তর : অত্যাবশ্যকীয় দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

১. পাক-পবিত্র হয়ে অজু করে পরিষ্কার জায়গায় কেবলামুখী হয়ে বসা।

২. নিজেকে আল্লাহর সমীপে নিকৃষ্ট মনে করা।

৩. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم ٠
পড়ে তিলাওয়াত আরম্ভ করা।

৪. ধীরে ধীরে বুঝে-শুনে, চিন্তা-ফিকির করে এবং তারতীলের সাথে পড়া।

৫. রহমতের আয়াত তিলাওয়াতের পর খুশী হয়ে দোয়া করা এবং নিজের জন্য আল্লাহ্র দরবারে রহমতের কামনা করা।

৬. শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের আয়াত তিলাওয়াতের পর ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

৭. হুজুরী কলব এবং জওক-শওকের সাথে যতটুকু তিলাওয়াত সম্ভব তা-ই তিলাওয়াত করা।

৮. যে মজলিসে মানুষ স্বীয় কাজ-কর্মে মশগুল, সেখানে তিলাওয়াত না করা।

৯. তিলাওয়াতের সময়কালে ইহলৌকিক কাজে না জড়ানো।

১০. তিলাওয়াতের পর বিনয়ের সাথে দোয়া করা।

১১. তিলাওয়াতকালীন সময়ে যদি কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তা হলে কুরআন বন্ধ করে যেতে হবে।

১২. তিলাওয়াতকালীন সময়ে কাউকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য না দাঁড়ানো।

১৩. অজু ব্যতীত মুখস্থ তিলাওয়াত জায়েয, তবে কুরআন স্পর্শ করা অবৈধ।

১৪. কুরআনের অক্ষর এবং শব্দমালা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা। কেননা, ভুল তিলাওয়াত ভয়ংকর পাপ। কুরআন ভাল তিলাওয়াতকারী দ্বারা বিশুদ্ধ করে নিতে হবে।

প্রশ্ন : ১৭। কুরআনের ১১৪টি সূরা কি কি ?

উত্তর : কুরআনের ১১৪টি সূরার নাম, অর্থ, মাক্কী ও মাদানী, রুকু ও আয়াত সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সূরার নাম	অর্থ	মাক্কী ও মাদানী	রুকূ	আয়াত
১। ফাতিহা	ভূমিকা	মাক্কী	১	৭
২। বাকারা	গাভী	মাক্কী	৫০	২০৬
৩। আলু ইমরান	ইমরানের বংশধর	মাদানী	২০	২০০

www.pathagar.com

সূরার নাম		অর্থ	মাক্কী ও মাদানী	রুকূর সংখ্যা	আয়াতের সংখ্যা
৪।	নিসা	নারী	মাদানী	২৪	১৭৬
৫।	মাঈদা	খাদ্য ভরা পাত্র	মাদানী	১৬	১২০
৬।	আন'য়াম	জন্তু-জানোয়ার	মাদানী	২০	১৬৫
৭।	আ'রাফ	বেহেশত-দোযখের মধ্যবর্তী স্থান	মাদানী	২৪	২০৬
৮।	আনফাল	যুদ্ধে পরাজিতদের পরিত্যক্ত আসবাবপত্র	মাদানী	১০	৭৫
৯।	তাওবা	ফিরে আসা	মাদানী	১৬	১২৯
১০।	ইউনুস	নবীর নাম	মাক্কী	১১	১০৯
১১।	হূদ	নবীর নাম	মাক্কী	১০	১২৩
১২।	ইউসুফ	নবীর নাম	মাক্কী	১২	১১১
১৩।	রা'দ	মেঘের গর্জন	মাক্কী	৬	৪৩
১৪।	ইব্রাহীম	নবীর নাম	মাক্কী	৬	৫২
১৫।	হিজ্‌র	বড় একটা শহরের নাম	মাক্কী	৬	৯৯
১৬।	নাহ্‌ল	মৌমাছি	মাক্কী	১৬	১২৮
১৭।	বনী ইসরাঈল	ইসরাইলের বংশ	মাক্কী	১২	১১১
১৮।	কাহাফ	গুহা	মাক্কী	১২	১১০
১৯।	মারইয়াম	ঈসা (আঃ)-এর মায়ের নাম	মাক্কী	৬	৯৮
২০।	ত্বহা	ত্বাহা	মাক্কী	৮	১৩৫
২১।	আম্বিয়া	নবিগণ	মাক্কী	৭	১১২
২২।	হজ্জ	হজ্জ	মাদানী	১০	৭৮
২৩।	মু'মিনূন	বিশ্বাসী সকল	মাক্কী	৬	১১৮
২৪।	নূর	আলো	মাদানী	৯	৬৪
২৫।	ফুরকান	পৃথকীকরণ	মাক্কী	৬	৭৭
২৬।	শু'য়ারা	কবিগণ	মাক্কী	১১	২২৭
২৭।	নাম্‌ল	পিপিলিকা	মাক্কী	৭	৯৩
২৮।	কাসাস	কিচ্ছা-কাহিনী	মাক্কী	৯	৮৮
২৯।	আনকাবুত	মাকড়সা	মাক্কী	৭	৬৯
৩০।	রুম	দেশের নাম	মাক্কী	৬	৬০
৩১।	লোকমান	এক লোকের নাম	মাক্কী	৪	৩৪
৩২।	সাজদাহ	সাজদা	মাক্কী	৩	৩০
৩৩।	আহ্‌যাব	দলগুলো	মাদানী	৯	৭৩
৩৪।	সাবা	একটি জাতির নাম	মাক্কী	৬	৫৪
৩৫।	ফাতির	সৃষ্টিকর্তা	মাক্কী	৫	৪৫
৩৬।	ইয়াসিন	মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এক নাম ইয়াসিন	মাক্কী	৫	৮৩

www.pathagar.com

সূরার নাম		অর্থ	মাক্কী ও মাদানী	রুকূর সংখ্যা	আয়াতের সংখ্যা
৩৭।	সাফ্‌ফাত	কাতার বা সারি	মাক্কী	৫	১৮২
৩৮।	সা-দ	সাদ	মাক্কী	৫	৮৮
৩৯।	যুমার	দলবিশেষ	মাক্কী	৮	৭৫
৪০।	মু'মিন	বিশ্বাসী	মাক্কী	৯	৮৫
৪১।	হামীম আস-সাজদা	বিশ্বাসী	মাক্কী	৬	৫৪
৪২।	শূরা	পরামর্শ	মাক্কী	৫	৫৩
৪৩।	যুখরুফ	পরামর্শ	মাক্কী	৭	৮৯
৪৪।	দুখান	ধোঁয়া	মাক্কী	৩	৫৯
৪৫।	জাসিয়াহ	হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে থাকা	মাক্কী	৪	৩৭
৪৬।	আহ্‌কাফ	একটি জায়গার নাম	মাক্কী	৪	৩৫
৪৭।	মুহাম্মাদ	শেষ নবীর নাম	মাদানী	৪	৩৮
৪৮।	ফাত্‌হ	বিজয়	মাদানী	৪	২৯
৪৯।	হুজুরাত	হুজরাখানা	মাদানী	২	১
			মাক্কী	৩	৪৫
৫১।	জারিয়াহ	ধুলা-বালি মিশ্রিত বাতাস	মাক্কী	৩	৬০
৫২।	তূর	এক পাহাড়ের নাম	মাক্কী	২	৪৯
৫৩।	নাজ্‌ম	তারকা	মাক্কী	৩	৬২
৫৪।	কামার	চাঁদ	মাক্কী	৩	৫৫
৫৫।	রহমান	দয়ালু আল্লাহ	মাক্কী	৩	৭৮
৫৬।	ওয়াকিয়াহ	মহাঘটনা	মাক্কী	৩	৯৬
৫৭।	হাদীদ	লোহা	মাদানী	৪	২৯
৫৮।	মুজাদালাহ	তর্ক-বিতর্ক করা	মাদানী	৩	২২
৫৯।	হাশ্‌র	একত্রিত করা	মাদানী	৩	২৪
৬০।	মুমতাহিনাহ	পরীক্ষিত নারী	মাদানী	২	১৩
৬১।	সাফ	কাতার/সারি	মাদানী	২	১৪
৬২।	জুমু'আ	জুমু'আ	মাদানী	২	১১
৬৩।	মুনাফিকূন	কপট বিশ্বাসী	মাদানী	২	১১
৬৪।	তাগাবুন	হার-জিত	মাদানী	২	১৮
৬৫।	তালাক	তালাক	মাদানী	২	১২
৬৬।	তাহরীম	হারাম করা	মাদানী	২	১২
৬৭।	আল মুল্‌ক	রাষ্ট্র	মাক্কী	২	৩০
৬৮।	ক্বলম	কলম	মাক্কী	২	৫২
৬৯।	হাক্কাহ	অনিবার্য সংঘটিতব্য	মাক্কী	২	৫২
৭০।	মায়ারিজ	ঊর্ধ্বে উঠার সিঁড়িগুলো	মাক্কী	২	৪৪
৭১।	নূহ	নবীর নাম	মাক্কী	২	২৮
৭২।	জ্বীন	জ্বীন জাতি	মাক্কী	২	২৮

www.pathagar.com

সূরার নাম		অর্থ	মাক্কী ও মাদানী	রুকূর সংখ্যা	আয়াতের সংখ্যা
৭৩।	মুয্যাম্মিল	কম্বল আচ্ছাদনকারী	মাক্কী	২	২০
৭৪।	মুদ্দাচ্ছির	চাদর আচ্ছাদনকারী	মাক্কী	২	৫৬
৭৫।	কিয়ামাহ	কিয়ামত	মাক্কী	২	৪০
৭৬।	দাহর	সীমাহীনকালের একটা সময়	মাক্কী	২	৩১
৭৭।	মুরসালাত	ক্রমাগতভাবে পাঠান	মাক্কী	২	৫০
৭৮।	নাবা	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা	মাক্কী	২	৪০
৭৯।	নাজি'য়াত	হেঁচড়িয়ে টানা	মাক্কী	২	৪৬
৮০।	আবাসা	ভ্রূকুটি করা	মাক্কী	১	৪২
৮১।	আত্তাকউয়ির	গুটিয়ে নেয়া	মাক্কী	১	২৯
৮২।	ইনফিতার	বিদীর্ণ হওয়া	মাক্কী	১	১৯
৮৩।	মুতাফফিফীন	ওজনে ঠকবাজ	মাক্কী	১	৩৬
৮৪।	ইনশিক্বাক	বিচ্ছিন্ন হওয়া	মাক্কী	১	২৫
৮৫।	বুরুজ	আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররাজি	মাক্কী	১	২২
৮৬।	তারিক	রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী	মাক্কী	১	১৭
৮৭।	আল আ'লা	মহান শ্রেষ্ঠ	মাক্কী	১	১৯
৮৮।	আল গাশিয়া	আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদ	মাক্কী	১	২৬
৮৯।	আল ফজর	ফজরের ওয়াক্ত	মাক্কী	১	৩০
৯০।	আল বালাদ	শহর (মক্কা)	মাক্কী	১	২০
৯১।	শামস	সূর্য	মাক্কী	১	১৫
৯২।	আল-লাইল	রাত্র	মাক্কী	১	২১
৯৩।	দোহা	উজ্জ্বল দিন বা দ্বিপ্রহর	মাক্কী	১	১১
৯৪।	ইনশিরাহ	খুলে দেওয়া	মাক্কী	১	৮
৯৫।	আত্তীন	ডুমুর ফল	মাক্কী	১	৮
৯৬।	আল-আলাক	জমাট রক্তপিন্ড	মাক্কী	১	১৯
৯৭।	আল-কদর	মর্যাদাপূর্ণ	মাক্কী	১	৫
৯৮।	আল বাইয়্যেনা	স্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি	মাদানী	১	৮
৯৯।	আল-যিলযাল	প্রকম্পন, ভূমিকম্প	মাদানী	১	৮
১০০।	আল-আদিয়াহ	হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ানো	মাক্কী	১	১১
১০১।	আল-কারিয়াহ	ভয়াবহ দুর্ঘটনা	মাক্কী	১	১১
১০২।	আত্তাকাসুর	অত্যধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা করা	মাক্কী	১	৮
১০৩।	আল-আসর	সময়	মাক্কী	১	৩
১০৪।	আল-হুমাযাহ	কলংক রটনা করা	মাক্কী	১	৯
১০৫।	আল-ফীল	হাতী	মাক্কী	১	৫
১০৬।	কুরাইশ	কুরাইশ বংশ	মাক্কী	১	৪
১০৭।	মাউন	সামান্য দয়া বা সাধারণ উপকার	মাক্কী	১	৭
১০৮।	কাওসার	প্রাচুর্য	মাক্কী	১	৩

সূরার নাম		অর্থ	মাক্কী ও মাদানী	রুকূর সংখ্যা	আয়াতের সংখ্যা
১০৯।	কাফিরূন	অস্বীকারকারীরা	মাক্কী	১	৬
১১০।	নাস্‌র	সাহায্য	মাদানী	১	৩
১১১।	লাহাব	একজন মানুষের উপাধি	মাক্কী	১	৫
১১২।	ইখলাস	একনিষ্ঠ	মাক্কী	১	৪
১১৩।	ফালাক	সকাল বেলা	মাক্কী	১	৫
১১৪।	নাস	মানুষ	মাক্কী	১	৬

প্রশ্ন : ১৮। কুরআনের বর্ণনা ধারার আঙ্গিক সৌষ্ঠব কেমন?

উত্তর : কুরআনের বর্ণনা ধারার আঙ্গিক সৌষ্ঠব অনন্য, সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ, প্রকৃতির স্বাভাবিকতায় ভরপুর ও মর্মস্পর্শী। কুরআনের মধ্যে কোন ধরনের জটিলতা, সন্দেহ, বিশৃংখলা অথবা দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ নেই। কুরআনে একই বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়কে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পন্থায় ও ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জটিলতা দেখা না দেয়।

প্রশ্ন : ১৯। কুরআনের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনার পদ্ধতি কেমন?

উত্তর : কুরআনের দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী একেবারেই স্বাভাবিক। এর ভিত্তি হলো সম্বোধিত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক পরিচিত ও স্বীকৃত বিষয়াবলী।

প্রশ্ন : ২০। পৃথিবীর সব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য কি?

উত্তর : কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে নিখিল বিশ্বের সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২১। কুরআনে মানব প্রবৃত্তির বড় বড় অভিলাষগুলোকে কিভাবে নির্ণিত করা হয়েছে?

উত্তর : মানব প্রবৃত্তির কিছু অভিলাষ নির্ণিত হয়েছে এভাবে :

১. নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ,

২. সন্তান-সন্ততি,

৩. ধন-সম্পদ,

৪. যান-বাহন,

৫. গৃহপালিত পশু,

৬. ভূমি ও ভূমির ফসলাদি,

৭. ঘর-বাড়ী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ২২। কুরআনে মানুষের বুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

উত্তর : প্রত্যেক মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধির অব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।

প্রশ্ন : ২৩। আল্লাহ মানুষকে কি কি নিয়ামত দিয়েছেন?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে অগণিত ও অসংখ্য নিয়ামত রাজিতে ধন্য করেছেন।

প্রশ্ন : ২৪। কুরআনের ভাষা ও বাচনভঙ্গি কি ধরনের?

উত্তর : কুরআনের ভাষা ও বাচনভঙ্গি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এ কোন সাহিত্যের ভাষার ন্যায় নয়, এর ভাষার ধরন অনেকটা বক্তৃতার ভাষণের ন্যায়। আবার কিছুটা টেলিগ্রাফিক ভাষার ন্যায়ও বলা চলে।

প্রশ্ন : ২৫। 'ওহী' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : 'ওহী' আরবী শব্দ। অর্থ দূত, প্রেরিত প্রত্যাদেশ।

প্রশ্ন : ২৬। আল্লাহ জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে ওহী নাযিল করলেন কেন?

উত্তর : ফিরিশতাকুলের সরদার হলেন জিব্রাঈল (আঃ)। তাই আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে ওহী নাযিল করেছেন।

প্রশ্ন : ২৭। কুরআনকে সূরা আকারে সাজানো হয়েছে কার নির্দেশে?

উত্তর : আল্লাহর নির্দেশে। কুরআনে সূরা আল-ফুরকানের ৩২ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ورتلنه ترتيلا অর্থাৎ, আর আমি একে (কুরআনকে) বিশেষ ধারায় সূরা আকারে বা পৃথক পৃথক অংশে সঞ্চিত করেছি।

প্রশ্ন : ২৮। কুরআন কি দুর্বোধ্য গ্রন্থ না সহজবোধ্য?

উত্তর : হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে অত্যন্ত সহজবোধ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কুরআনে উচ্চতর ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্নিবেশ ঘটেছে বিধায় একে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে গভীর চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

প্রশ্ন : ২৯। কুরআনে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর ঈমান আনার কথা ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশতাকুল, নবী- রাসূলগণ, প্রেরিত গ্রন্থগুলো এবং আখিরাত দিবসের ওপর সব মুসলমানের ঈমান আনা অপরিহার্য কর্তব্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৩০। মানব জাতির পারলৌকিক মুক্তি ও সফলতার শর্তাবলী কি?

উত্তর : শর্ত একটি, ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয়।

প্রশ্ন : ৩১। ঈমান ছাড়া কোন কাজ কি আল্লাহর দরবারে মাকবুল?

উত্তর : ঈমান ছাড়া কোন কাজেই পুণ্য হয় না এবং মঞ্জুরও হয় না।

প্রশ্ন : ৩২। ঈমান কি বাড়ে-কমে?

উত্তর : হ্যাঁ, ঈমানের অবস্থা ও পর্যায় স্তর কম-বেশী হয়।

প্রশ্ন : ৩৩। মানুষের অন্তিমকালে তাওবা ও ঈমান গৃহীত হয় কি?

উত্তর : না, গৃহীত হয় না।

প্রশ্ন : ৩৪। মুমিনের প্রকৃত বন্ধু কে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা।

প্রশ্ন : ৩৫। অদৃশ্য জ্ঞান কি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট?

উত্তর : হ্যাঁ, একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।

প্রশ্ন : ৩৬। আল্লাহর সৃষ্ট জীবের শক্তি কতটুকু?

উত্তর : এতটুকুনও নয়। সমগ্র সৃষ্টজীব মিলে একটি ছোট্ট মাছি তৈরী করতে চাইলে তাও সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন : ৩৭। কোন মুশরিকের বা অংশীবাদীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে কুরআন কি বলেছে?

উত্তর : মুশরিকের জন্য কখনো ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না।

প্রশ্ন : ৩৮। নবী-রাসূলের বিরোধিতা করলে কি আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয়?

উত্তর : অতি অবশ্যই আপতিত হয়।

প্রশ্ন: ৩৯। বেহেশত বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : বেহেশত এমন সুখময় স্থান পারর্থিব জীবনে যা আল্লাহ তাঁর পুণ্যবান ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে তাদের সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান হিসেবে প্রদান করবেন। যেখানে তারা তাদের রুচিমাফিক সব ধরনের আনন্দ এবং নিয়ামত উপভোগ করবেন। যে-সব নিয়ামত তাদের জন্য সর্বদাই থাকবে বিদ্যমান।

প্রশ্ন : ৪০। দোযখ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : দোযখ হচ্ছে পরকালের এমন বিভীষিকাময় শাস্তিধাম, যেখানে আল্লাহ তাঁর নাফরমান বান্দাদেরকে তাদের নাফরমানী ও পাপাচারের শাস্তি স্বরূপ নিক্ষেপ করবেন। যেখানে তারা সব সময়ের জন্যই প্রজ্বলিত আগুনে শাস্তি ভোগ

www.pathagar.com

করবে। তাদের কখনো মৃত্যু হবে না।

প্রশ্ন : ৪১। কুরআন নামায আদায়ের প্রথমে কি করতে বলেছে?

উত্তর : অযু করতে বলেছে।

প্রশ্ন : ৪২। কুরআন অযুর প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিভাবে?

উত্তর : প্রথমে মুখমন্ডল এবং দু'হাতের উভয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হবে, এরপর মাথার অংশবিশেষ মাসেহ করতে হবে, অবশেষে দু'পায়ের উভয় টাখনু বা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করতে হবে।

প্রশ্ন : ৪৩। অযুর জন্য পানি পাওয়া না গেলে কুরআন কি করতে বলেছে?

উত্তর : তায়াম্মুম করার কথা বলেছে।

প্রশ্ন : ৪৪। কুরআন তায়াম্মুমের প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিভাবে?

উত্তর : পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমন্ডল এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

প্রশ্ন : ৪৫। নামায পড়া কি ফরয?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রত্যেক মুসলমানেরই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয।

প্রশ্ন : ৪৬। ভ্রমণ অবস্থায় নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : ভ্রমণ অবস্থায় নামাযে কস্‌র করতে হয়। অর্থাৎ, চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামায দু'রাকাত পড়তে হয়।

প্রশ্ন : ৪৭। নামায পড়ার পূর্বে কি করতে হয়?

উত্তর : আযান দিতে হয়।

প্রশ্ন : ৪৮। কুরআন সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোন্ দিন সম্মিলিতভাবে নামায পড়তে বলেছে?

উত্তর : শুক্রবার জামাতবদ্ধভাবে জুমু'আর নামায পড়তে বলেছে।

প্রশ্ন : ৪৯। কুরআন মৃতের জন্য কি করতে বলেছে?

উত্তর : প্রত্যেক মুসলমানের মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন দিয়ে দাফনের পূর্বে জানাযা নামায পড়তে বলেছে।

প্রশ্ন : ৫০। কুরআন কোন মাসে রোযা রাখতে বলেছে?

উত্তর : রমযান মাসভর রোযা রাখা ফরয করে দিয়েছে।

প্রশ্ন : ৫১। কার ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয?

উত্তর : মুসলমান মালিকের নির্ধারিত সম্পদের নির্ধারিত সময়ের পর যাকাত প্রদান করা ফরয।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৫২। হজ্জব্রত সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা কি?

উত্তর : প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপরই জীবনে একবার বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জব্রত পালন করা ফরয।

প্রশ্ন : ৫৩। জিহাদের ব্যাপারে কুরআন কি বলেছে?

উত্তর : কুরআন বলেছে, প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহর পথে জিহাদ করা ফরয।

প্রশ্ন : ৫৪। পৌত্তলিকদের মূর্তির ব্যাপারে কুরআনের দিক-নির্দেশ কি?

উত্তর : তাদের দেব-দেবীকে কখনো গাল-মন্দ করা যাবে না।

প্রশ্ন : ৫৫। মিথ্যার আশ্রয় কোনভাবে নেয়া যাবে কি?

উত্তর : না, সব ধরনের মিথ্যাচারের জন্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্ন : ৫৬। কুরআন উৎকৃষ্ট চরিত্র নিরূপণ করেছে কিভাবে?

উত্তর : যে সত্যাশ্রয়ী এবং ঈমান ও আমলে সালেহ-এর পথ অবলম্বন করেছে, কুরআন তার চরিত্রই উৎকৃষ্ট বলেছে।

প্রশ্ন : ৫৭। কুরআন নিকৃষ্ট চরিত্র নিরূপণ করেছে কিভাবে?

উত্তর : সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও যে অন্ধ, বধির এবং মূকের ন্যায় আচরণ করে আর সত্যকে অস্বীকার করে, সে-ই নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী।

প্রশ্ন : ৫৮। কুরআনে কোন্ রমণীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : এসব রমণীর সাথে :

১. মাতা, ২. কন্যা, ৩. সহোদরা বোন, ৪. ফুফু, ৫. খালা, ৬. নিজ ভাতিজী, ৭. ভাগ্নি, ৮. দুধ মাতা, ৯. দুধ বোন, ১০. শাশুড়ী, ১১. স্ত্রীর কন্যা, ১২. পুত্রবধূ, ১৩. একত্রে দু'সহোদরা বোন ও ১৪. দাদী-নানী।

প্রশ্ন : ৫৯। কুরআনে আদর্শ সমাজের কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : কুরআন আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে :

১. পরাধীন হবে না, হবে স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

২. শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. অধিবাসীরা কুফর ও শিরকী কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করবে না, হবে খাঁটি ঈমানদার।

৪. এ ধরনের সমাজে একমাত্র হুকুমকর্তা হবেন আল্লাহ তা'আলা।

www.pathagar.com

৫. আল্লাহর আইন প্রবর্তিত হবে।

৬. অধিবাসীরা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, আর যাকাত প্রদান করবে।

৭. অধিবাসীরা সৎকার্য ও নৈতিকতা অনুযায়ী চলবে এবং অপরকে সৎকার্য ও নৈতিকতার দিকে আহ্বানকারী হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় যাবতীয় কর্মকান্ড পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে।

৯. নেতা হবেন সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্মশীল ব্যক্তি।

১০. নাগরিকবৃন্দ আইনের অনুসারী। এ সমাজের কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

১২. এ সমাজ ঘুষ, সুদ, অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা, অনৈতিকতা, শূরা ও মদের অভিশাপ থেকে মুক্ত।

১৩. এ ধরনের সমাজে প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা রয়েছে।

১৪. এ ধরনের সমাজে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার এবং গঠনমূলক সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রশ্ন : ৬০। কুরআন উত্তম শ্রমিক বলেছে কাকে?

উত্তর : উত্তম শ্রমিক বা কর্মচারী বলেছে তাঁকে যিনি –

১. স্বীয় কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদনের যোগ্য।

২. সদিচ্ছার সঙ্গে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যাঁর মধ্যে দায়িত্বহীনতার লেশমাত্র নেই।

প্রশ্ন : ৬১। কুরআন মালিককে কর্মচারীর সাথে কিরূপ আচরণ করতে বলেছে?

উত্তর : কুরআন বলেছে ঃ

১. শ্রমিককে তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেবে না।

২. তার ওপর জুলুম বা বাড়াবাড়ি করবে না।

৩. পারিশ্রমিক ঠিক করার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সম্মতি নেবে।

প্রশ্ন : ৬২। খিলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুরআন কি বলেছে?

উত্তর : কুরআন বলেছে ঃ মুসলিম সমাজে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন : ৬৩। কুরআনের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের মাপকাঠি কি?

উত্তর : কুরআনের নিরিখে নেতৃত্বের মাপকাঠি হচ্ছে :

www.pathagar.com

১. ঈমানদার, ২. সর্বাধিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আমলের অধিকারী, ৩. শরী'য়তের সর্বাপেক্ষা বেশি অনুসারী ও মুত্তাকী, ৪. নিষ্ঠাবান, ৫. আর যিনি অসৎ ও অত্যাচারী নন।

প্রশ্ন : ৬৪। কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার শাস্তি কি বলেছে?

উত্তর : কিসাস হিসেবে হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান।

প্রশ্ন : ৬৫। কুরআন চোরের শাস্তি কি বলেছে?

উত্তর : চোরের শাস্তি হচ্ছে হাত কাটা।

প্রশ্ন : ৬৬। ব্যভিচারের শাস্তি কি?

উত্তর : ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে একশত চাবুকাঘাত করা।

প্রশ্ন : ৬৭। ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি কি?

উত্তর : অপবাদ আরোপকারীকে ৮০টি চাবুকাঘাত করা এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না বলে স্থির করা।

প্রশ্ন : ৬৮। বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ কি বৈধ?

উত্তর : অবশ্যই না।

প্রশ্ন : ৬৯। কুরআনে কোন্ ধাতুর নাম এসেছে?

উত্তর : স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭০। কুরআনে কি মণি-মুক্তার নাম এসেছে?

উত্তর : হ্যাঁ, এসেছে।

প্রশ্ন : ৭১। কুরআনে কি কি সব্জির নাম এসেছে?

উত্তর : পিঁয়াজ, রসুন, শশা ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭২। কুরআনে কি কি বৃক্ষের নাম এসেছে?

উত্তর : কুল, খেজুর ও যায়তুন ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭৩। কুরআনে কি কি ফলের নাম এসেছে?

উত্তর : খেজুর, আঙ্গুর, আনার ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭৪। কুরআনে কি কি পাখীর নাম এসেছে ?

উত্তর : হুদহুদ, আবাবিল, কাক প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ৭৫। কুরআনে কোন্ কোন্ পশুর নাম এসেছে?

উত্তর : মেষ, বকরী, দুম্বা, গাভী, ষাঁড়, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট, উটনী, বানর, কুকুর, শূকর, বাঘ ও সিংহ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৭৬ । কুরআনে কি কি কীট-পতঙ্গের কথা এসেছে?

উত্তর : মশা, মাছি, পিপিলিকা, মাকড়সা, মৌমাছি ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭৭ । কুরআনে মধুর কি গুণের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : মধুর মধ্যে রয়েছে মানুষের রোগের প্রতিষেধক।

প্রশ্ন : ৭৮ । কুরআনে কোন রঙ্গের কথা এসেছে?

উত্তর : সাদা, লাল, কালো, হলুদ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭৯ । কুরআন কি কোন শহরের নাম উল্লেখ করেছে?

উত্তর : হ্যাঁ। বাবেল, মক্কা, মদীনা, রোম ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৮০। নবী করীম (সাঃ)-এর কত বছর বয়সে, কোন্ মাসে, কোন্ বছর এবং কোন্ দিন সর্বশেষ ওহী অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর : সূরা তাওবা বা বারাআতের শেষ আয়াত নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের নয় দিন পূর্বে অর্থাৎ ৩ রবিউল আউয়াল, হিজরী ১১ সনের শনিবার অবতীর্ণ হয়। আর সূরা নিসার ১৭৬-তম আয়াত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের ৮১ দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলো। *(ইত্‌কান, ১ম খন্ড, পৃ: ২৭)*।

প্রশ্ন : ৮১। দ্বিতীয় ওহীর সময় কুরআনের কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো?

উত্তর : সূরা মুদ্‌দাছ্‌ছিরের প্রথম আয়াতগুলো ঃ ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্‌দাসসিরু কুম ....।

প্রশ্ন : ৮২। প্রথম ওহী এবং দ্বিতীয় ওহীর মধ্যকার ব্যবধান কতদিন ছিলো?

উত্তর : আড়াই বছর।

প্রশ্ন : ৮৩। দ্বিতীয় ওহী কোন্ বছর এবং কোন্ মাসে অবতীর্ণ হয়েছিলো?

উত্তর : নবুওয়াতের চতুর্থ বর্ষে রবিউল আউয়াল মাসে (হিজরী সন নয়। কেননা, তখনো হিজরী সন গণনা আরম্ভ হয়নি)।

প্রশ্ন : ৮৪। নবী করীম (সাঃ)-এর ওপর প্রথম ওহী কোন্ মাসে, কত তারিখে এবং কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিলো?

উত্তর : ৮ রবিউল আউয়াল সোমবার।

প্রশ্ন : ৮৫। কুরআনে কতগুলো কালিমাত বা শব্দ রয়েছে?

উত্তর : সাতাত্তর হাজার চারশ' উনচল্লিশটি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৮৬। কুরআনের শব্দের বর্ণনা দিয়েছেন কারা?

উত্তর : শব্দের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

১.আতা ইবনে ইয়াসার (রঃ), ২. আবূ মুহাম্মাদ আল হাম্মানী (রঃ), ৩. ফজল ইবনে শাজান (রঃ)।

অবশ্য, কেউ কেউ ছিয়াশি হাজার চারশ' ত্রিশ বলেও মতামত ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্ন : ৮৭। কুরআনের শব্দমালা গণনা করার ওপর সর্বপ্রথম কে গুরুত্বারোপ করেছিলেন?

উত্তর : হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তাঁর নির্দেশে কুরআনের হরফের গণনাও সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন : ৮৮। এ গণনার সময়কাল কত?

উত্তর : চার মাস।

প্রশ্ন : ৮৯। 'মুস্তফা' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : বাছাই করা, মনোনীত করা।

প্রশ্ন : ৯০। মতানৈক্যসহ কুরআনে সর্বমোট অক্ষরের সংখ্যা কত?

উত্তর : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর গণনানুযায়ী তিন লাখ বাইশ হাজার ছয়শ' একাত্তর। তাবিঈ হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর গণনায় তিন লাখ একুশ হাজার একশ' আশি। আবু মাহমুদ আল হাম্মানীর (রঃ) বর্ণনানুযায়ী তিন লাখ চল্লিশ হাজার সাতশ' চল্লিশ। (ইতকান)।

প্রশ্ন : ৯১। কুরআনে সর্বমোট কতগুলো মদ (দীর্ঘ উচ্চারণের চিহ্ন) রয়েছে?

উত্তর : এক হাজার সাতশ' একাত্তর।

প্রশ্ন : ৯২। কুরআনে কতটি তাশদীদ (যে চিহ্ন দ্বারা একটি বর্ণ দু'বার উচ্চারণ করা হয়) রয়েছে?

উত্তর : এক হাজার দুইশ' তিপ্পান্ন।

প্রশ্ন : ৯৩। কুরআনে নুকতা বা বিন্দুর সংখ্যা কত?

উত্তর : দশ লাখ চার হাজার ছয়শ' বিরাশি (১০,০৪,৬৮২)।

প্রশ্ন : ৯৪। কুরআনের একটি অক্ষর পড়ার বিনিময়ে কিরূপ পুণ্য পাওয়া যায়?

উত্তর : কুরআনের প্রতিটি অক্ষর পড়ার জন্য দশগুণ পুণ্য পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৯৫। কুরআনের ৩৪০৭৪০টি অক্ষর পড়ার জন্য কিরূপ পুণ্য পাওয়া যাবে?

উত্তর : কুরআনের উপরোল্লিখিত অক্ষর পড়লে অর্থাৎ গোটা কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহর ইচ্ছায় দশগুণ পুণ্য (৩৪৭০৪০০) পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : ৯৬। কুরআনের সূরা ক'টি মাক্কী ও মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য।

উত্তর : একত্রিশটি।

প্রশ্ন : ৯৭। কুরআনে উল্লিখিত যে-সব পুণ্যবান ব্যক্তিত্বকে কেউ কেউ নবী বলে অভিহিত করেছেন তাঁদের নাম কি?

উত্তর : তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ
১। হযরত লোকমান (আঃ)
২। হযরত জুলকারনাইন (আঃ)
৩। হযরত জুলকিফল (আঃ)
৪। হযরত খিজির (আঃ)।
উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।
প্রশ্ন : ৯৮। সর্বপ্রথম কোন্ সূরা অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : সূর ফাতিহা বা মুদ্দাসসির।
প্রশ্ন : ৯৯। সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা কোন্টি?
উত্তর : সূরা নসর অথবা বারাআত।
প্রশ্ন : ১০০। কুরআনের সব সূরায় বিসমিল্লাহ সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু বারাআতে বিসমিল্লাহ সন্নিবেশিত হয়নি—এর কারণ কি?

উত্তর : কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণ এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি কারণ বলা হয়েছে, বিসমিল্লাহ শরীফে আল্লাহ তা'আলার রহমতের কথা বিবৃত হয়েছে। সূরা তাওবায় জিহাদ এবং কাফিরদেরকে হত্যা করার কথা ঘোষিত হয়েছে – এটা দয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইমাম রাযী (রঃ) লিখেছেন ঃ 'নবী করীম (সাঃ) এ সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ লিখতে বলেননি। এ জন্য এখন আমরা লিখছি না'।

আবার অনেকে বলেছেন, এটি পূর্বের সূরারই অংশ। তাই বিসমিল্লাহ বলা হয়নি। তবে, এ মতটি দুর্বল।

প্রশ্ন : ১০১। কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত কোন্টি?

উত্তর : সূরা বাকারার ২৮২তম আয়াত।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১০২। কুরআনের সর্বকনিষ্ঠ আয়াত কোন্‌টি?

উত্তর : ওয়াদদুহা, ওয়াল ফাজরি, মুদহাম্মাতান ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ১০৩। কুরআনের কোন্ আয়াতে কাফ এসেছে ২৩ বার?

উত্তর : সূরা বাকারার ২৮২তম আয়াতে ২৩ বার কাফ অক্ষর এসেছে।

প্রশ্ন : ১০৪। কুরআনের কত স্থানে নামাযের তাকীদ দেয়া হয়েছে?

উত্তর : একশ' পঞ্চাশ স্থানে।

প্রশ্ন : ১০৫। কুরআনে ঐতিহাসিক ঘটনার নিরিখে সবচেয়ে উত্তম কার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

উত্তর : হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা।

প্রশ্ন : ১০৬। কুরআনের কোন্ সূরায় আয়াত আছে ৫১টি, কিন্তু ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্ন রয়েছে ৫২টি।

উত্তর : সূরা আর রাহ্‌মানে।

প্রশ্ন : ১০৭। কুরআনে যে-সব মূল শব্দ বারবার এসেছে, তার সংখ্যা কত?

উত্তর : দু'হাজার।

প্রশ্ন : ১০৮। কুরআনের কোন্ সূরায় আয়াত মাত্র ৩টি, কিন্তু ওয়াও আছে ১০টি।

উত্তর : সূরা ওয়াল আসরি।

প্রশ্ন : ১০৯। তাফসীর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন সাহাবীর সংখ্যা কত?

উত্তর : দশজন সাহাবী। যেমন- চার খোলাফায়ে রাশেদা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

এছাড়া মু'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ)-ও কুরআনের জ্ঞানে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খন্ড, পৃ: ১০৪)*।

প্রশ্ন : ১১০। তাবেয়ীনদের মধ্যে কারা তাফসীর শাস্ত্রবিশারদ হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন?

উত্তর : ইমাম হাসান বসরী (রঃ), আলকামাহ (রঃ), আতা ইবনে আবী রাবাহ্, যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) প্রমুখ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১১১। সাহাবিগণের পর কোন্ খলীফার মুখে রাত-দিন কুরআন উচ্চারিত হতো?

উত্তর : হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)। (৯৯ থেকে ১০১ হিজরী)।

প্রশ্ন : ১১২। কোন্ খলীফা তাবিয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে অনুরোধ করে তাফসীর লিখিয়েছিলেন।

উত্তর : খলীফা আবদুল মালেক খিলাফতের পূর্বে দিবারাত্র কুরআন তিলাওয়াতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। খিলাফত লাভের পর, সে রুটিন তিনি রক্ষা করে চলতে পারেননি। কিন্তু সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ)-কে দিয়ে তিনি তাফসীর লিখিয়েছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ: ১১৭)

প্রশ্ন : ১১৩। কোন্ খলীফা প্রত্যহ একবার কুরআন খতম করতেন, এক হাজার দীনার দান করতেন, আর ১০০ রাক'আত নফল নমায আদায় করতেন?

উত্তর : ওলীদ ইবনে আবদুল মালিক (হিজরী ৭৬ মুতাবিক ৭০৫ খ্রীঃ হিজরী ৯৬-৭১৩ খ্রীঃ)। (তারিখে, ابن جرير الطبرى ৫ম খন্ড ৫২৭১, তারিখে ইসলাম কামিল, ১ম খন্ড, পৃ: ৪০৩)।

প্রশ্ন : ১১৪। কোরআনে আল্লাহর গুণবাচক নাম কোথায় এবং কতবার এসেছে?

উত্তর : কোরআনে আল্লাহর সিফাতি (গুণবাচক) নাম বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। যেমন-

১. الرحمن (দয়াময়)-৫৭ বার এসেছে। সূরা ফাতিহা-১, ৩, সূরা বাকারা-১৬৩, আর রা'দ-৩০, ইস্‌রা (সূরা বনী ইসরাঈল)-১১০, মারইয়াম-১৮, ২৬, ৪৪, ৪৫, ৫৮, ৬১, ৬৯, ৭৫, ৭৮, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৬, ত্বাহা-৫, ৯০, ১০৮, ১০৯, আম্বিয়া-২০, ২৬, ৪২, ১১২, আল্ ফুরকান-২৬, ৫৯, ৬০, ৬০, ৬৩, শু'য়ারা-৫, নম্‌ল-৩০, ইয়াসীন-১১, ১৫, ২৩, ৫২, ফুচ্ছিলাত-২, যুখরুফ-১৭, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৬, ৫৫, ৮১, ক্বাফ-৩৩, আর রাহমান-১, আল হাশর-২২, আলমুলক-৩, ১৯, ২০, ২৯, ৩৭, ৩৮।

২. الرحيم (অত্যন্ত দয়ালু)-১১৪ বার এসেছে। ফাতিহা ১, ৩, বাকারা ৩০, ৫৪, ১২৮, ১৪৩, ১৬০, ১৬৩, ১৭৩, ১৮২, ১৯২, ১৯৯, ২১৮, ২২৬, আলু ইমরান-৩১, ৮৯, ১২৯, নিসা-২৫, ২৬, ২৯, ৬৪, ৯৬, ১০০, ১০৬, ১১০, ১২৯, ১৫২, মাঈদা ৩, ৩৪, ৩৯, ৭৪, ৯৮, আন'আম-৫৪, ১৪৫, ৬৫, আ'রাফ-১৫৩, ১৬৭, আন্‌ফাল-৬৯, ৭০, তাওবা-৫, ২৭, ৯১, ৯৯, ১০২,

www.pathagar.com

১০৪, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ইউনুস-১১৭, হূদ-৪১, ৯০, ইউসুফ-৫৩, ৯৮, ইব্রাহীম-৩৬, আল্ হিজর-৪৯, লাহাব-৭, ১৮, ৪৭, ১১০, ১১৫, ১১৯, ইস্‌রা-৬৬, হজ্জ-৬৫, নূর-৫, ২০, ২২, ৩৩, ৬২, শু'য়ারা-৯, ৬৮, ১০৪, ১২২, ১৪০, ১৫৯, ১৭৫, ১৯১, ২১৭, নমল-১১, ৩০, কাসাস-২৬, রূম-৫, সাজদাহ-৬, সাবা-২, ইয়াসীন-৫, ৫৮, যুমার-৫৩, ফুচ্ছিলাত-২. ৩২, শূরা-৫, দুখান-৪২, আহক্বাফ-৮, হুজুরাত-৫, ১২, ১৪, তূর-২৮, ৮ হাদীদ-৯, ২৮, মুজাদালা-১২, হাশর-১০, ২২, মুমতাহিনা-৭, ১২, তাগাবুন-১৪, তাহ্‌রীম-১, মুয্‌যাম্মিল-২০, ফুর্‌কান-৬, ৭০, আহ্‌যাব-৫, ২৪, ৪৩, ৫০, ৫৯, ৭৩, ফাতহ্-১৫।

৩. الملك (বাদশাহ্) ঃ ৮ বার এসেছে। ত্বাহা-১১৪, মুমিনূন-১১৬, হাশর-২৩, জুমু'আ-১, নাস-২, ফাতিহা-৩, আলু ইমরান-২৬, যুখরুফ-৭৭।

৪. القدوس (পবিত্র) : ২ বার এসেছে। হাশর-২৩, জুমু'আ-১।

৫. السلام (শান্তিময়) : ১ বার এসেছে। হাশর-২৩।

উল্লেখ্য, سلام শব্দ আল-কুরআনে মোট ২৩ বার এসেছে। ২২ জায়গায় এসেছে শান্তি বোঝানোর জন্য। ১ বারই অর্থাৎ সূরা হাশরের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহর সিফাতি নাম বোঝানোর জন্য এসেছে।

৬. المؤمن (নিরাপত্তাদানকারী) : ১ বার এসেছে। হাশর-২৩।
[এছাড়া আরো ১৪ স্থানে এসেছে বিশ্বাসী বান্দা বোঝানোর জন্য]

৭. المهيمن (রক্ষণাবেক্ষণকারী) : ১ বার এসেছে। হাশর-২৩।

৮. العزيز (সর্বশক্তিমান) : ৯৯ বার এসেছে। আল বাকারা-১২৯, ২০৯, ২২০, ২২৮, ২৪০, ২৬০, আলু ইমরান-৪, ৬, ১৮, ৬২, ১২৬, নিসা-৫৬, ১৫৮, ১৬৫, মাঈদা-৩৮, ৯৫, ১১৮, আনফাল-১০, ১৯, ৬৩, ৬৭. তাওবা-৪০, ৭১, হূদ-৬৬, ৯৪, ইউসুফ-৩০, ৫৪, ৭৮, ৮৮, ইব্রাহীম-১, ৪, ২০, ৪৭, নাহ্‌ল-৬০, হজ্জ-৪০, ৭৪, শু'য়ারা-৯, ৬৮, ১০৪, ১২২, ১৪০, ১৫৯, ১৭৫, ১৯১, ২১৭, নমল-৯, ৭৮, আনকাবুত-২৬, ৪২, রূম-৫, ২৭, লুক্‌মান-৯, ২৭, সাজদা-৬, সাবা-৬, ফাতির-২, ১৭, ২৮, ইয়াসীন-৫, ৩৮, সোয়াদ-৯, ৬৬, যুমার-১, ৫, ৩৭, গাফির-২, ৮, ৪২, ফুচ্ছিলাত-১২, ৪১, শূরা-৩, ১৯, যুখরুফ-৯. দুখান-৪২,

www.pathagar.com

৪৯, জাসিয়া-২, ৩৭, আহকাফ-২, কামার-৪২, হাদীদ-১, ২৫, মুজাদালা-২১, হাশর-১, ২৩, ২৪, মুমতাহিনা-৫, মক্কা-১, জুমু'আ-১, ৩; তাগাবুন-১৮, মুলক-২, বুরূজ-৮, আহযাব-২৫, ফাত্হ-৩, ৭, ১৯।

৯. الجبار (সর্ব প্রকার ক্ষমতার অধিকারী) : ১ বার এসেছে। হাশর - ২৩।

আল-কুরআনে ৩ স্থানে الجبار এসেছে। শুধুমাত্র সূরা হাশরের ২৩ নং আয়াতে ১ বার আল্লাহর সিফাতি নাম বোঝানোর জন্য এসেছে।

১০. المتكبر (সর্বাপেক্ষা বড়) : ১ বার এসেছে। সূরা হাশর-২৩।

১১. خالق (সৃষ্টিকর্তা) : ৮ বার এসেছে। সূরা আন'আম ১০২, রা'দ-১৬, আল-হিজর-২৮, আল ফাতির-৩, সোয়াদ-৭১, যুমার-৬২, গাফির-৬২, হাশর-২৪।

১২. بديع (আবিষ্কারক) : ২ বার এসেছে। বাকারা-১১৭, আন'আম-১০১।

১৩. قوى (কাবিয়্যু) : শক্তিধর-১১ বার এসেছে। আনফাল-৫২, হূদ-৬৬, হজ্জ-৪০, ৭৪, নমল-৩৯, কাসাস-২৬, গাফির-২২, শূরা-১৯, হাদীদ-২৫, মুজাদালা-২১, আহযাব-২৫।

১৪. البارى (সব আত্মার সৃষ্টিকর্তা) : ১ বার এসেছে। সূরা হাশর-২৪।

১৫. المصور (যাবতীয় আকৃতি-প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা) ঃ ১ বার এসেছে। সূরা হাশর-২৪।

১৬. الغفار (ক্ষমাশীল) : ৪ বার এসেছে। ত্মাহা-৮২, সোয়াদ-৬৬, যুমার-৫, গাফির-৪২।

১৭. القهار (শক্তিময়) : ৬ বার এসেছে। ইউসুফ-৩৯, রা'দ-১৬, ইব্রাহীম-৪৮, সোয়াদ-৬৫, যুমার-৪, গাফির-১৬।

১৮. الوهاب (দাতা) : ৩ বার এসেছে। আলু ইমরান-৮, সোয়াদ-৯, ২৫।

১৯. الرزاق (রুজি ও আহারদাতা) : ১ বার এসেছে। সূরা জারিয়াত-৫৮।

২০. الفتاح (একমাত্র বিজয়দাতা) : ১ বার এসেছে। সূরা সাবা-২৬।

২১. العليم (সর্বজ্ঞ) : ১৪০ বার এসেছে। সূরা বাকারা-২৯, ৩২, ৯৫, ১১৫, ১২৭, ১৩৭, ১৫৮, ১৮১, ২১৫, ২২৪, ২২৭, ২৩১, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৬, ২৬১, ২৬৮, ২৭৩, ২৮২, ২৮৩, আলু ইমরান-৩৪, ৩৫, ৬৩, ৭৩, ৯২, ১১৫, ১১৯, ১২১, ১৫৪, নিসা ১২, ১২৬, ১৭৬, মাঈদা-৭, ৫৪, ৭৬, ৯৭,

আন'আম-১৩, ৮৩, ৯৬, ১০১, ১১৫, ১২৮, ১৩৩, 'আরাফ-১০৯, ১১২, ২০০, আনফাল-১৭, ৪২, ৪৩, ৫৩, ৬১, ৭১, ৭৫, তাওবা-১৫, ২৮, ৪৪, ৪৭, ৬০, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১০৬, ১১০, ১১৫, ইউনুস-৩৬, ৬৫, ৭৯, হূদ ৫, ইউসুফ ৬, ১৯, ৩৪, ৫০, ৫৫, ৭৬, ৮৩, ১০০, হিজর-২৫, ৫৩, ৮৭, নাহল-২৮, ৭০, আম্বিয়া-৪, হজ্জ-৫২, ৫৬, মুমিনূন-৫১, নূর-১৮, ২১, ২৮, ৩২, ৩৫, ৪১, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪, শু'য়ারা-৩৪, ৩৭, ২২০, নমল-৬, ৭৮, আনকাবূত-৫, ৬০, ৬১, রূম-৫৪, লুকমান-২৩, ৩৪, সাবা-২৬, ফাতির-৮, ৩৮, ইয়াসীন-৩৮, ৭৯, ৮১, যুমার-৭, গাফির-২, ফুচ্ছিলাত-১২, ১৩, শূরা-১২, ২৪; ৫০, যুখরুফ-৯, ৮৪, দুখান-৬, হুজুরাত-১, ৮, ১২, ১৬, জারিয়াত-২৮, ৩০, হাদীদ-৩, ৬, মুজাদালা-৭, মুমতাহিনা-১০, জুমু'আ-৭, তাগাবুন-৪, ১১, তাহরীম-২, ৩, আল মুলক-১৩।

২২. عليم (সর্বজ্ঞ) : ২২ বার এসেছে। নিসা-১১, ১৭, ২৪, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৭০, ৯২, ১০৪, ১১১, ১২৭, ১৪৭, ১৪৮, ১৭০, আহযাব-১, ৪০, ৫১, ৫৪, ফাতির-৪৪, ফাতহ-৪১, আন'য়াম-৩০।

২৩. علام (সবচাইতে বেশী জ্ঞানী) : ৪ বার এসেছে। মাঈদা-১০৯, ১১৬, তাওবা-৭৮, সাবা-৪৮।

২৪. القابض (সাহায্যকারী) : সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতে يقبض থেকে القابض নাম নিষ্পন্ন হয়েছে এবং একই আয়াতের الباسط থেকে الباصط শব্দ তৈরী হয়েছে। এটা এসেছে ভিন্ন বানানে।

الباسط (প্রশস্তকারী) : সূরা মাঈদার ২৮ নং আয়াতেও এসেছে الخافض, সূরা ওয়াকিয়া-৩।

২৫. الرافع (উন্নতি দানকারী) : ২ বার এসেছে। আলু ইমরান-৫৫, সূরা ওয়াকিয়া-৩।

২৬. مُذِلّ (অপমানকারী) এবং

২৭. مُعِزّ (সম্মানদানকারী) : এ দু'টি সিফাতি নাম সূরা আলু ইমরানের ২৬ নং আয়াতের تعز ও تذل শব্দ থেকে নিষ্পন্ন।

২৮. السميع (সর্বশ্রোতা) : ৪৩ বার এসেছে। বাকারা-১২৭, ১৩৭, ১৮১, ২২৪, ২২৭, ২৪৪, ২৫৬, আলু ইমরান-৩৪, ৩৫, ৩৮, ১২১, মাঈদা-৭৬,

www.pathagar.com

আন'আম-১৩, আ'রাফ-২০০, আনফাল-১৭, ৪২, ৫৩, ৬১, তাওবা-৮, ১০৩, ইউনুস-৬৫, হূদ-২৪, ইউসুফ-৩৪, ইব্রাহীম-৩৯, ইসরা-১, আম্বিয়া-৪।

২৯. سميع (শ্রোতা) : ১৬ বার এসেছে। হজ্জ-৬১, ২৫, নূর-২১, ৬০, শু'য়ারা-২২০, 'আনকাবুত-৫, ৬০, লুকমান-২৮, সাবা-৫০, গাফির-২০, ৫৬, ফুচ্ছিলাত-৩৬, শূরা-১১, দুখান-৬, হুজুরাত-১, মুজাদালা-১। سميعا ৪ বার এসেছে। নিসা-৫৮, ১৩৪, ১৪৮, ইনসান-২।

৩০। بصير (সর্বদর্শী) : ৩৬ বার এসেছে। বাকারা ৯৬, ১১০, ১৩৩, ২৩৭, ২৬৫, আলু ইমরান-১৫, ২০, ১৫৬, ১৬৩, মাঈদা-৭১, আন'আম-৫০, আনফাল-৩৯, ৭২, হূদ-২৪, ১১২, রা'দ-১৬, ইসরা-১, হজ্জ-৬১, ৭৫, লুকমান-২৮, সাবা-১১, ফাতির-১৯, ৩১, গাফির-২০, ৪৪, ৫৬, ৫৭, ফুচ্ছিলাত-৪০, শূরা-১১, ২৭, হুজুরাত-১৮, হাদীদ-৪, মুজাদালা-১, মুমতাহিনা-৩, তাগাবুন-২, আল মুল্ক-১৯।

بصيرا ১৫ বার এসেছে। নিসা-৫৮, ১৩৪, ইউসুফ-৯৩, ৯৬, ইসরা-১৭, ৩০, ৯৬, ত্বাহা-৩৫, ১২৫, ফুরকান-২০, আহযাব-৯, ফাতির-৪৫, ফাতহ-২৪, ইনসান-২৪, ইনশিকাক-১৫।

৩১. الحكيم (মঙ্গলময়) : আল-কুরআনের সূরা 'আরাফের ৮৭ আয়াত, ইউনুসের ১০৯ আয়াত ও ইউসুফের ৮০ আয়াত-এ রয়েছে الحاكمين। এবং সূরা হূদের ৪৫ ও সূরা তীনের ৮ নং আয়াতে আছে احكم الحاكمين –এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে আল্লাহর সিফাতি নাম الحكيم।

৩২. العدل (ন্যায় বিচারকারী) : ১৪ বার এসেছে। সূরা বাকারা ৪৭, ১২৩, ২৮২, ২৮২, নিসা-৫৮, মাঈদা ৯৫, ৯৫, ১০৬, আন'আম-৭০, ১১৫, নাহল-৭৬, ৯০, হুজুরাত-৯, তালাক-২।

৩৩. اللطيف (সূক্ষ্ম দয়ালু) ঃ ৭ বার এসেছে। সূরা আন'আম-১০৩, ইউসুফ-১০০, হজ্জ-৬৩, লুকমান-১৬, শূরা-১৯, আল মুলক-১৪, আহযাব-৩৪।

৩৪. الخبير (সবকিছুই জানেন) ঃ ৩৩ বার এসেছে। বাকারা-২৩৪, ২৭১, আলু ইমরান-১৫৩, ১৮০, মাঈদা-৮, আন'আম-১৮, ৭৩, ১০৩, তাওবা-১৬, হূদ-১, ১১১, হজ্জ-৬৩, নূর-৩০, ৫৩, নমল-৮৮, লুকমান-১৬, ২৯, ৩৪, সাবা-১,

www.pathagar.com

ফাতির-১৪, ৩১, শূরা-২৭, হুজুরাত-১৩, হাদীদ-১০, মুজাদিলা-৩, ১১, ১৩, হাশর-১৭, মুনাফিকূন-১১, তাগাবুন-৮, তাহরীম-৩, আল-মুলক-১৪, আল আদিয়া-১১।

خبير ১২ বার এসেছে। নিসা-৩৫, ৯৪, ১২৮, ১৩৫, ইসরা ১৭, ৩০, ৯৬, ফুরকান-৫৮, ৫৯, আহযাব-২, ৩৪, ফাতহ-১১।

৩৫. الحليم (অত্যন্ত সহিষ্ণু) : ১৫ বার এসেছে। বাকারা-২২৫, ২৩৫, ২৬৩, আলু ইমরান-১৫৫, নিসা-১২, মাঈদা-১০১, তাওবা-১১৪, হূদ-৭৫, ৮৭, হজ্জ-৫৯, সাফফাত-১০৪, তাগাবুন-১৭, ইসরা-৪৪, আহযাব-৫৪, ফাতির-৪১।

৩৬. العظيم (অতিমহান) : ১০৭ বার এসেছে। বাকারা-৭, ৪৯, ১০৫, ১১৪, ২৫৫, আলু ইমরান-২৪, ১০৫, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, নিসা-১৩, মাঈদা-৯, ৩৩, ৪১, ১১৯, আন'আম-১৫, আনফাল-২৭, ২৯, ৬৮, আ'রাফ-৫৯, ১১৬, ১৪৪, তাওবা-২২, ৬৩, ৭২, ৭৯, ১০০, ১০১, ১১১, ১২৯, ইউনুস-১৫, ৬৪, ইউসুফ-২৮, ইব্রাহীম-৬, আল-হিজর-৮৭, নহল-৯৪, ১০৬, মারইয়াম-৩৭, আম্বিয়া-৭৬, হজ্জ-১, মুমিনূন-৮৬, নূর-১১, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩, শু'য়ারা-৬৩, ১৩৫, ১৫৬, ১৮৯, নমল-২৩, ২৬, কাসাস-৭৯, লুকমান-১৩, সাফ্ফাত-৬০, ৭৬, ১০৭, ১১০, সোয়াদ-৬৭, যুমার-১৩, ফাতির-৯, ফুচ্ছিলাত-৩৫, শূরা-৪, যুখরুফ-৩১, দুখান-৫৭, জাসিয়া-১০, আহকাফ-৩১, হুজুরাত-৩, ওয়াকিয়া-৪৬, ৭৪, ৭৬, ৯৬, হাদীদ-১২, ২১, ২৯, ছাফ-১২, জুমু'আ-৪, তাগাবুন-৯, ১৫, কলম-৪, হাক্কাহ-২৩, ৫২, নাবা-২, মুতাফফিফীন-৫।

৩৭. عظيما (সুমহান) ঃ ২২ বার এসেছে। নিসা-২৭, ৪০, ৪৮, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৯৩, ৯৫, ১১৩, ১১৪, ১৪৬, ১৫৬, ১৬২, আহযাব-৪, ২৯, ৩৫, ৫৩, ৭১, ফাতহ ৫, ১০, ২৯, ফাতির-৪১, ফাতহ-১৪।

৩৮. الغفور (ক্ষমাশীল) ঃ ৮৮ বার এসেছে। বাকারা-১৭৩, ১৮২, ১৯২, ১৯৯, ২১৮, ২২৫, ২২৬, ২৩৫, আলু ইমরান-৩১, ৮৯, ১২৯, ১৫৫, নিসা-২২, ২৫, ৪৩, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০২, ১১০, ১২৯, ১৫২, মাঈদা-৩, ৩৪, ৩৯, ৭৪, ৯৮, ১০১, আন'আম-৫৪, ১৪৫ ১৬৫, আ'রাফ-১৫৩, ১৬৭, আনফাল-৬৯, ৭০, তাওবা-৫, ২৭, ৯১, ৯৯, ১০২, ইউনুস-১০৭, হূদ-৪১, ইউসুফ-৫৩, ৯৮, ইব্রাহীম-৩৬, আল হিজর-৪৯, আন্ নাহল-১৮, ১১০, ১১৫, ১১৯, কাহাফ-৫৮, হজ্জ-৬০, নূর-৫, ২২, ৩৩, ৬২, নমল-১১, সাবা-২, ১৫, ফাতির-১৮, ৩০, ৩৪,

www.pathagar.com

মু'মিন-৫৩, ফুচ্ছিলাত-৩২, শূরা-৫, ২৩, আহকাফ-৮, হুজুরাত-৫, ১১, হাদীদ-২৮, মুজাদালা-২, ১২, মুমতাহিনা-৭, ১২, তাগাবুন-১৪, তাহরীম-১, আল মুলক-২, মুয্যাম্মিল-২০, বুরূজ-১৪, ইসরা-২৫, ৪৪, ফুরকান-৬, ৭০, আহযাব-৫, ২৪, ৫০, ৫৯, ৭৩।

৩৯. الغفور (ক্ষমাশীল) ঃ ৫ বার এসেছে। ত্বাহা-৭২, ছোয়াদ-৬৬, যুমার-৫, গাফির-৪২, নূহ-১০।

৪০. الشكور (সমাদরকারী) : ৯ বার এসেছে। ইব্রাহীম-৫, লুকমান-৩১, সাবা-১৩, ১৯, ফাতির-৩০, ৩৪, শূরা-২৩, ৩৩, তাগাবুন-১৭।

৪১. العلى (অতিমহান) : ৮ বার এসেছে। বাকারা-২৫৫, হজ্জ-১২, লুকমান-৩০, সাবা-২৩, গাফির-১২, শূরা-৪, ৫১, যুখরুফ-৪।

৪২. الكبير (অতিবড়) : ১৩ বার এসেছে। বাকারা-২১৭, ২১৯, আনফাল-৭৩, হূদ-৩, ১১, রা'দ-৯, হজ্জ-৬২, কাসাস-২৩, লুকমান-৩০, সাবা-২৩, ফাতির-৭, ৩২, গাফির-১২।

৪৩. المقدم (উন্নতিদাতা) : ৪৪ বার এসেছে। বাকারা-১০৭, ১২০, ২৫৭, ২৮২, আলু ইমরান-৬৮, ১২২, আল আন'আম-৫১, ৭০, ১৪, তাওবা-৭৪, ১১৬, রা'দ-৩৭, আল-ইসরা-১১৪, ৩৩, আল-কাহাফ-২৬, ২৭, আল-আনকাবুত-২২, আস-সাজদা-৪, ফুচ্ছিলাত-৩৪, আশ্‌শূরা-৮, ৯, ২৮, ৩১, ৪৪, আল-জাসিয়া-১৯, আন্ নিসা-৪৫, ৭৫, ৮৯, ১১৯, ১২৩, ১৭৩, মারইয়াম ৫, ৪৫, আল-আহযাব-১৭, ৬৫, আল-ফাতহ-২২, আল-মাঈদা-৫৫, আল-আ'রাফ-১৫৫, ১৯৬, সাবা-৪৪, আন নমল-৪৯, আল-আন'য়াম-১২৭, আন-নাহ্‌ল-৬৩, ইউসুফ-১০৪।

৪৪. المتعالي (উচ্চ হতে উঁচু তিনি) : ১ বার এসেছে। হুবহু এভাবে আল কুরআনে আসেনি, এ শব্দ তৈরী হয়েছে العالى শব্দ থেকে। العالى অর্থ অতি বড়, মহান। এর থেকে متعالى অর্থ সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী।

৪৫. البرّ (পরম উপকারী) : ২ বার এসেছে। আততূর-২৭, ২৮।

৪৬. التواب (কৃপাদৃষ্টিকারী) : ১১ বার এসেছে। আল-বাকারা-৩৭, ৫৪, ১২৮, ১৬০, তাওবা-১০৪, ১১৮, নূর-১০, হুজুরাত-১২, নিসা-১৬, ৬৪, নসর-৩।

www.pathagar.com

৪৭. المنتقم (অপরাধীর শাস্তি বিধানকারী) : ৪ বার এসেছে। আল্ কুরআনের সূরা মাঈদার-৯৫, সূরা আলু ইমরানের-৪, সূরা ইব্রাহীমের-৪৭ ও সূরা যুমারের-৩৭ নং আয়াতে শক্তি দানের মালিক ذو انتقام শব্দ রয়েছে। এর থেকে المنتقم নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ তিনিই শক্তি দানকারী।

৪৮. العفو (ক্ষমাকারী) : ১ বার এসেছে। নিসা-৯৯।

৪৯. الرؤف (স্নেহবান) : ৯ বার এসেছে। সূরা বাকারা-১৪৩, তাওবা-১১৭, ১২৮, নহল-৮, ৪৭, হজ্জ-৬৫, নূর-২০, হাদীদ-৯, হাশর-১০।

৫০. الملك الـمُلك (সমস্ত পৃথিবীর মালিক)-১ বার এসেছে। আলু ইমরান-২৬।

৫১. ذو الجلال و الاكرام (নিজেই সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী এবং অন্যকে সম্মান এবং প্রতিপত্তি দানকারী) : ১ বার এসেছে। আর রহমান-২৭, ৭৮।

৫২. المقسط (ন্যায় বিচারক) : সূরা আরাফের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ قل امر ربى بالقسط -এর থেকে المقسط বা ন্যায় বিচারক নাম নেয়া হয়েছে। সরাসরি المقسط শব্দ আল-কুরআনে নেই।

৫৩. الجامع (সবাইকে একত্রকারী) : ৩ বার এসেছে। আলু ইমরান-৯, ইনসান-৪০, নূর-৬২।

৫৪. الغنى (ধনী) : ২০ বার এসেছে। সূরা বাকারা-২৬৩, ২৬৭, আলু ইমরান-৯৭, আন'আম-১৩৩, ইউনুস-৬৮, ইব্রাহীম-৮, হজ্জ-৬৪, নামল-৪০, আনকাবূত-৬, লুকমান-১২, ২৬, ফাতির-১৫, যুমার-৭, মুহাম্মাদ-৩৮, হাদীদ-২৪, মুমতাহিনা-৬, তাগাবুন-৬, নিসা-৬, ১৩, ১৩৫।

৫৫. الـمـغـنـى (সম্পদদানকারী)- সূরা তাওবার ২৮ নং আয়াতে আছে فسوف يغفر كم الله -এর থেকে المغنى নাম হয়েছে।

৫৬. المانع (নিষেধকারী) : আল-কুরআনের تمنعون – يمنعون ইত্যাদি শব্দ থেকে المانع সিফাতি নাম হয়েছে।

৫৭. الضار (নোক্সানে পতিত করার মালিক)- সূরা আন'আমের ১৭ নং আয়াতে এসেছে। وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو -এর থেকে الضار নাম হয়েছে।

৫৮. النافع (লাভবান করার মালিক) ঃ আল-কুরআনের সূরা ইউনুসের ১০৬ নং আয়াতের ينفعك এবং সূরা হূদের ينفعكم ইত্যাদি শব্দ থেকে النافع নাম হয়েছে।

৫৯. النور (আলোর অধিকারী) : ৩৩ স্থানে আছে। আল্লাহ্‌র নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ১ বার।

نور শব্দটি আল কুরআনে ৩৩ বার আসলেও সব জায়গায় نور থেকে আল্লাহ্‌র সিফাতি নাম বোঝানো হয়নি। সিফাতি নাম বোঝানো হয়েছে শুধু সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতে الله نور السموات و الارض।

৬০. الهادى (পথ প্রদর্শনকারী) : الهادى শব্দ কুরআনে হুবহু না থাকলেও ৫২টি আয়াতের মধ্যে আছে يهدى অর্থাৎ, আল্লাহ হেদায়াত করেন। এর থেকে الهادى বা হেদায়াতকারী শব্দ তৈরী হয়েছে। যে সব আয়াতে يهدى আছে তা নিম্নরূপ। বাকারা-২৬, ১৪২, ২১৩, ২৫৮, ২৬৪, ২৭২, আলু ইমরান-৭৬, ৮৬, আল মাঈদা-১৬, ৫১, ৬৭, ১০৮, আন'আম-৭৭, ১৪৪। يهدى তাওবা-১৯, ২৪, ৩৭, ৮০, ১০৯, ইউনুস-৩৫, ৩৫, ৩৫, ইউসুফ-৫২, রা'দ-২৭, ইব্রাহীম-৪, নাহল-৩৭, ৯৩, ১০৭, ইসরা-৯, হজ্জ-১৬, নূর-৩৫, ৪৬, কাসাস-৫০, ৫৬, রূম-২৯, আহযাব-৪, সাবা-৬, ফাতির-৮, যুমার-৩, ২৩, গাফির-২৮, শূরা-১৩, ৩০, কাহাফ-১০, ৩০, ছাফ-৫, ৭, যুমার-৫, মুনাফিকূন-৬, জ্বিন-২, মুদ্দাচ্ছির-৩১।

৬১. البديع (বিনা নমুনাতে সৃষ্টিকারী) ঃ ২ বার এসেছে। সূরা বাকারা-১১৭, সূরা আন'আম-১০১।

৬২. الباقى (চিরস্থায়ী) : ১ বার এসেছে। সূরা আর রহমানের ২৭ নং আয়াতের ويبقى وجه ربك -এর থেকে باقى নাম হয়েছে।

৬৩. الوارث (উত্তরাধিকারী) : ১ বার এসেছে। বাকারা-২৩৩।

৬৪. الرشيد (আর রাশীদ) : ৩ বার এসেছে। হুদ-৭৮, ৮৭, ৯৭।

৬৫. الصبور (সহনশীল) এবং الستار সরাসরি আল কুরআনে এভাবে নেই। তবে صبار আছে তা থেকে صبور ও ستار নামকরণ হয়েছে।

প্রশ্ন : ১১৫। আল-কুরআনের কতগুলো নামের কথা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : আল-কুরআনের প্রায় ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন -

১. القرآن (আল-কুরআন) আল-আন'আম-১৯, ইউনুস-৩৭, ইউসুফ-৩, বনী ইসরাঈল-৯।

২. رحمت (রহমত) : আল-আন'আম-১৫৭, আল-আ'রাফ-৫২, ২০৩, ইউনুস-৫৭, ইউসুফ-১১১, আন নাহ্‌ল-৬৪, ৮৯।

www.pathagar.com

৩. كتاب (কিতাব) : আল বাকারা-২, আল-আন'আম-৯২০, আন্ নামল-১।

৪. حكمت (হিকমত) : বনী ইসরাঈল-৩৯, আল-আহযাব-৩৪।

৫. هدى (হুদা) : আল-বাকারা-২, ৯৭, ১৮৫, আলু ইমরান-১৩৮, আল-মাঈদা-৪৬, আল-আন'আম-১৫৭, আল-কাসাস-৪৩।

৬. فرقان (ফুরকান) : আল-বাকারা-১৮৫, আল-ইমরান-৪, আল-ফুরকান-১।

৭. مبين (মুবীন) : মাঈদা-১৫, ইউসুফ-১, আল হাজর-১, আশ শু'য়ারা-২, আন-নমল-১।

৮. كريم (কারীম) : আল-ওয়াকিয়া-৭৭।

৯. كلام (কালাম) : আততাওবা-৬, আল-ফাতহ-১৫।

১০. البرهان (বুরহান) : আন্‌নিসা-১৭৪।

১১. نور (নূর) : আন্‌নিসা-১৭৪, আল মাঈদা-১৫, আল আ'রাফ-১৫৭।

১২. شفا (শিফা) : ইউনুস-৫৭, বনী ইসরাঈল-৮২, হা-মীম সাজদা-১।

১৩. موعظت (মাওইজাত) : আলু ইমরান-১৩৮, আল-মাঈদা-৪৬, ইউনুস-৫৭, হূদ-১২০, আন-নূর-৩৪।

১৪. ذكر (জিকর) ঃ আল-হাজর-৯, আন্ নাহল-৪৪, আল-আম্বিয়া-৫০, ইউসুফ-১০৪, আত্‌তালাক-১০।

১৫. مبارك (মুবারক) : আল-আন'আম-৯২, ১৫৫, আল-আম্বিয়া-৫০, সাদ-২৯।

১৬. على (আলিয়্যুন) : সাবা-২৩, আয্‌যুখরুফ-৩।

১৭. حكيم (হাকীম) : আল-মাঈদা-৪৮।

১৮. مهيمن (মুহাইমিন) : আল-মাঈদা-৪৮।

১৯. مصدق (মুসাদ্দিক) : আল-বাকারা-৪১, ৮৯, ৯৭, আল-আন'আম-৯২, আলু ইমরান-৩, ইয়াসীন-২, আল আহকাফ-১২, ৩০।

২০. حبل الله (হাবলুল্লাহ) : আলু-ইমরান-১০৩।

২১. ذكرى (জিকরা) : আল-আ'রাফ-২।

২২. قيوم (কাইয়্যুম) : আল-ফাতাহ-২।

২৩. قول فصل (কাওলে ফাসল) : আত-তারিক-১৩।

২৪. احسن الحديث (আহসানুল হাদীস) : আয্‌যুমার-২৩।

www.pathagar.com

২৫. مثانى (মাসানী) : আল হাজর- ৮৭, আযযুমার-২৩।

২৬. مشابه (মুতাশাবিহ): আযযুমার - ২৩।

২৭. تنزيل (তানযীল) ঃ আশ শু'য়ারা-১৯২, ইয়াসীন-৫, আল-ওয়াকিয়া-৮০।

২৮. روح (রূহ) ঃ আশ্ শূরা-৫২।

২৯. وحى (ওহী) ঃ আল-আম্বিয়া-৪৫, আল-আহযাব-২।

৩০. عربى (আরবী) ঃ ইউসুফ-২, আর্‌রা'দ-৩৭, তাহা-১১৩, আয্‌যুমার-২৮, আয্‌যুখরুফ-৩।

৩১. بصائر (বাসাইর) ঃ আল আন'আম-১০৪, আল-আ'রাফ-২০৩, আল-কাসাস - ৪৩, আল-জাসিয়া-২০।

৩২. بيان (বায়ান) ঃ আলু-ইমরান-১৩৮।

৩৩. (ইলম) ঃ আল-বাকারা-১২০, আলু ইমরান-৬১, আর রা'দ-৩৭।

৩৪. حق (হক্ব) ঃ আল-বাকারা-২৬, ৯১, আল-মাঈদা-৮৪, আল-আন'আম-৬৬, আল-আনফাল-৬, আল-কাসাস-৫৩।

৩৫. هادى (হাদী) : বনী ইসরাঈল-৯, আল-আহকাফ-৩০, আল-জ্বিন-২।

৩৬. عجب (আজাব) ঃ আল-জ্বিন-১।

৩৭. تذكرة (তাজকিরা) ঃ আল-হাক্কাহ-৪৮, আল-মুদ্দাস্‌সির-৪৯, ৫৪, আদ্‌দাহর-৩৯, আল-মুয্‌যাম্মিল-১৯, তাহা-৩।

৩৮. عروة الوثقى (উরওয়াতুল উসকা) ঃ আল-বাকারা-২৫৬।

৩৯. صدق (সিদ্‌ক) ঃ আয্‌যুমার-৩।

৪০. امر (আমর) ঃ আততালাক-৫।

৪১. بشرى (বুশরা) ঃ আল-কামার-৯৭, আন্‌নাহল-৮৯, ১০২, আন্‌নমল-২, আল-আহকাফ-১২।

৪২. عزيز (আযীয) ঃ হা-মী-ম সাজদা-৪২।

৪৩. بلاغ (বালাগ) ঃ ইবরাহীম-৫২, আল-আম্বিয়া-১০৬।

৪৪. قصص (কাসাস) ঃ আলু ইমরান-৬২।

৪৫. اعظم (আজাম) ঃ আল-হাজর-৮৭।

৪৬. بشير (বাশীর) ঃ হা-মীম সাজদা-৪।

৪৭. نذير (নাযীর) ঃ হামীম সাজদা-৪, আল-ফুরকান-১, আন্‌নজম-৫৬।

৪৮. مجيد (মজীদ) ঃ ক্বাফ-১, আল বুরূজ-২১।

৪৯. حكم (হুকম) ঃ আর্‌রা'দ-৩৭।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১১৬। কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে কি পড়ার কথা স্বয়ং কুরআনে ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (نمل : ٩٨)

অর্থাৎ, তুমি কুরআন পড়া আরম্ভ করলে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (নমল : ৯৮)

প্রশ্ন : ১১৭। কুরআন বোঝা এবং মুখস্থ করার ব্যাপারে আল্লাহ কি ঘোষণা দিয়েছেন?

উত্তর : সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (قمر : ١٧)

অর্থাৎ, আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

প্রশ্ন : ১১৮। কুরআনের প্রথম পাঠশালার ছাত্র ছিলেন কারা?

উত্তর : আসহাবে সুফ্‌ফাহ (রাঃ)।

কুরআনের অলৌকিকত্ব

প্রশ্ন : ১। আসমানী কিতাবের মধ্যে কোন্ কিতাব অদ্যাবধি সব দিক থেকে সংরক্ষিত আছে এবং তার মধ্যে কোন ধরনের তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি হতে পারেনি?

উত্তর : কুরআন।

প্রশ্ন : ২। কুরআন পৃথিবীর বুকে মানুষের কি মর্যাদা নির্ণয় করেছে?

উত্তর : কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে ঃ মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ সৃষ্টির সময় ফিরিশতাদের মাঝে ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ انى جاعل فى الارض خليفة (بقرة : ٣٠)

প্রশ্ন : ৩। কুরআন সে-সব মানুষকে কি বলে সম্বোধন করেছে– যাঁদের বনী আদমের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে?

উত্তর : নবী ও রাসূল।

প্রশ্ন : ৪। কুরআনে খাতামুন্‌নাবিয়্যীন কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর : হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-কে।

প্রশ্ন : ৫। কুরআন 'দ্বীন'-এর পরিপূর্ণতার সুসংবাদ দিয়েছে কোন্ আয়াত দ্বারা?

উত্তর : اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا .

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৬। আজো কুরআন যেভাবে তিলাওয়াত করা হয়– এটা কে শিখিয়েছেন?

উত্তর : স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) এভাবেই তিলাওয়াত করতেন এবং অদ্যাবধি এভাবেই সংরক্ষিত বা অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রশ্ন : ৭। বিশ্বে সবচাইতে পঠিত গ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর : কুরআন।

প্রশ্ন : ৮। পৃথিবীতে সব সময় পঠিত হয়– এমন গ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর : কুরআন শরীফ। বিভিন্ন দেশে দিন-রাতের সময় ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও না কোথাও কুরআন তিলাওয়াত হতে থাকে। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত হয় এবং কুরআনের হুকুম-আহকামের তাবলীগও হয়।

প্রশ্ন : ৯। বিশ্বের কোন্ গ্রন্থ প্রতি বছর নির্দিষ্ট মাসে সম্পূর্ণ পড়া হয়?

উত্তর : কুরআন। রমযান মাসে তারাবীহ্ নামাযে অন্তত একবার খতম করা হয়।

প্রশ্ন : ১০। বিশ্বের কোন্ গ্রন্থের পঠনরীতি, শব্দ, বাক্য বিন্যাস ইত্যাদি হুবহু আজো বিদ্যমান?

উত্তর : কুরআন।

প্রশ্ন : ১১। বিশ্বের কোন্ গ্রন্থটি অবতীর্ণ থেকে অদ্যাবধি তার সমতুল্য কোন একটি সূরা বা আয়াত উপস্থাপনের চ্যালেঞ্জ করা হলেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস কারো হয়নি?

উত্তর : কুরআন।

প্রশ্ন : ১২। পৃথিবীতে উপমাহীন হওয়ার চ্যালেঞ্জসম্বলিত গ্রন্থের নাম কি?

উত্তর : কুরআন।

প্রশ্ন : ১৩। সে গ্রন্থের নাম কি যা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন?

উত্তর : কুরআন।

প্রশ্ন : ১৪। কুরআনের বিষয়বস্তু কি?

উত্তর : মানুষ।

প্রশ্ন : ১৫। কুরআনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : মানুষের হেদায়াত ও পথপ্রদর্শন। তবেই, মানুষ দুনিয়াতে ও আখিরাতে মুক্তি পাবে।

প্রশ্ন : ১৬। কুরআনের জন্য খোদ এ গ্রন্থে কি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : কুরআন, ফুরকান, আল-কিতাব, যিকর, নূর, উম্মুল কিতাব, হুদা, মুবীন, মুসাদ্দিক, বুশরা, বুরহান, মীযান ও ইমাম ইত্যাদি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১৭। কুরআন মানুষকে কি ধরনের মানুষরূপে তৈরী করতে চায়?

উত্তর ঃ মু'মিন।

প্রশ্ন : ১৮। কুরআন কি ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়?

উত্তর : কুরআনের আলোকে একটি উপমাযোগ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

প্রশ্ন : ১৯। কুরআনে মানুষের সম্মান ও মর্যাদার নিরিখ বলা হয়েছে কাকে?

উত্তর ঃ তাকওয়া বা খোদাভীতিকে।

প্রশ্ন : ২০। কুরআনে উম্মুল খাবায়েস বা সব অপকর্মের মূল বলা হয়েছে কাকে?

উত্তর : মদকে।

প্রশ্ন : ২১। কুরআন মানুষের যোগ্যতাকে কিভাবে দেখেছে?

উত্তর : মানুষকে বার বার চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়ে।

প্রশ্ন : ২২। কুরআনের আয়াতের দুটো শ্রেণী কি কি?

উত্তর : মুহকামাত বা স্পষ্ট আয়াত ও মুতাশাবিহাত বা অস্পষ্ট আয়াত।

প্রশ্ন : ২৩। কুরআনের মূল ভিত্তি কি ধরনের আয়াতে?

উত্তর : মুহকামাত বা সহজবোধ্য আয়াতে।

প্রশ্ন : ২৪। কুরআনের মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের পিছু নেয় কোন্ ধরনের লোক?

উত্তর : এ ধরনের লোক সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনেই ঘোষিত হয়েছে ঃ

"যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা আল্লাহ্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবিহাত-এর পেছনে লেগে থাকে এবং এর অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকাপোক্ত লোক তারা বলে ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি; এটা সব সময়ই আমাদের খোদার পক্ষ হতে এসেছে।" (সূরা আলু ইমরান ঃ আয়াত ৭)।

প্রশ্ন : ২৫। কুরআনে হুযূর (সাঃ)-এর জিম্মাদারদের সম্পর্কে কি ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

১. কুরআন তিলাওয়াত করা, ২. তাযকিয়ায়ে নফ্স করা, ৩. জ্ঞান (কিতাব) বিজ্ঞানের তালীম দেয়া। (সূরা আলু ইমরান ঃ আয়াত ১৬৪)

প্রশ্ন : ২৬। কুরআন হুযূর (সাঃ)-এর কথাকে কার কথা বলেছে?

উত্তর : আল্লাহর কথা বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমন- সূরা নাস-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় :

"(এ নবী) নিজের (নফসের) মনগড়া কথা বলেন না, তার কথাই তাওহীদ।"

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ২৭। কুরআন সম্পর্কে মহাকবি ইকবালের প্রসিদ্ধ বক্তব্য কি?

উত্তর : পৃথিবীতে সবচাইতে অত্যাচারিত গ্রন্থ হচ্ছে কুরআন। কেননা, মুসলমানরা এটিকে না বুঝে-শুনেই অধ্যয়ন করে।

প্রশ্ন : ২৮। কুরআনে এমন কোন্ কোন্ বস্তুর নাম উপমা হিসেবে বিবৃত হয়েছে- যেগুলোকে মানুষ নিকৃষ্ট মনে করে?

উত্তর : মশা, মাছি, মধু মক্ষিকা, কুকুর ও মাকড়শার ঘর ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ২৯। কুরআন নিজেকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ হবার দাবী কোন্ আয়াত দ্বারা করেছে?

উত্তর : সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত দ্বারা-

"আমার এ বান্দার ওপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ জেগে থাকে তা হলে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। এ জন্য তোমরা সব সমর্থক ও একমতের লোকদের একত্র কর, এক আল্লাহ ভিন্ন আর যার যার সাহায্য চাও তা প্রমাণ কর, তোমরা সত্যবাদী হলে এটা অবশ্যই করে দেখাবে। কিন্তু তোমরা যদি তা না কর নিশ্চয়ই তা কখনো করতে পারবে না, তবে সে আগুনকে তোমরা ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা সত্যদ্রোহী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করা হয়েছে।"

উল্লেখ্য, এ চ্যালেঞ্জ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

প্রশ্ন : ৩০। কুরআনে আসমানের সংখ্যা কতটি ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : সাতটি।

প্রশ্ন : ৩১। কুরআনে যমীনের সংখ্যা কত ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে শুধুমাত্র যমীন শব্দটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কোন বহুবচন কুরআনে নেই।

প্রশ্ন : ৩২। কুরআনে শয়তানের জন্য কোন্ কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : ইবলীস ও আশশাইতান।

প্রশ্ন : ৩৩। কুরআন ইবলীসকে কোন্ ধরনের সৃষ্টি বলে ঘোষণা দিয়েছে?

উত্তর : ইবলীস হচ্ছে জ্বিন।

প্রশ্ন : ৩৪। কুরআন কাকে মানুষের শত্রু বলে আখ্যা দিয়েছে?

উত্তর : শয়তানকে। যেমন- সূরা বাকারার ৩৬ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ঃ "তোমরা একে অপরের শত্রু"।

প্রশ্ন : ৩৫। কুরআনে বনী ইসরাঈলের নামে সম্বোধিত গোত্র কার বংশধর?

উত্তর : হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর। তাঁকে আল্লাহ ইসরাঈল লকবে ভূষিত করেছেন। ইসরাঈল মানে হচ্ছে আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৩৬। কুরআন পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের জন্য ইবাদাতের মধ্য থেকে কোন্ কোন্‌টি ফরজ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে?

উত্তর : নামায ও যাকাত। (সূরা বাকারা : আয়াত ৪২)

প্রশ্ন : ৩৭। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : আল্লাহ্ পাক এক গোত্রকে পানাহারের জন্য এমন খাদ্য দিয়েছেন যা অন্য কোন জাতির ভাগ্যে জোটেনি– সে গোত্র এবং সে খাদ্যের নাম কি?

উত্তর : গোত্রের নাম 'বনী ইসরাঈল'– খাদ্যের নাম 'মান্না ও সাল্ওয়া'।

প্রশ্ন : ৩৮। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, একটি বংশের কিছু লোককে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য বাঁদরে রূপান্তরিত করা হয়েছিলো, সে কওমের নাম কি?

উত্তর : এ কওমের নাম ছিলো বনী ইসরাঈল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সপ্তায় এক দিন মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা প্রকাশ্যভাবেই হুকুম অমান্য করে। এ জন্য আজাব স্বরূপ আল্লাহ্ পাক তাদের বাঁদরে রূপান্তরিত করেন।

প্রশ্ন : ৩৯। কুরআনে এমন দু' ফিরিশতার নাম ঘোষিত হয়েছে– যারা মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিতেন যদ্বারা জ্ঞানার্জনকারী কাফির বনে যেতো। তাদের নাম এবং সে ইলমের নাম কি?

উত্তর : ফিরিশতা দু'জনের নাম হলো – ১. হারূত ও ২. মারূত। এরা বাবেল শহরে যাদু শিক্ষা দিতেন। শেখানোর পূর্বে মানুষকে সতর্ক করে বলতেন :

"দেখো! আমরা একটি পরীক্ষা মাত্র। তোমরা কুফরে জড়িয়ে পড়ো না।"

(সূরা বাকারা : আয়াত ১৫২)।

প্রশ্ন : ৪০। কুরআনে এমন দু'টি কওমের ঘোষণা রয়েছে– যার মধ্যে একটি নিমজ্জিত হচ্ছিলো এবং দ্বিতীয়টি প্রতিপক্ষকে দেখছিলো– এ দুটো দল বা সম্প্রদায়ের নাম কি?

উত্তর : নিমজ্জিতপ্রায় দল হলো ফেরাউনের বাহিনী, আর তাদের দেখছিলো বনী ইসরাঈলরা।

প্রশ্ন : ৪১। কুরআন নির্দিষ্ট একটি দিনকে ভয় করার জন্য বার বার তাকিদ দিয়েছে– কোন্ দিনটি?

উত্তর : কিয়ামতের দিন। যেমন- ঘোষিত হয়েছে ঃ

"তোমরা ভয় কর সেদিনটি যখন কেউ কারো এক বিন্দু উপকারে আসবে না,

www.pathagar.com

কারো কাছ থেকে কোন 'বিনিময়' গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবে না, আর পাপীরা কোন দিক দিয়েও বিন্দুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১২৩)

প্রশ্ন : ৪২। কুরআনে হুজুর (সাঃ)-কে সম্বোধন করার জন্য মুমিনদের راعنا (রাইনা) না বলে অন্য একটি শব্দ বসিয়ে দেয়া হয়েছে– শব্দটি কি?

উত্তর : انظرنا (উনজুরনা) অর্থাৎ, আমাদের দিকে তাকান। এটি সূরা বাকারার ১০৪ নং আয়াতে সন্নিবেশিত আছে।

প্রশ্ন : ৪৩। সে গ্রন্থের নাম কি? যে গ্রন্থ মানব জাতির চিন্তা-চেতনা, চরিত্র-মাধুর্য, কৃষ্টি-কালচার এবং জীবন পরিচালনার উপায়-উপাদান ও উপকরণের ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর : কুরআনে মাজীদ।

প্রশ্ন : ৪৪। সে গ্রন্থের নাম কি? যে গ্রন্থে বিশ্বচরাচরের প্রারম্ভ এবং শেষ ও এর মধ্যকার সমুদয় জিনিসের হাকীকত বর্ণনা রয়েছে।

উত্তর : কুরআনে মজীদ।

প্রশ্ন : ৪৫। সে গ্রন্থের নাম কি? যে গ্রন্থ পেশকারী সে গ্রন্থের ওপর স্বয়ং আমল করেছেন আর তিনিই জীবন্ত ব্যাখ্যা।

উত্তর : এ গ্রন্থের নাম হচ্ছে কুরআন। এ গ্রন্থ পেশকারী হুজূর (সাঃ) স্বয়ং এ গ্রন্থের জীবন্ত ব্যাখ্যা ছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৬। কুরআনে কারীমে আল্লাহর সন্তুষ্টির এ ঘোষণা কাদের জন্য : "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি, এটাই হচ্ছে বড় সফলতা"।

উত্তর : সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর জন্য।

প্রশ্ন : ৪৭। কুরআনে সফলতা লাভের কি পন্থা ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : "সফলতা অর্জন করেছে সে-সব লোক যারা পবিত্রতা অর্জন করেছে আর স্বীয় প্রতিপালকের নাম আত্মস্থ করেছে, অতঃপর নামায পড়েছে, কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও- অবশ্য পারলৌকিক জীবনই উত্তম এবং স্থায়ী।"

(সূরা আল-আ'লা ঃ আয়াত ১৪-১৭)

প্রশ্ন : ৪৮। কুরআনে আত্মার প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা অর্জনের কি পন্থা বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : الا بذكر الله تطمئنّ القلوب "সাবধান! আত্মার প্রশান্তি আল্লাহর স্মরণের মধ্যে"। অর্থাৎ, আল্লাহকে স্মরণ করো, তবেই আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৪৯। চিন্তা এবং ভয় থেকে মুক্তির জন্য কুরআনে কোন্ চিকিৎসার কথা ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم و لاهم يحزنون

"যে-সব লোক বলেছে যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু আর একথার ওপরই সুদৃঢ় থাকলে তাদের না কোন ভয় আছে, আর না আছে চিন্তা।"

প্রশ্ন : ৫০। কুরআন সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে কোন্ হাকীকতের ঘোষণা দিয়েছে?

উত্তর : "তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ছেলে-মেয়ে একটি পরীক্ষা, আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার আল্লাহর কাছে।" (আত্তাগাবুন : ১৫)

প্রশ্ন : ৫১। যে-সব লোক পৃথিবীতে আল্লাহর আয়াতের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদের সম্পর্কে কুরআন কি বলেছে?

উত্তর : "যারা পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে আছে, পরকালেও তারা অন্ধই থাকবে, বরং সঠিক পথ পেতে তারা অন্ধের চেয়েও বেশি ব্যর্থ।" (অর্থাৎ, পরকালে তারা সফলকাম হবে না)। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৭২)

"বস্তুত আঁখিযুগল অন্ধ নয়, বরং তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে যায় যা বক্ষে রয়েছে।" (সূরা আল হাজ্জ : আয়াত ৪২)

প্রশ্ন : ৫২। কুরআনে মানুষের এমন দলের নাম ঘোষিত হয়েছে, যাদের ওপর আল্লাহ শয়তানকে বিজয়ী করে দেন, কিন্তু তারা নিজকে বিজয়ী জানে- এমন লোক কারা?

উত্তর : "যে-সব লোক মেহেরবান আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকে আমি তাদের ওপর শয়তানকে বিজয়ী করে দেই, আর তারা তার বন্ধু বনে যায়। এসব শয়তান এমন লোককে সঠিক পথে আসা থেকে বিরত রাখে, আর তারা তাদের সম্পর্কে মনে করে যে, আমরা ঠিক ঠিকই যাচ্ছি।" (সূরা আযযুখরুফ : আয়াত : ৩৬-৩৭)

প্রশ্ন : ৫৩। কুরআনে পোশাক সম্পর্কে কি ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : "হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করছি যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবত লোকেরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।" (আ'রাফ : ২৬-২৭)

প্রশ্ন : ৫৪। কুরআন ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিভাবে, আর ধৈর্যের ফলাফল কি

www.pathagar.com

বলা হয়েছে?

উত্তর : "আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনশন, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য্য অবলম্বন করে এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে আমরা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে; আল্লাহর রহমত তারা লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথগামী।"

(সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫-৫৭)

প্রশ্ন : ৫৫। কুফরীর রাস্তা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে কুরআনে কি ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : "যারা কুফরীর আবরণ অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের উপর আল্লাহর ফেরেশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ পড়বে; এ অভিশপ্ত অবস্থায়ই তারা সব সময় লিপ্ত হয়ে থাকবে, না তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে, আর না তাদেরকে এ থেকে মুক্তি লাভের কোন অবসর দেয়া হবে।"

(সূরা বাকারা : আয়াত ১৬১-১৬২)

প্রশ্ন : ৫৬। বিভ্রান্তদের আল্লাহর নিদর্শনাবলী শোনানো হলে (কুরআনের শব্দাবলী দ্বারা) তারা কি উত্তর দেয়?

উত্তর : "তাদেরকে যখনই আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুসরণ করতে বলা হয় তখনই তারা উত্তরে বলে ঃ আমরা তো সে পন্থারই অনুসরণ করবো আমাদের বাপ-দাদাদের যে পন্থার অনুসারী পেয়েছি। তাদের বাপ-দাদাগণ যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ নাও করে থাকে এবং সঠিক পথে নাও চলে থাকে তবুও কি এরা তাদের (বাপ-দাদাদের)-ই অনুসরণ করতে থাকবে?"(সূরা বাকারা : আয়াত ১৭০)

প্রশ্ন : ৫৭। কুরআনে মদীনা মুনাওয়ারার কি নাম বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : ইয়াসরিব।

প্রশ্ন : ৫৮। সাজদার প্রথম আয়াত এবং দ্বিতীয় আয়াত কোন্ কোন্ পারায় এবং শেষটি কোন্ পারায়?

উত্তর : প্রথম আয়াতে সাজদাহ ৯ম পারায়, দ্বিতীয় আয়াতে সাজদাহ ১৩তম পারায় আর শেষ আয়াতে সাজদাহ হচ্ছে ৩০তম পারায়।

প্রশ্ন : ৫৯। কুরআনে এরাব (যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) কোন্ সাল থেকে সংযোজন করা হয়েছে?

উত্তর : হিজরী ৪৩ সন থেকে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৬০। কুরআনে হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকা ঝড়ের পর কোন স্থানে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : জুদী পাহাড় (যাকে আরায়াটও বলা হয়)। এটি ইরান, তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত।

প্রশ্ন : ৬১। কুরআনে মক্কা মোকাররমার জন্য কি কি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : বাক্কা, ওয়াদীয়ে গায়রু জি যারইন, বালাদিন আমীন।

প্রশ্ন : ৬২। কুরআনে বনী ইসরাঈলদের কাছে একটি পবিত্র সিন্দুকের কথা বর্ণিত হয়েছে। সিন্দুকটিতে কি জিনিস ছিলো?

উত্তর : সিন্দুকের ভেতর আলু মূসা (আঃ) ও আলু হারূন (আঃ)-এর পরিত্যক্ত পবিত্র সম্পদরাজি ছিলো। (সূরা বাকারা : আয়াত ২২৮)

প্রশ্ন : ৬৩। অমুসলিমদের কোন্ গ্রন্থে বারবার কোরআনের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : শিখদের গ্রন্থ 'সাহেবে'।

প্রশ্ন : ৬৪। কোন্ গ্রন্থের কারণে পূর্ববর্তী সমুদয় শরীয়ত মনসুখ বা রহিত হয়ে গেছে?

উত্তর : কুরআনে মাজীদ।

প্রশ্ন : ৬৫। কারা কুরআনে নুকতাসমূহ, এরাব এবং যতিচিহ্ন-এর সাথে সাথে পারাসমূহে চতুর্থাংশ, অর্ধাংশ এবং তৃতীয়াংশের চিহ্ন নির্ণিত করেছেন এবং হরফ বা অক্ষরসমূহ গণনা করেছেন?

উত্তর : উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারোয়ানের নির্দেশে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফী একটি কমিটির সাহায্যে এ কাজ সম্পাদন করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিত্বের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

ইমাম হাসান বসরী (রঃ), মালেক ইবনে দীনার, আবীল আলিয়া আমরীঈ (রঃ), রাশেদ আল ইমাদী, আবী নসর মুহাম্মাদ ইবনে আসেম আল-লাইসী, আসেম ইবনে মাইমুন আল-জা'দারী ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার (রঃ)।

প্রশ্ন : ৬৬। কুরআনের আয়াত সর্বাগ্রে কে গণনা করেছেন?

উত্তর : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। তিনি সমগ্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যা গণনা করেছেন ৬৬৬৬।

প্রশ্ন : ৬৭। কুরআনকে কুরাইশদের ভাষায় কে একত্রিত করেছেন?

উত্তর : আমিরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৬৮। কুরআনে কোন সাহাবীর নাম এসেছে কি?

উত্তর : শুধুমাত্র যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)-এর নাম এসেছে (সূরা আহযাবে)।

প্রশ্ন : ৬৯। কুরআনে হুযূর (সাঃ)-এর কোন নিকটাত্মীয়ের নাম এসেছে?

উত্তর : আবু লাহাবের নাম ঘোষিত হয়েছে। তিনি হুযূর (সাঃ)-এর আপন চাচা এবং জানি দুশমন ছিলেন্ন।

প্রশ্ন : ৭০। কুরআনে কিছু কিছু পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মার নাম বা তাদের কুনিয়াত আলোচিত হয়েছে, তাদের নাম কি?

উত্তর : আদম (আঃ)-এর ছেলে, নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য ছেলে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাই, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা আযর, আযীযে মেসের, কারুন, হামান, ফিরাউন, সামেরী, তালুত, জালূত, ইমরান।

প্রশ্ন : ৭১। কুরআনে এমন কোন্ নবীর নাম এসেছে, যাঁর তিন পুরুষ নবী ছিলেন?

উত্তর : হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর নাম। তাঁর ছেলে হযরত ইসহাক (আঃ) নবী ছিলেন, তাঁর নাতী হযরত ইয়াকুব (আঃ) নবী ছিলেন, তাঁর প্রপৌত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) নবী ছিলেন। অর্থাৎ, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (আঃ)।

প্রশ্ন : ৭২। কুরআনে কতিপয় মহিলার কথা এসেছে। তাঁদের নাম বা কুনিয়াত কি?

উত্তর : আযীযে মেসেরের স্ত্রী, ফিরআউনের স্ত্রী, মূসা (আঃ)-এর মাতা, মূসা (আ:)-এর বোন, হারূন (আঃ)-এর বোন, হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর মেয়েরা এবং আবূ লাহাবের স্ত্রী।

প্রশ্ন : ৭৩। কুরআনে এমন কোন্ নবীর কথা এসেছে, যাঁকে তাঁর মায়ের নামে ডাকা হয়েছে?

উত্তর : হযরত ঈসা (আঃ)। যাঁকে বলা হয়েছে "ঈসা ইবনে মারইয়াম"।

প্রশ্ন : ৭৪। কুরআনে যে-সব কওমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে, সে-সব জাতির সংক্ষিপ্ত তালিকা কি?

উত্তর : আদ, সামুদ, সাবা, মাজুস, সাইবীন, আসহাবুল আইকাহ, আসহাবুল হাজার, আসহাবুর রাস, ইরিমা জাতি ইমাদ, আসহাবুল উখদুদ, আসহাবুল কারইয়াহ, আসহাবুল কাহফি ওয়ার রাকীম, বনী ইসরাঈল, আস-হাবুস্ সাবতি, আহলে কিতাব, ইয়াহুদ ওয়া নাসারা, ইয়াজুজ-মাজুজ, আসহাবুল ফীল ও কুরাইশ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৭৫। কুরআনের বুনিয়াদি শিক্ষা কি?

উত্তর : ঈমান এবং তার প্রতি আহবান। যথা- তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন : ৭৬। কুরআনে যুদ্ধ ছাড়াই 'ফাতহে মুবীন' কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর : হুদায়বিয়ার সন্ধিকে।

প্রশ্ন : ৭৭। কুরআনের কোন্ সূরাটি নবী করীম (সাঃ)-এর মুখে শুনে তাঁর শত্রু উতবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সাথেই সাজদায় লুটিয়ে পড়েছিল?

উত্তর : সূরা হামীম আসসাজদার প্রথম পাঁচ আয়াত।

প্রশ্ন : ৭৮। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাঁর বোন ফাতেমা (রাঃ)-এর ঘরে কুরআনের কোন সূরা পড়েছিলেন- যার প্রভাবে তাঁর মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি গ্রহণ করেন ঈমান?

উত্তর : সূরা ত্বাহা'র প্রথম ক'টি আয়াত।

প্রশ্ন : ৭৯। দূস গোত্রের কোন্ সরদার হুযূর (সাঃ)-এর মুখে কুরআনের কতিপয় আয়াত শ্রবণ করে ঈমান এনেছিলো?

উত্তর : তোফায়েল ইবনে আমর দূসী।

প্রশ্ন : ৮০। কুরআনের কোন্ সূরা মদীনায় নামাযের মধ্যে হুযূর (সাঃ)-কে তিলাওয়াত করতে শুনেই হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) ঈমান এনেছিলেন?

উত্তর : সূরা তূর।

প্রশ্ন : ৮১। কুরআন বিশ্বের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রাচীন মসজিদ কোন্‌টিকে নির্ণিত করেছে?

উত্তর : কাবা শরীফকে।

প্রশ্ন : ৮২। কুরআনে মানব জাতিকে কোন্ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর : নিম্নের দু'শ্রেণী ঃ

মকবুল	মরদূদ
আওলিয়া আল্লাহ	আওলিয়াশ শাইতান
হিযবুল্লাহ	হিযবুশ শাইতান
আসহাবুল জান্নাহ	আসহাবুন নার
আসহাবুল ইয়ামীন	আসহাবুশ শিমাল
আসহাবুল মাইমানাহ	আসহাবুল মাশআমাহ
মুমিন	কাফির
ঈমানদার	মুনাফিক

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৮৩। কুরআনে এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা এসেছে, যার লাশের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে যে, তাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় করে রাখা হয়েছে। কোন্ ব্যক্তি?

উত্তর : ফিরআউন। (সূরা ইউনুস-আয়াত ৯২)। তার লাশ মিসরের যাদুঘরে মমি করে রাখা হয় (বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে)।

প্রশ্ন : ৮৪। কুরআনে ফিরআউনের লাশ ছাড়াও একটি জিনিসের কথা বর্ণিত হয়েছে যাকে আল্লাহ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় করে সংরক্ষণ করেছেন- বস্তুটির নাম কি?

উত্তর : নূহ (আঃ)-এর নৌকা। এটি আজও জূদী পাহাড়ের উপর রয়েছে। (সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ১৫)

প্রশ্ন : ৮৫। কুরআনের শব্দগুলো কার?

উত্তর : কুরআনের শব্দগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার।

প্রশ্ন : ৮৬। বিশ্বের সেই গ্রন্থ কোন্‌টি- যা সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থকারী লাখো ব্যক্তি রয়েছে?

উত্তর : কুরআনে মাজীদ।

প্রশ্ন : ৮৭। নবী করীম (সাঃ) কার মধুর কণ্ঠে কিরাত শুনে ইরশাদ করেছিলেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার যিনি আমার উম্মতের মধ্যে তোমার ন্যায় ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন।"

উত্তর ঃ হযরত সালেম (রাঃ)।

প্রশ্ন : ৮৮। আল্লাহ্ তা'আলা কোন্ ধরনের মানুষকে পসন্দ করেন না?

১. কাফির,
২. অত্যাচারী,
৩. ফাসিক,
৪. ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী,
৫. অমিতব্যয়ী,
৬. অহংকারী।

প্রশ্ন : ৮৯। সব নবী কি মানুষ ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলার সব নবী-রাসূলই মানুষ ছিলেন। তাঁরা বিয়ে-শাদী করেছেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততিও ছিলো।

প্রশ্ন : ৯০। নবীদের মধ্যে কোন মহিলা ছিলেন কি?

উত্তর : না। একমাত্র পুরুষদের মধ্যেই নবুওয়াত সীমাবদ্ধ। কোন নারীই নবী ছিলেন না।

প্রশ্ন : ৯১। নবী-রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ। সম্মান ও স্থানে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন : ৯২। প্রত্যেক মানুষকে কি তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ। কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে তার ভাল-মন্দ কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে।

প্রশ্ন : ৯৩। মানুষের কৃতকর্মের কোন রেকর্ড হচ্ছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ। প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কাজ রেকর্ড করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ব্যবস্থা রয়েছে। কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ হবে।

প্রশ্ন : ৯৪। কুরআনে ক'ধরনের হুকুম এসেছে?

উত্তর : কুরআনে দু'ধরনের হুকুম এসেছে। যেমন-

১. আদেশ-যেগুলো করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

২. নিষেধ- যে-সব কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ক'টি আদেশ নিম্নরূপ–

১. নামায প্রতিষ্ঠা করা।

২. রোযা রাখা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. হজ্জ করা।

৫. মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা।

৬. হক ও ইনসাফের সাথে বিচার করা।

৭. দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা।

৮. সত্য সাক্ষী দেয়া।

৯. সঠিকভাবে মাপজোক করা।

১০. অঙ্গীকার রক্ষা করা।

কুরআনের নিষেধ বাণীর ক'টি নিম্নরূপ :

১. শিরক করা।

২. মিথ্যা বলা।

৩. পরনিন্দা করা।

৪. মাপজোকে কম করা।

৫. নেশাজাতীয় জিনিস পান করা।

৬. জুয়া খেলা।

৭. সূদ খাওয়া।

৮. যিনা করা।

৯. অপ্রয়োজনীয় খরচ করা।

১০. এতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

প্রশ্ন : ৯৫। কুরআনে সবচেয়ে বেশি তাকীদ দেয়া হয়েছে কোন্ হুকুমটি?

উত্তর : নামায প্রতিষ্ঠা করার হুকুম। শত শতবার ঘোষিত হয়েছে এ হুকুম।

প্রশ্ন : ৯৬। যাকাত আদায় করলে কি কি উপকার হয়?

উত্তর : যাকাত আদায়ের ক'টি উপকার নিম্নরূপ ঃ

১. এর দ্বারা দুস্থ-গরীব, দীন-হীন এবং অভাবগ্রস্তদের চাহিদা পূর্ণ হয়।

২. এর দ্বারা সম্পদের ময়লা-আবর্জনা দূরীভূত হয়।

www.pathagar.com

৩. এর দ্বারা ধন-সম্পদ পবিত্র হয়।

৪. এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়।

প্রশ্ন : ৯৭। যাকাত দেয়ার খাত ক'টি ও কি কি?

উত্তর : যাকাত খরচ করার খাতসমূহ ঃ

১. ফকীরদের মধ্যে।

২. মিসকীনদের মধ্যে।

৩. যাকাত আদায়কারীদের মধ্যে।

৪. অমুসলিমদের মধ্যে-যাদের অন্তরে দ্বীনের ভালবাসা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হবে।

৫. কৃতদাসদের মুক্ত করার জন্য।

৬. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য।

৭. মুসাফিরদের মধ্যে।

৮. আল্লাহ্‌র রাস্তায়।

প্রশ্ন : ৯৮। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর নামায, রোযা এবং যাকাত কি ফরজ ছিলো?

উত্তর : হ্যাঁ, ছিলো।

প্রশ্ন : ৯৯। কি ধরনের দোয়া কবুল হয়?

উত্তর : আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে ইসলামের স্বার্থে যে দোয়া করা হয় তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়।

প্রশ্ন : ১০০। কুরআন চারিত্রিক কি শিক্ষা দিয়েছে?

উত্তর : কুরআনের চারিত্রিক শিক্ষার মধ্যে রয়েছে-

১. সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকা।

২. কারো নিন্দা না করা।

৩. সত্য সাক্ষী দেয়া।

৪. একে অন্যের ওপর দোষারোপ না করা।

৫. সব ধরনের নির্লজ্জ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা।

৬. খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকা।

৭. সর্বাবস্থায় ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করা।

৮. অন্যের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা।

৯. ভালো ভালো কথা বলা।

www.pathagar.com

১০. কাউকে খারাপ নামে সম্বোধন না করা।

১১. বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা।

১২. অত্যাচার না করা।

১৩. আমানতের খিয়ানত না করা।

১৪. নিয়ামতরাজির জন্য শোকর করা।

১৫. ঈর্ষা এবং অহংকার থেকে বিরত থাকা।

১৬. কারো সম্পদ অবৈধ উপায়ে বা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ না করা।

১৭. ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে অন্যকে দেখা এবং তার থেকে কাজ আদায় করা।

১৮. রাগ না করা।

১৯. অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা।

২০ পুণ্যার্জনের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং পাপ স্খলন করতে থাকা।

প্রশ্ন : ১০১। কুরআনে শিশুদের কতদিন পর্যন্ত দুধ পান করানোর কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : একটি শিশুকে দু'বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ পান করানোর কথা উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন : ১০২। ব্যভিচারের শাস্তি কি?

উত্তর : অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে ১০০ দোররা লাগাতে হবে।

প্রশ্ন : ১০৩। মিথ্যা অপবাদের শাস্তি কি?

উত্তর : মিথ্যা অপবাদকারীকে ৮০ দোররা লাগাতে হবে এবং তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বলে ঘোষণা দিতে হবে।

www.pathagar.com

কুরআন
ও
বিভিন্ন অন্তর

প্রশ্ন : ১। কুরআনে কত ধরনের অন্তরের বর্ণনা এসেছে এবং এসব অন্তরের অবস্থা কিরূপ?

উত্তর : ১. **কঠিন অন্তর :** এটি এমন অন্তর যে, সবক গ্রহণ করার বড় বড় চিহ্ন দেখা সত্ত্বেও এটি কঠিনই থেকে যায়। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

"কিন্তু নিদর্শনাবলী দেখার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেছে- পাথরের ন্যায় কঠিন কিংবা তদপেক্ষাও কঠিনতর। কেননা, কোন কোন পাথর এমনও হয়ে থাকে যা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোন কোনটি দীর্ণ হয়ে যায় এবং তার মধ্য থেকে জলধারা উৎসারিত হয়। আর কোন কোনটি আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপাতিত হয়। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন।" (বাকারা : ৭৪)

২. **জংপড়া অন্তর :** পাপ কাজের কারণে অন্তকরণে মরীচিকা পড়ে যায়। ফল এই দাঁড়ায় যে, এ ধরনের মানুষের কাছে সত্য কথাও গল্পই মনে হয়। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "বরং এই লোকদের অন্তরের ওপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গেছে।" (আল মুতাফফিফীন : ১৪)

৩. **পাপক্লিষ্ট অন্তর :** যে-সব লোক সাক্ষ্য গোপন করে এবং হক কথা বলা থেকে বিরত থাকে- তাদের অন্তরই থাকে পাপক্লিষ্ট। কুরআনে এসেছে : " এবং সাক্ষ্য কখনো গোপন করবে না, যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন পাপের কালিমাযুক্ত। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন।" (আল-বাকারা : ২৮৩)

৪. **কুটিল বা বক্র অন্তর :** যারা ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে, তাদের অন্তর কুটিল বা বক্র হয়ে যায় বলেই কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবিহাত-এর পেছনে লেগে থাকে এবং এর অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। (আলু ইমরান : আয়াত ৭)

৫. **বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর :** যার অন্তরে বক্রতার ভয় আছে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। (বুদ্ধিমান মানুষ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকে)। "পরোয়ারদিগার!

www.pathagar.com

তুমিই যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কূটিলতার সৃষ্টি করো না। আমাদেরকে তোমার মেহেরবানীর ভান্ডার থেকে অনুগ্রহ দান কর। কেননা, প্রকৃত দাতা তুমিই।"

(আলু ইমরান : আয়াত ৮)

৬. চিন্তা করে না- এমন অন্তর : যে-সব লোক অন্তর দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তারা জাহান্নামী। কুরআনে এসেছে : "প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক জিন ও মানুষ এমন রয়েছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর রয়েছে সত্য, কিন্তু তারা সে অন্তর দিয়ে চিন্তা করে না, তাদের আঁখিযুগল রয়েছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখে না, তাদের কান থাকা সত্ত্বেও তারা শ্রবণ করে না, তারা জন্তু-জানোয়ারের মতোই, বরং তার চাইতেও নিকৃষ্টতর। এরা সেই লোক যারা অলসতার মধ্যেই হারিয়ে গেছে।"

৭. কম্পমান অন্তর : আল্লাহর কথা শুনে যার অন্তর কম্পিত হয় সে-ই প্রকৃত মুমিন। কুরআনে এসেছে : "প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর খোদার স্মরণের ফলে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (আল-আনফাল : আয়াত-২)

৮. মোহরাংকিত অন্তর : যে সীমালংঘন করবে, তার অন্তরে মোহর লেগে যাবে (অর্থাৎ, হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে না)। কুরআনে এসেছে : "সীমালংঘনকারী লোকদের অন্তরের উপর আমরা এমনিভাবেই মোহরাংকিত করে দেই।"(ইউনুস ঃ আয়াত ৭৪)

৯. প্রশান্ত অন্তর ঃ আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী অন্তরই প্রশান্ত অন্তর বলে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে এভাবে : "হুঁশিয়ার থেকো! আল্লাহ্‌র স্মরণ আসলেই সে জিনিসে যদ্বারা অন্তর পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে"। (আর্‌ রা'দ : আয়াত ২)

১০. পাপাত্মা : যে অন্তরে আল্লাহ্‌র জিকির, কলবের প্রশান্তি এবং রূহের খাদ্য বনে বেরোয়, তা-ই ঈমানদারের অন্তর। কিন্তু যে অন্তর এর সম্পূর্ণ উল্টো তা-ই পাপাত্মা। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "গুনাহগারদের অন্তকরণে আমি জিকিরকে এমনভাবে (জ্বলন্ত আভার ন্যায়) প্রবেশ করিয়ে দেই যে, তারা তার ওপর বিশ্বাসই করে না।" (সূরা যুমার)

১১. কম্পমান হৃদয় : আল্লাহ্‌র কথা শুনে যার অন্তর কেঁপে ওঠে সে-ই মুমিন। কুরআনে এসেছে: "হে নবী! সুসংবাদ দিন অকৃতকার্য পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারীদের- যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র জিকির শুনলে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, তাদের ওপর যে বিপদ আপতিত হয় তার জন্য তারা ধৈর্যধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর যে রিযিক তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তার থেকেই তারা খরচ করে"। (সূরা আল-হিজর : আয়াত ৩৪-৩৫)

www.pathagar.com

১২. অন্ধ আত্মা : "যে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তার অন্তর হলো অন্ধ। কত অপরাধী জনপদই এমন যাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, আর আজ তারা নিজেদের ছাদের ওপর উল্টো পড়ে রয়েছে। কত কূপই অকেজো এবং কত প্রাসাদই ধ্বংসাবশেষ হয়ে রয়েছে। এসব লোক কি সামনে চলাফেরা করেনি যে, তাদের দিল বুঝতে পারতো এবং তাদের কান শুনতে পেতো? আসল কথা এই যে, চক্ষু কখনো অন্ধ হয় না, কিন্তু সেই দিল অন্ধ হয় যা বুকের মধ্যে নিহিত রয়েছে।"

(হজ্জ : ৪৫-৪৬)

১৩. প্রশান্ত অন্তর : হাশরের দিন কেবলমাত্র প্রশান্ত অন্তরই উপকারে আসবে বলে কুরআনে এসেছে : "যখন (যে দিন) না ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি, কেবল সেই ব্যক্তি উপকৃত হবে, যে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হবে।" (সূরা আশ্ শু'আরা : আয়াত ৮৮-৮৯)

১৪. অবিশ্বাসী আত্মা : এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কথা শুনে যে অন্তর বিরক্ত হয়, মনে করতে হবে সে-ই পরকালে অবিশ্বাসী এবং বেঈমান :

"আর যখন আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, তখন পরকালের প্রতি বেঈমান লোকদের অন্তর ছটফট করতে থাকে। আর যখন তাকে ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তারা আনন্দে হেসে উঠে।" (আযযুমার : আয়াত ৪৫)

১৫. অহংকারী অন্তর : আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী অন্তরে মোহর অংকিত করে দেন বলে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে এভাবে : "এমনিভাবে আল্লাহ্ সে-সব লোককেই গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেন যারা সীমালংঘন করে, যারা সন্দেহপ্রবণ লোক হয়ে থাকে এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে– তাদের নিকট কোন সনদ বা প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও এই নীতি ও আচরণ আল্লাহ্ এবং ঈমানদার লোকদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর মেরে দেন।" (সূরা আল-মুমিন : আয়াত ৩৪-৩৫)

১৬. ঈমানদার অন্তর ঃ যে-সব অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে বিগলিত হয় তা-ই ঈমানদার আত্মা বলে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "ঈমানদার লোকদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে বিগলিত হবে এবং তার নাযিল করা মহাসত্যের সম্মুখে অবনত হবে তারা সে-সব লোকের মতো হয়ে যাবে না যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে, আজ তাদের অনেকেই ফাসিক হয়ে গেছে।" (সূরা আল-হাদীদ : ১৬)

www.pathagar.com

কুরআনুল কারীম

এবং

হুযূর (সাঃ)

প্রশ্ন : ১। কুরআনে কতবার হুযূর (সাঃ)-কে বলে সম্বোধন করা হয়েছে?

উত্তর : এগারো বার।

প্রশ্ন : ২। হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র নাম কুরআনে কতবার এসেছে?

উত্তর ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াস সাল্লাম চারবার এসেছে। আহমাদ (সাঃ) এসেছে একবার।

প্রশ্ন : ৩। হুযুর (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবেসে কোন্ উপনামে সম্বোধন করেছেন?

উত্তর : ১. ইয়াসীন, ২. ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাচ্ছির ও ৩. ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল।

প্রশ্ন : ৪। হুযুর (সাঃ)-এর জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল কাবা শরীফের নির্মাণের সময় কি দোয়া করেছিলেন?

উত্তর : "ওগো প্রভু! আমাদের উভয়কেই তোমার অনুগত বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতি উত্থিত কর যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তুমি তোমার ইবাদাতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী,। হে খোদা! এদের প্রতি এদের জাতির মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ।" (বাকারা : ১২৭-২৯)

প্রশ্ন : ৫। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সাঃ)-কে প্রেরণের কি সংজ্ঞা দিয়েছেন?

উত্তর ঃ "আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেয় এবং যে-সব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।" (সূরা বাকারা : ১৫১)

প্রশ্ন : ৬। হুযূর (সাঃ)-এর 'আহমদ' নামটি কুরআনের কোন্ পারায় এবং কোন্

www.pathagar.com

সূরায় এসেছে?

উত্তর : ২৮-তম পারায় ৬ নং আয়াত। সূরা সাফফে এসেছে।

প্রশ্ন : ৭। কুরআনে হুযূর (সাঃ)-এর কথা যে-সব আয়াতে এসেছে তার অনুবাদ ও সূত্র কি?

উত্তর : কুরআনের ১৭ জায়গায় হুযুর (সাঃ)-এর কথা ঘোষিত হয়েছে।

যেমন–

১. "তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। আর এ মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল।"

(সূরা ফাত্‌হ : আয়াত ২৮)

২. "মূলত আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের উপর ইহসান করেছেন, তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পড়ে শোনান এবং লোকদেরকে (ধারণা এবং রীতি-রেওয়াজ) পরিচ্ছন্ন করেন আর তাদেরকে কিতাব এবং বোঝার ন্যায় কথা বলতে থাকেন।" (আলু ইমরান)

৩. "তিনি নিজের মনের ইচ্ছায় বলেন না। এটা তো একটা ওহী যা তার ওপর নাযিল করা হয়।" (আন নাজম : ৩-৪)

৪. (হে লোকসকল!) তোমাদের কাছে এমন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের (পুরুষদের) মধ্য থেকেই। যিনি তোমাদের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হন এবং যিনি তোমাদের হিত ও কল্যাণকামী। (এ অবস্থা তো সবার জন্যই) অতঃপর (বিশেষজ্ঞ) ঈমানদারদের জন্য অত্যন্ত সুহৃদ এবং দয়াবান।" (আহযাব)

৫. "নিশ্চয়ই নবী তো ঈমানদার লোকদের পক্ষে তাদের নিজেদের চাইতেও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। (অর্থাৎ, মুসলমানদের ওপর স্বীয় জীবন অপেক্ষাও তাঁর হক বেশি এবং তাঁর অনুগত হওয়া এবং শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব)।"

(আহযাব : ৬)

৬. "তোমাদের জন্য আল্লার রাসূলের জীবনে সর্বোত্তম নমুনা বিদ্যমান ছিলো তা সব সময় থাকবে।" (আহযাব : ২১)

৭. "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন তা হতে তোমরা বিরত হয়ে যাও।" (সূরা হাশর : ৭)

৮. "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো"।

www.pathagar.com

(সূরা আন্ নিসা ঃ ৮)

৯. "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য লাভ করলো।" (আহযাব ঃ ৭১)

১০. আপনি বলুন (হে রাসূল!) তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো তো তোমরা আমার অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সমুদয় পাপকে স্খলন করে দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা মহান ক্ষমাশীল এবং মহাদানশীল।" (আলু ইমরান ঃ ৪১)

১১. "হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ, (মুমিনদের)-কে সুসংবাদদাতা এবং (পাপীদেরকে) ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারী ও উজ্জ্বল আলোরূপে।" (আহযাব ঃ ৪৫)

১২. "আর আমরা আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।" (আম্বিয়া ঃ ১০৭)

১৩. "নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (নূন ঃ ৪)

১৪. "আর শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এত দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" (আদদোহা ঃ ৫)

১৫. "আর আপনার জন্যই আপনার উল্লেখ ধ্বনি সু-উচ্চ করে দিয়েছি।" (আলাম নাশরাহ ঃ ৪)

১৬. "আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও বুদ্ধি নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা আপনার জানা ছিল না। বস্তুত আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ বিরাট।" (নিসা ঃ ১১৩)

১৭. "আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদার সকল! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।" (আহযাব ঃ ৫৬)

আল-কুরআন - কাতেবীনে ওহী, কুরআনে হাফেজ, তাফসীরকার এবং তরজমা ও তাফসীর

প্রশ্ন : ১। কাতেবানে ওহী বা ওহী লিখকদের নামগুলো কি?

উত্তর : নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন কাতেবানে ওহী :

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক,

২. হযরত ওসমান ইবনে আফফান,

www.pathagar.com

৩. হযরত আলী,

৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত,

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ,

৬. হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম,

৭. হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ,

৮. হযরত হানজালা ইবনে রবী,

৯. হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

১১. হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম,

১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সালূল,

১৩. হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা,

১৪. হযরত আমর ইবনুল আস,

১৫. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান,

১৬. হযরত জুহম ইবনে আবীস্ সলত,

১৭. হযরত মুয়াইকাব ইবনে ফাতিমা,

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আযযাহবী,

১৯. হযরত সাবিত ইবনে কয়েস,

২০. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান,

২১. হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা,

২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ,

২৩. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও

২৪. হযরত রবান ইবনে সাঈদ (রাঃ)।

প্রশ্ন : ২। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সে-সব হাফেজ ও কারীর নাম কি– যাঁদের সনদ সমগ্র বিশ্বে বরিত?

উত্তর : হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হযরত আবুদ দারদা ও হযরত আবূ মূসা আল আশ'য়ারী (রাঃ)।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৩। মহিলা সাহাবীর মধ্যে কার কার পুরো কুরআন মুখস্থ ছিলো?

উত্তর : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ), উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালমা (রাঃ)।

প্রশ্ন : ৪। কুরআনের প্রথমদিকের তাফসীরকার কারা ছিলেন?

উত্তর : হুযূর (সাঃ), হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর ফারূক (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)।

প্রশ্ন : ৫। হুযূর (সাঃ)-এর ইহধাম ত্যাগের সময় কতজন সাহাবা হাফেজ ছিলেন?

উত্তর : ২২ জন।

প্রশ্ন : ৬। ইলমে তাফসীরের জন্য কি কি জ্ঞান অত্যাবশ্যক?

উত্তর : মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের জ্ঞান, অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, কুরআনের নামসমূহ ও সূরার নামগুলো, জমীরসমূহ, মুহকাম ও মুতাশাবিহ, নাসিখ-মানসূখ, কুরআনের উপমা-উদাহরণসমূহ, ইলমুল কুরআন ও আরজুল কুরআন ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭। কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ বিশ্বের সব ভাষায় পাওয়া যায়?

উত্তর : কুরআনুল কারীম।

প্রশ্ন : ৮। কুরআনকে একত্রিত করে গ্রন্থাবদ্ধ করার ধারণা সর্বাগ্রে কার এসেছিল?

উত্তর ঃ হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর।

প্রশ্ন : ৯। হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর কুরআন একত্রিত করার ধারণা কেন এবং কবে হয়েছিল?

উত্তর : হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে সাতশ' হাফেজে কুরআন অংশগ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাফেজই শাহাদাতবরণ করেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, এমনিভাবে হাফেজে কুরআন শহীদ হতে থাকলে কুরআন মুখস্থ অবস্থায় রাখা দুষ্কর হবে। তাই, কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করে পরবর্তী জেনারেশন পর্যন্ত পৌছানো অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ১০। হযরত আবূ বকর (রাঃ) কার পরামর্শে কুরআন একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

উত্তর : হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর পরামর্শে।

প্রশ্ন : ১১। হযরত আবূ বকর (রাঃ) কুরআন সংকলনে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন?

উত্তর : প্রথমদিকে তিনি এ কাজে রাজীই হচ্ছিলেন না। কেননা, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তাঁর সময় এমনটি করেননি। তবে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ এবং পরামর্শের পর তিনি এ কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেন। পরে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, তিনি বিভিন্ন লোকের থেকে হাড্ডি, ছাল, কাপড়, চামড়া, পাথর, কাঠ ইত্যাকার বস্তুতে লেখা কুরআনের আয়াতগুলো একত্রিত করবেন। বিভিন্ন সাহাবী শেখার জন্য কুরআনের আয়াত লিখে রেখেছিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) এসব আয়াত একত্রিত করেন। হাফেজে কুরআনদেরকে ডেকে তাঁদের সাথে মিলিয়ে নেন এবং এর মধ্যকার সাযুজ্য দেখে অতঃপর নির্ভরযোগ্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করেন। এরপর আয়াতগুলোকে সেরূপে গ্রন্থাবদ্ধ করেন ঠিক যেভাবে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন। যেভাবে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) রমযানে কুরআন শোনাতেন। এভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হয়ে গেলে বাদবাকি সব লেখ্য বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। তৈরিকৃত সংকলন হযরত আবূ বকর (রাঃ) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে জমা রাখেন।

প্রশ্ন : ১২। কুরআন সর্বপ্রথম কার নির্দেশে লিখিত আকারে একত্রিত করা হয়?

উত্তর : হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নির্দেশে।

প্রশ্ন : ১৩। কুরআনকে কুরাইশদের কিরাআতে একত্রিত করেছেন কে? তাঁকে কে উৎসাহী করেছিলেন?

উত্তর : হযরত হুযাইফা (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-কে তাঁর খেলাফতকালে বলেন যে, আরব-অনারবদের বিভিন্ন দেশে ইসলামী খেলাফতভুক্ত হওয়ায় মানুষ যার যার ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করছে। এর দরুন কোন কোন জায়গায় অর্থ বিকৃত হওয়ার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে। এ জন্যে আপনি কুরআনকে এক কিরাআতে একত্রিত করুন।

প্রশ্ন : ১৪। হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআনকে এক কিরাআতভুক্ত করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করেন?

www.pathagar.com

উত্তর : তিনি সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে রক্ষিত কুরআনের সংকলনের আরো ন'টি কপি নকল করান। এগুলোকে তিনি ইসলামী দেশগুলোর কেন্দ্রীয় শহরে প্রেরণ করেন। প্রতিটি সংকলন গ্রন্থের সাথে একজন করে কারীও থাকতেন। যিনি বিশুদ্ধ আরবী তথা কুরাইশ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সংশ্লিষ্ট শহরে গিয়ে মানুষকে কিরাআত শিক্ষা দিতেন। তারপর এ সিলসিলা অদ্যাবধি চলে আসছে লিখিত এবং মৌখিকভাবে।

প্রশ্ন : ১৫। হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআনের যে সংকলন গ্রন্থ তৈরি করিয়ে ছিলেন, তন্মধ্যে এখন কতটি এবং কোথায় সংরক্ষিত আছে?

উত্তর : মাত্র দু'টি নোসখা সংরক্ষিত আছে। একটি তাসখন্দে, অপরটি ইস্তাম্বুলে।

প্রশ্ন : ১৬। হযরত ওসমান (রাঃ) কোন্ দিক থেকে জামেউল কুরআন?

উত্তর : তিনি অনারব ও আরবদের বিভিন্ন ভাষার পরিবর্তে কুরআন কুরাইশদের ভাষায় পড়ার এবং লেখার কাজটি অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে সম্পন্ন করেন। অনুলিপি তৈরি করে সব দেশের কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে প্রেরণ করেন। এটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তৈরি হয়েছিল। পরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিলো। এছাড়া বাকি সব নোসখাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, যাতে করে পরবর্তীতে মতানৈক্য না ঘটতে পারে। আজ কুরআনের যে সংকলন আমাদের কাছে রয়েছে, এটিও সেই ওসমানী সংস্করণ। অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। বিশ্বব্যাপী এ ভাষায় কুরআন পঠিত ও লিখিত হয়ে আসছে। হুযূর (সাঃ)-এর সময়ে এমনটিই ছিলো।

প্রশ্ন : ১৭। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কতজন সাহাবী কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ অবস্থায় একত্রিত করে রেখেছিলেন?

উত্তর : ৭৫ জন সাহাবী।

প্রশ্ন : ১৮। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে কবে এবং কোন্ যুদ্ধে সবচাইতে বেশি হাফেজে কুরআন শাহাদাতবরণ করেছিলেন?

উত্তর : হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে সবচাইতে বেশি হাফেজে কুরআন শহীদ হন।

প্রশ্ন : ১৯। তাবেয়ীনদের যুগের প্রসিদ্ধ তাফসীরকার কারা?

উত্তর : প্রসিদ্ধ তাফসীরকার হচ্ছেন: ১. আলকামা, ২. আমর ইবনে শারজীল, ৩. মাসরূক, ৪. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, ৫. সাঈদ ইবনে জোবায়ের, ৬. ইব্রাহীম ইবনে নাখয়ী, ৭. শাবী, মুজাহিদ, ৮. ইকরামা, হাসান বসরী, ৯. কাতাদা, ১০.

www.pathagar.com

আ'মাশ, ১১. আবুল আ'লিয়া, ১২. মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কারজী, ১৩. আতা ইবনে আবী রাবাহ।

প্রশ্ন : ২০। জ্বিনরা কুরআনের ক'টি আয়াত শোনার পর অন্যদেরকে কি বলেছিলো?

উত্তর : "আমরা বিস্ময়কর ও অনন্যসাধারণ কালাম (কুরআন) শুনেছি, যা কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" (জ্বিন ঃ ২)

প্রশ্ন : ২১। কুরআনের প্রখ্যাত ও বৃহৎ তাফসীরগুলোর নাম কি?

উত্তর : তাফসীরগুলো নিম্নরূপ : ১. তাফসীরে আল্লামা ইবনে জারীর আততাবারী (জামেউল বায়ান, ৩০ খন্ড), ২. তাফসীরে ইবনুল জাওযী-২৭ খন্ড, ৩. তাফসীরে আল ইসবাহানী-৩০ খন্ড, ৪. তাফসীরে ইবনুল আইকাব-৫০ খন্ডের ওপর, ৫. তাফসীরে আল্লামা ওয়াকিদা (মিসরের প্রসিদ্ধ আলেম) ১২০ খন্ড, ৬. তাফসীরে আল-কাযবীনী ৩১০ খন্ড, ৭. তাফসীরে হাদাইকু জাতিল বাহজাহ-৫০০ খন্ড ইত্যাদি।

কুরআন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে বনী আদমের উপস্থিতি

প্রশ্ন : ১। কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা কি হবে?

উত্তর ঃ "সে দিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মাতা, নিজের পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ব্যতীত অন্য কারো প্রতি লক্ষ্য রাখার মত অবস্থা থাকবে না!" (আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

প্রশ্ন : ২। হাশরের দিন পাপীরা কিভাবে পরস্পরে ঝগড়া করবে?

উত্তর ঃ "আর এ লোকরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে উন্মোচিত হবে, তখন এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলো তারা যারা বড় লোক বনে ছিলো তাদেরকে বলবে, দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীনে ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো? তারা জবাবে বলবে, আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে মুক্তির কোন পথ দেখাতেন তা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরও দেখাতাম। এখন আহাজারি করি কি ধৈর্য অবলম্বন করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান আমাদের রক্ষা ও মুক্তি লাভের কোন উপায় নেই। আর যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে, এতে

www.pathagar.com

কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ যে-সব ওয়াদা করেছিলেন তা সবই সত্য ছিলো। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম তন্মধ্যে কোন একটিও পুরো করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোন জোর ছিলো না। আমি এছাড়া আর তো কিছু করিনি– শুধু এ-ই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলবার জন্য আহবান করেছি। আর তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিওনা–তিরস্কার করো না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত কর। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পার। ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানিয়েছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এরূপ জালেমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।" (ইব্রাহীম ঃ ২১-২২)

প্রশ্ন : ৩। কিয়ামতের দিন মানুষ তার বন্ধুদের ওপর কিভাবে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে?

উত্তর : "আর সেদিন জালিম মানুষ স্বীয় হাত চিবুতে থাকবে এবং বলতে থাকবে আহা যদি আমি রাসূলের পথে চলতাম। হায় রে আমার দুর্ভাগ্য, যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম, তার প্রলোভনে আমি আমার কাছে যে নসীহত এসেছে, তা গ্রহণ করিনি। শয়তান মানুষের জন্য অত্যন্ত গাদ্দাররূপে বেরিয়েছে"।

প্রশ্ন : ৪। কিয়ামতের দিন কাফির স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ালে প্রভু তাকে কি জিজ্ঞেস করবেন?

উত্তর : "হায়, তোমরা যদি সেই দৃশ্য দেখতে পার, যখন এদেরকে তাদের খোদার সম্মুখে দাঁড় করানো হবে তখন রব তাদের জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, হে আমাদের প্রভু! এটা প্রকৃত সত্য। তখন প্রভু বলবেন, তা হলে এখন তোমরা প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফলস্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" (আল-আন'আম ঃ ৩০)

প্রশ্ন : ৫। কিয়ামতের দিন বেহেশতী এবং দোযখীদের প্রস্থানের দৃশ্য কিরূপ হবে?

উত্তর : "সে দিন অবশ্যই আসবে যখন মুত্তাকী লোকদেরকে আমরা মেহমানদের মত রহমানের দরবারে উপস্থিত করবো। আর পাপী অপরাধী লোকদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো।" (মারইয়াম ঃ ৮৪-৮৫)

প্রশ্ন : ৬। কিয়ামতের দিন সফল ব্যক্তি কে হবে?

উত্তর : "অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ

www.pathagar.com

প্রতিফল পুরোপুরিভাবে কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলত সেই ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যা'কে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে।" (আলু ইমরান ঃ ১৮৫)

প্রশ্ন : ৭। জাহান্নামে প্রবেশকারীরা পরস্পর কিভাবে ঝগড়া করবে?

উত্তর : "আল্লাহ্ বলবেন, যাও তোমরাও সে জাহান্নামে চলে যাও যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গেছে। প্রত্যেক লোক যখন জাহান্নামে দাখিল হবে তখন নিজেদের পূর্বগামী লোকদের ওপর লা'নৎ করতে করতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকই যখন সেখানে একত্রিত হবে, তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে : ওগো প্রভু! এ লোকরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন। উত্তরে বলা হবে : প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না আর প্রথম দল অপর দলকে লক্ষ্য করে বলবে যে, আমরা যদি দোষী হয়ে থাকি তবে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কোন্ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলে? এখন নিজেদেরই উপার্জনের বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।" (আল-আ'রাফ ঃ ৩৮-৩৯)

প্রশ্ন : ৮। হাশরের দিন পুণ্যবানদেরকে কোন জিনিসের সুসংবাদ দেয়া হবে?

উত্তর : "সে দিন যখন তোমরা মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদেরকে দেখবে যে, তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াতে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে যে,) আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্য। জান্নাতসমূহ হবে, যে-সবের নিম্নদেশে ঝরণাধারাসমূহ প্রবহমান হয়ে থাকবে যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো বড় সাফল্য।" (আল হাদীদ ঃ ১২)

প্রশ্ন : ৯। হাশরের দিন মানুষ কত দলে বিভক্ত হয়ে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হবে এবং তারা কোন্ কোন্ দল?

উত্তর : "তোমার তখন তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। ডান বাহুর লোক; ডান বাহুর লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলা যায়। এবং বাম বাহুর লোক; বাম বাহুর লোকদের (দুর্ভাগ্য-দুর্দশার) আর সীমা-পরিসীমা কি? আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো অগ্রবর্তীই? তারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক; নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে। আগেরকালের লোকদের মধ্যে বেশিসংখ্যক হবে, আর পেছনের লোকদের মধ্যে কমসংখ্যক। মুক্তা খচিত আসনসমূহের ওপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে আসীন হবে। তাদের মজলিসসমূহে চিরন্তন ছেলেরা প্রবহমান ঝর্ণা শুরায় ভরা পানিপাত্র ও হাতলধারী শুরাভাণ্ড অচফেরা নিয়ে

দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে। এটা পান করায় তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পাবে না, আর এরা তাদের সম্মুখে রকম-বেরকমের সুস্বাদু ফল পেশ করবে, যেন যেটা পছন্দ সেটাই তুলে নিতে পারে। এছাড়া পাখির গোশতও সামনে রাখবে, যেটির গোশত ইচ্ছে হবে নিতে পারবে। আর তাদের জন্য সুন্দর চক্ষুধারী হুরগণও থাকবে। তারা সুশ্রী-সুন্দরী হবে, লুকিয়ে রাখা মুক্তার মতো। এসব কিছুই সে-সব আমলের শুভ প্রতিফলস্বরূপ তারা পাবে, যা তারা দুনিয়ার জীবনে করেছিলো। সেখানে তারা কোন বাজে কথা ও পাপের বুলি শুনতে পাবে না। যে কথা-বার্তাই হবে, তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ হবে। আর ডান বাহুর লোকেরা; ডান বাহুর লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কি বলা যায়? তারা কাঁটাহীন ফুল বৃক্ষরাজি, থরে থরে সাজানো কথা, বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ছাড়াও সর্বদা প্রবহমান পানি, শেষহীন অবারিত ও বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাবে এমন ফল এবং উচ্চ আসনসমূহে অবস্থিত হবে। তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো, এবং তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেবো। নিজেদের স্বামীদের প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ, এসবকিছুই ডানবাহুর লোকদের জন্য। তারা আগের কালের লোকদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক হবে আর পেছনের কালের লোকদের মধ্যে হতেও বহু।

আর বাম হাতের লোকেরা! বাম হাতের লোকদের চরম (দুর্ভাগ্যের) কথা আর কি জিজ্ঞেস করবে। তারা 'লু' হাওয়ার প্রবাহ ও টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো কালো ধোঁয়ার ছায়ার অধীন থাকবে। তা না ঠাণ্ডা শীতল হবে, না শান্তিপ্রদ। এরা এমন লোক যে, এ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তারা খুবই স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ ছিল। আর বড় বড় গুনাহ্ বারবার পৌনপুনিকভাবে করতে থাকতো। তারা বলতো ঃ আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরটা শুধু পড়ে থাকবে তখন কি আমাদেরকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে? আর আমাদের সেই বাপ-দাদাদের কি উঠানো হবে, যারা পূর্বেই চলে গেছে। হে নবী! এ লোকদেরকে বলুন ঃ নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সকলকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে, তার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তা হলে হে ভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত ও অমান্য-অবিশ্বাসকারী লোকেরা, তোমরা যক্কুম বৃক্ষের খাদ্য অবশ্যই খাবে। তার দ্বারাই তোমরা পেট ভর্তি করবে। আর উপর থেকে টগবগ করা ফুটন্ত পানি পিপাসাকাতর উষ্ট্রের ন্যায় পান করবে। "প্রতিফল দানের দিনে।" এটাই হবে সেই বাম বাহুর লোকদের আতিথ্যের জন্য নির্দিষ্ট সামগ্রী। (ওয়াকিয়া ঃ ৭-৫৫)

www.pathagar.com

কুরআনুল কারীম

এবং

কিয়ামতের দিন দু'ধরনের চেহারা

প্রশ্ন : ১। কিয়ামতের দিন মানুষের অবয়বের অবস্থা কিরূপ হবে?

উত্তর : ১। "অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে হেঁচড়িয়ে টেনে নেয়া হবে।"

(আর্‌রাহমান ঃ ৪১)

২. "সেদিন কিছু কিছু চেহারা ঝকমক করতে থাকবে, হাসি-খুশি ভরা ও সন্তুষ্ট স্বচ্ছন্দ হবে। আবার কতিপয় মুখমন্ডল ধূলিমলিন হবে, অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। আর এরাই হলো কাফের ও পাপী লোক।" (সূরা আবাসা ঃ ৩৬-৪২)

৩. "সে দিন কিছুসংখ্যক মুখাবয়ব উজ্জ্বল সুস্মিত হবে, নিজেদের প্রভুর দিকে দৃষ্টিমান হবে। আর কিছুসংখ্যক মুখাবয়ব উদাস-ম্লান হবে। মনে করতে থাকবে যে, তাদের কোমর চূর্ণকারী আচরণ করা হবে।" (কিয়ামা ঃ ২২-২৫)

৪. "যারা ভালো কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভালো ফল পাবে, অধিক অনুগ্রহও। কলংক, কালিমা এবং লাঞ্ছনা তাদের মুখমন্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট-লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহ্‌র এ আযাব থেকে তাদের রক্ষক কেউ নেই। তাদের মুখমন্ডল এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের ওপর পড়ে আছে। তারাই দোযখে যাওয়ার যোগ্য, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৬-২৭)

বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা

প্রশ্ন : ১। বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরগুলো কি?

উত্তর : বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদক ও তাফসীরকারদের নাম নিম্নে দেয়া হলো :

মৌলভী আমীর উদ্দীন বসুনিয়া ঃ তিনি রংপুর জেলার মটকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৮ সালে قرآن كريم -এর আমপারার কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেন। জানা গেছে যে, এটাই قرآن -এর প্রথম বঙ্গানুবাদ।

www.pathagar.com

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, এ অনুবাদ গ্রন্থখানি কাঠের অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। মুদ্রণ নীতির প্রাচীনতার কারণে قرآن-এর এই অনুবাদ গ্রন্থখানি সর্বপ্রাচীন বলেই মনে হয়।

ইসলামিক একাডেমী (বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা) পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার বর্ণনানুযায়ী ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের অনেক পূর্বে রংপুরের মাওলানা আমীর উদ্দিন বসুনিয়ার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কোলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিষদ গ্রন্থাগারে এ অনুবাদের এক খন্ড সংরক্ষিত আছে বলে জানা গেছে।

গিরীশ চন্দ্র সেন ঃ ১৮৩৫ সালে নারায়ণগঞ্জে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেন মাধব রায় সেন। প্রথম জীবনেই তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তিনি দ্বীন-ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এর অনুশীলন করতে থাকেন। ১৮৮১-৮৬ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের সাধনা ও পরিশ্রমের পর পাদটীকাসহ তিন খন্ডে قرآن كريم -এর পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ১৯১০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন ঃ ১৮৩৮ সালে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে তিনি ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন মাসিক আখবারে ইসলামিয়ার (اخبار اسلامية) সম্পাদক ও প্রকাশক। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশ খানা। বাংলাদেশী আলেমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় قرآن -এর বিস্তারিত তাফসীর تفسير লেখার কাজ শুরু করেন। তাঁর জীদ্দশাতেই তাঁর তাফসীর تفسير প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফিলিপ বিশ্বাস ঃ ১৮৯১ সালে খৃস্টান ফিলিপ বিশ্বাস খ্রীষ্ট ধর্মের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য قرآن كريم-এর কতিপয় আয়াত সংকলন করে বাংলায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি ১১ খন্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে কোন কোন মন্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিরক্তিকর।

মাওলানা আব্বাস আলী ঃ চব্বিশ পরগনার অধিবাসী, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, অনুবাদক ও প্রকাশক মাওলানা আব্বাস আলী ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান যিনি কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অনুবাদে আরবী আয়াতের নিচে উর্দু তারপর বাংলা অনুবাদ এবং পৃষ্ঠার দু'পাশে বাংলা ভাষায় টীকা দেয়া হয়েছে। ১৯৩৩ সালে তিনি মারা যান।

www.pathagar.com

খান বাহাদুর মৌলভী তসলিমুদ্দীন ঃ তিনি রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মূল আরবি ব্যতীত ৩ খন্ডে অনুবাদ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তিনি ১৯২৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

গোপাল সিংহ ঃ ১৯০৮ সালে তাঁর লিখিত পদ্যানুবাদের আমপারা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য খন্ড প্রকাশিত হয়েছে কি-না জানা যায়নি।

মাওলানা রুহুল আমীন ঃ বর্তমান ভারতের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমপারার বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর লেখেন। প্রথম থেকে তৃতীয় পারা (তিন খন্ডে) প্রকাশিত হয়।

মৌলভী খন্দকার আবুল ফজল আবদুল করীম ঃ তিনি ১৯২৭ সালে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর বাম পাশে আয়াত, ডান পাশে অনুবাদ এবং নীচে সংক্ষিপ্ত পাদটীকা রয়েছে।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, বাংলাদেশের আধুনিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুফাসসির। তিনি চব্বিশ পরগনার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামের বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হতে এফ, এম ডিগ্রী লাভ করেন এবং সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। রাজনীতির সাথেও নিজকে জড়িয়ে ফেলেন। ১৯২২ সালে রাজনৈতিক কারণে আলীগড় সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকেন। এ সময় তিনি আমপারার অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর রচনা করেন। তারপর ধীরে ধীরে ৫ খন্ডে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের তাফসীর রচনা করেন।

তাঁর তাফসীর ১৯৫৮ সালে তাফসীরুল কুরআন تفسير القرآن নামে প্রকাশিত হয়। ভাষা সাবলীল ও জোরালো। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করার কারণে আলিমগণ তাঁর তাফসীরের সমালোচনাও করেছেন।

মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মুহাম্মদ আলী হাসান ঃ এ দু'জন লেখক একত্রে আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদ করেন। ১৯৩৮ সালে কুরআনের এ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পাশে আরবী আয়াত এবং অন্য পাশে বঙ্গানুবাদের নীচে তাফসীর, শানে নুযূল ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর রয়েছে। এ তাফসীর বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাফসীরের ভাষা সাবলীল।

মৌলভী ওসমান গনি ঃ তিনি বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৭ই অক্টোবর "পবিত্র কোরআন" নামে قرآن-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ অনুবাদ গ্রন্থখানি ১৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নকীবুদ্দীন ঃ তিনি সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ القرآن-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

খান বাহাদুর ওসমান খাঁ ঃ তিন খন্ডে তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থটি ১৯৫২ সালে ঢাকার প্রিন্সিপ্যাল লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪০ সালে قرآن-এর অনুবাদ শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে বগুড়া জামে মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় সমাপ্ত করেন। পরে তিনি বিস্তারিত তাফসীরও শেষ করেন, কিন্তু এটা প্রকাশিত হয়নি।

অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী ঃ তিনি قرآن -এর অনুবাদ করেন। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ঃ ঢাকার লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা শামসুল হক (রঃ) ১৯৫০ সালে سوره يس (সূরা ইয়াসীন)-এর বাংলা অনুবাদ ও তরজমা বিস্তারিত তাফসীরসহ প্রকাশ করেন। ১৯৬১ সালে আমপারার তাফসীর প্রকাশ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি।

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী ঃ তাঁর রচিত তাফসীরে আজহারী ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি তাফসীরের ভূমিকা ও সূরা ফাতিহার বিস্তারিত তাফসীর।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যে আমপারার অনুবাদ করে কাব্য জগতে কুরআনের মাহাত্ম্য তুলে ধরেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ অবদুর রহীম ঃ মাওলানা আবদুর রহীম ছিলেন উপমহাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক। তিনি আল-কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর চল্লিশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর ষাটের দশকেই প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা আমীনুল ইসলাম ঃ মাওলানা আমীনুল ইসলাম تفسير نور القرآن (তাফসীরে নূরুল কুরআন) নামে তাফসীর লিখেছেন– 'তাফসীরুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন।

www.pathagar.com

মাওলানা আবদুল আজিজ ঃ তিনি উচ্চ শিক্ষিত আলেম ও চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত তাফসীরের নাম- তাফসীলুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন। تفصيل البيان فى تفسير القرآن এটি ৮ খন্ডে সমাপ্ত।

বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ

মা'আরিফুল কুরআন ঃ মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রঃ) রচিত উর্দু ভাষায় তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

বয়ানুল কোরআন ঃ بيان القرآن -এর রচয়িতা মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)। ১৯৬০ সালে ৬ খন্ডে এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে এর অনুবাদ 'তাফসীরে আশরাফী' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআন ঃ تفهيم القرآن -এর মূল লেখক (উর্দুতে) মাওলানা মওদুদী (রঃ)। প্রথমে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনুবাদ করেন। প্রফেসর গোলাম আজম ও আবদুল মান্নান তালিবও বাংলায় এর অনুবাদ করেন। ১৯ খন্ডে আধুনিক প্রকাশনী এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত হয়েছে।

(ফি জিলালিল কুরআন) فى ظلال القرآن ঃ এর মূল লেখক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ। এ তাফসীরে শুধুমাত্র কুরআনের বাংলা তরজমা করেন হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমদ এবং তাফসীরের অনুবাদ করেন মাওলানা এ. কে. এম. ছিফাতুল্লাহ ও গোলাম সোবহান সিদ্দিকী।

তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে ইবনে কাসীরের মতো বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে মাজেদী এবং তাফসীরে মাজহারীর মতো দীর্ঘ তাফসীর গ্রন্থ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ হচ্ছে। বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এটা সুখবর।

উল্লেখ্য, তাফসীরে ইবনে কাসীরের অনুবাদ করেন ডঃ মুজীবুর রহমান এবং অধ্যাপক আখতার ফারূক।

ফাওয়ায়েদে ওসমানীর বঙ্গানুবাদ করেন গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, প্রকাশ করে আল-কোরআন একাডেমী।

প্রশ্ন : ২। বাংলা ভাষায় কুরআনের সম্পূর্ণ তাফসীর কে লিখেছেন?

উত্তর : মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৩। বাংলা ভাষায় কুরআনের পূর্ণ অনুবাদ সর্বপ্রথম কে করেছেন?

উত্তর : মাওলানা আব্বাস আলী।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কোরআন চর্চা

প্রশ্ন : ১। তুর্কী ভাষায় কুরআনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুবাদ কে করেছেন?

উত্তর : মুহাম্মদ আকেফ বেক।

প্রশ্ন : ২। মারাঠী ভাষায় কে প্রথম কুরআনের অনুবাদ করেছেন?

উত্তর : হাকীম সূফী মীর মুহাম্মদ ইয়াকুব খাঁ।

প্রশ্ন : ৩। বর্মী ভাষায় কে সর্বপ্রথম কুরআনের অনুবাদ করেছেন?

উত্তর : **ইডবা উধ কে. আই. এইচ** (আহমদুল্লাহ)। মৌলভী রহমতুল্লাহও একটি অনুবাদ করেছেন।

প্রশ্ন : ৪। জাপানী ভাষায় কে সর্বপ্রথম কুরআনের অনুবাদ করেছেন?

উত্তর : শেখ আবদুর রশীদ ইব্রাহীম।

প্রশ্ন : ৫। গুজরাটী ভাষায় কে সর্বাগ্রে কুরআনের অনুবাদ করেছেন?

উত্তর : হাজী গোলাম আলী ও হাজী ইসমাঈল রহমানী।

প্রশ্ন : ৬। ফার্সী ভাষায় কে প্রথম কুরআনের অনুবাদ করেন?

উত্তর শেখ সাদী শিরাযী।

প্রশ্ন : ৭। ল্যাটিন ভাষায় কে সর্বপ্রথম কুরআনের তরজমা করেন?

উত্তর : ফ্রান্সের জাযক ফেতরাস নিরাবলূস লেটিন ভাষায় প্রথম তরজমা করেন।

প্রশ্ন : ৮। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কোন্ ভাষায় কুরআন অনূদিত হয়?

উত্তর : ফার্সী ভাষায়।

প্রশ্ন : ৯। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম অফসেটে ছাপা কুরআন কখন এবং কোথায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৯৩৬ সালে লাহোরস্থ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম প্রকাশ করে।

প্রশ্ন : ১০। উপমহাদেশের সেই হিন্দু পাবলিশারের নাম কি, যিনি কুরআন শরীফ প্রকাশ করতেন, কিন্তু তাঁর নির্দেশ ছিলো লিপিকার, প্রেস ম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সবাই

www.pathagar.com

কুরআন ছাপার সময় অজু অবস্থায় থাকবে। আর নির্গত পানি একত্রিত করে নিজেই গঙ্গায় ফেলে দিতেন।

উত্তর : মুনশী নূলকিশোর লক্ষ্ণৌভী।

প্রশ্ন : ১১। কুরআনের কোন্ ইংরেজী অনুবাদ নির্ভরযোগ্য?

উত্তর : মার্মাডিউক পিকথল- আল্লামা আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী ও মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর তরজমা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

প্রশ্ন : ১২। কাব্যে কে প্রথম কুরআনের অনুবাদ করেন?

উত্তর : আগা খায়ের কয়লিবাল দেহলভী।

প্রশ্ন : ১৩। বিশ্বের কতগুলো ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে?

উত্তর : প্রায় ১০৩টি ভাষায়।

প্রশ্ন : ১৪। উপমহাদেশে কে প্রথম ফার্সীতে কুরআনের অনুবাদ করেন?

উত্তর : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ১৭৫২।

প্রশ্ন : ১৫। উপমহাদেশে কে সর্বপ্রথম কুরআনের উর্দূ অনুবাদ করেন?

উত্তর : হযরত মাওলানা শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিসে দেহলভী (১৭৭৬)।

প্রশ্ন : ১৬। জার্মান ভাষায় কে প্রথম কুরআনের অনুবাদ করেন?

উত্তর : মার্টিন লুথার।

প্রশ্ন : ১৭। পাকিস্তানের কোন না'তিয়া প্রসিদ্ধ কবি সম্প্রতি কুরআনের কাব্যানুবাদ করেছেন?

উত্তর : আবদুল আযীয খালেদ।

প্রশ্ন : ১৮। সিন্ধী ভাষায় প্রথম কে কুরআনের একটি কাব্যানুবাদ করেন?

উত্তর : মৌলভী আহমদ মাল্লাহ।

প্রশ্ন :১৯। উপমহাদেশের কোন্ বাদশাহ কুরআনের হস্তলিপি করেছেন?

উত্তর : ১. সুলতান মাহমুদ গযনবীর প্রপৌত্র সুলতান ইব্রাহীম গযনবী, মৃত ৪৯২ হিঃ, ২. বাদশাহ জহীরউদ্দীন বাবর, ৩. সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ ইবনে সুলতান ইলতামাশ, মৃত ৬৬৪ হি: ও ৪. সুলতান মুহিউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর, মৃত ১১১৮ হি:।

প্রশ্ন : ২০। উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা হস্তলিপিকার কে?

উত্তর : পাকিস্তানের ফাতেমাতুল কোবরা বিনতে মুনশী মুহাম্মাদ উদ্দীন, মৃত ১৩৬৭ হি: করাচীতে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ২১। পাকিস্তানে কুরআনের নতুন-পুরনো কপি, অনুবাদ ও তাফসীরের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র কোন্‌টি?

উত্তর : বায়তুল কুরআন, লাহোর, এটি পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

প্রশ্ন : ২২। কে সর্বপ্রথম কুরআন মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করেন?

উত্তর : বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ 'হিংক্যাল ম্যান' ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কুরআন মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করেন।

প্রশ্ন : ২৩। কোন্ শহরে সর্বপ্রথম কুরআন মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত হয়?

উত্তর : 'হ্যামবুর্গ' শহরে। মতান্তরে, তারও পূর্বে 'আল আন্দাকিয়া' নামক স্থানে সর্বপ্রথম কুরআন মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত হয়।

প্রশ্ন : ২৪। এরপর কত সালে, কে কুরআন মুদ্রণ করেন?

উত্তর : প্রাচ্যবিদ মারাকী ১৬৯৮ সালে 'পাডু' নামক শহরে কুরআন মুদ্রণ করেন।

প্রশ্ন : ২৫। কার তত্ত্বাবধানে মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হয়?

উত্তর : খ্রীস্টানদের তত্ত্বাবধানে।

প্রশ্ন : ২৬। মুসলিম বিশ্বে এসব কপি সমাদৃত হয়নি কেন?

উত্তর : খ্রীস্টানদের চরম ইসলাম বিদ্বেষের কারণে।

প্রশ্ন : ২৭। মুসলমানদের মধ্যে কে, কত সালে কুরআন মুদ্রণ করেন?

উত্তর : মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে ওসমান (রাঃ) কুরআন মুদ্রণের গৌরব অর্জন করেন ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে।

প্রশ্ন : ২৮। কোথায় এ মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হয়?

উত্তর : রাশিয়ার 'সেন্ট পিটার্স শহরে' ইসলামী ছাপাখানায় কুরআন মুদ্রিত হয়।

প্রশ্ন : ২৯। পাকিস্তানের সোনালী কুরআন মাজীদের ইতিবৃত্ত কি?

উত্তর : সবুজ রঙ্গের লায়লনের ওপর সোনার তার দিয়ে কুরআন লেখার প্রস্তাব প্রকল্পাকারে লাহোরের মালিক আতা মুহাম্মদ পেশ করেন। পাকিস্তানের তদানীন্তন মন্ত্রী আলহাজ্জ জহীর উদ্দীন লাল মিয়া (বাঙ্গালী) মরহুম প্রেসিডেন্ট আইউব খানের থেকে সরকারী মঞ্জুরী ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মাদ মূসা ৮ জানুয়ারী ১৯৬৮ সালে এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক অবস্থায়ই মালিক আতা মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

ও লালমিয়া উভয়েই ইন্তেকাল করেন। এ জন্যে প্রকল্পের কাজ থেমে যায়। অবশ্য, পরে আবার দ্রুত চালু হয়। হাফেজ মুহাম্মাদ আসলাম হস্তলিপির কাজ করতেন। প্রুফ রীডিং করতেন হাফেজ ক্বারী শাব্বীর আহমদ। এটি মোট ১২১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এর ওজন হলো সাড়ে চার মণ। এটি ভিন্ন ভিন্ন পারা পারায়ও বিন্যস্ত করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে লাহোরস্থ তাজ কোম্পানীর ওপর। কোম্পানীর প্রতিনিধি মুফতী খলীলুর রহমান।

প্রশ্ন : ৩০। উপমহাদেশে উর্দূ ভাষায় প্রসিদ্ধ তাফসীর ও কুরআনের অনুবাদগুলো কি?

উত্তর : তাফসীর ও অনুবাদগুলো নিম্নরূপ :

ক্র: নং	অনুবাদক/তাফসীরকারের নাম	তাফসীরের নাম	প্রকাশের সন
১	মাও: আবদুল হক হাক্কানী দেহলভী	তাফসীরে হাক্কানী (ফতহুল মান্নান)	১৯২৫
২	মাও: আশরাফ আলী থানভী (র:)	বায়ানুল কুরআন	১৯৩১
৩	মাও: আবুল কালাম আযাদ	তরজমানুল কুরআন	১৯৬২
৪.	মাও: আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী	তাফসীরে মাজেদী	
৫.	মাও: হামীদ উদ্দীন ফারাহী	মজমূয়া তাফসীরে ফারাহী	১৯৫১
৬	মাও: সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী	তাফহীমুল কুরআন	
৭	মাও: আহমদ রেজা খান ব্রেলভী	কানজুল ঈমান ফী	১৩৩০ হি:
৮.	মাও: আহমদ সাঈদ	তরজমাতুল কুরআন মুসাম্মা বিহি কাশফুর রহমান	১৯৫৪
৯.	মাও: সানাউল্লাহ অমৃতসরী	তাফসীরে সানায়ী	১৩১৩ হিঃ
১০.	মাও: মাহমুদ আলী লাহোরী	তরজমা ও মহসায়ী কুরআনে মাজীদ	১৯৩৭
১১.	স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ	তাফসীরুল কুরআন ১২৯৭	১৩০৯ হি:
১২.	মাও: শাব্বীর আহমদ ওসমানী	ফাওয়ায়েদে মাওজানুল কুরআন	১৩৫৭ হি:
১৩.	মাও: আবদুল বারী ফেরংগী মহল্লী	আলগফরুর রহমান	১২৪৩ হি:
১৪.	ফতহে মুহাম্মদ জালন্ধরী	ফতহুল হামীদ	১৯০০
১৫.	মৌলভী ফীরুজুদ্দীন (ফীরুজ সন্স)	তাসহীলুন কুরআন	১৩৬২ হি:
১৬.	শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী মোজেহুল কুরআন	তরজমায়ে কুরআন মজীদ ফাওয়ায়েদে	১৩৪৪ হি:
১৭	ডিপুটি নজীর আহমদ	তরজমা কুরআনে মাজীদ মায়া গারায়েবুল কুরআন	১৩২২ হি:
১৮.	মাওলা ইহতিশামুল হক থানভী	তরজমা ওয়া তাফসীর-	

প্রশ্ন : ৩১। আফ্রিকান ভাষায় কুরআনের অনুবাদ কে করেছেন?

উত্তর : শেখ আবদুল্লাহ সালেহ ফারসী।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ৩২। মাওলানা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআনের সিন্ধি অনুবাদক কে?

উত্তর : মাওলানা জান মোহাম্মদ ভাটু।

প্রশ্ন : ৩৩। সিন্ধি ভাষায় কুরআনের তাফসীর "মেফতাহে রাশেদীয়া"-এর রচয়িতা কে?

উত্তর : মাওলানা রশীদ উদ্দীন শাহ্ পীরের বিশেষ মুরীদ কাজী ফাতহে মুহাম্মদ নিজামানী।

প্রশ্ন : ৩৪। সিন্ধি ভাষায় কুরআনের তাফসীরে কাওসারের রচয়িতা কে?

উত্তর : পীর মুরদান আলী শাহ্, পীর পাগারো। এ তাফসীর ৫ খন্ডবিশিষ্ট।

প্রশ্ন : ৩৫। সিন্ধি ভাষায় কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ কে করেছেন?

উত্তর : মূল তরজমা করেছেন মাওলানা তাজ মাহমূদ আমরুহী এবং সিন্ধি অনুবাদ করেছেন আখূন্দ আযীযুল্লাহ মুতালভী।

প্রশ্ন : ৩৬। পশতু ভাষার তাফসীর কাশফুল কুরআনের রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস।

প্রশ্ন : ৩৭। পশতু ভাষায় কুরআনের প্রথম তাফসীর কে লিখেছেন?

উত্তর ঃ মাওলানা মুরাদ আলী ওরফে মাওলানা শেখ আবদুর রহমান আস্সাইলানী সাকিন কামাহ্, জালালাবাদ।

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদ
এবং
দোয়াসমূহ

প্রশ্ন : ১। কুরআনে নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কিরাম এবং মু'মিনদের দোয়া কোন্‌গুলো? এসব দোয়ার মাধ্যমে বিণীত ও বিনম্র মস্তকে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা ইহ ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার অন্যতম মাধ্যম কি?

উত্তর : কুরআনের ক'টি দোয়া নিম্নরূপ :

بسم الله الرحمن الرحيم ۰

পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(١) ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ۰

১. ওগো প্রভু! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ বা বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখাগ্নি থেকে রক্ষা করুন।" (বাকারা : ২৫)

(٢) ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ۰

২. "ওগো আমাদের প্রভু! আমাদের ধৈর্যদান করুন, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করুন এবং এ কাফের দলের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন। (বাকারা : ২৫০)

(٣) ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ۰ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ۰ (بقرة : ٢٨٦)

৩. "ওগো আমাদের প্রভু! ভুল-ভ্রান্তিবশত আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেরূপ পূর্বগামী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ওগো প্রভু! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপাবেন না। আমাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করুন, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন, আপনিই তো আমাদের মাওলা-আশ্রয়দাতা; কাফেরদের প্রতিকূলে আপনি আমাদেরকে সাহায্যদান করুন।"

(বাকারা : ২৮৬)

www.pathagar.com

(٤) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه. ان الله لا يخلف الميعاد ۔

৪. ওগো পরোয়ারদিগার! আপনি যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়েছেন, তখন আপনি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কুটিলতা সৃষ্টি করবেন না। আমাদেরকে আপনার মেহেরবানীর ভান্ডার থেকে অনুগ্রহ দান করুন, কেননা প্রকৃত দাতা আপনিই। ওগো প্রভু! আপনি নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত লোককে একত্রিত করবেন, যেদিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। আপনি কখনো, কোনক্রমেই নিজের ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হন না। (আলু-ইমরান : ৮ - ৯)

(٥) ربنا اننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ۔

৫. ওগো প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনা-খাতা ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। (আলু ইমরান : ১৬)

(٦) ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا انك من تدخل النار و ما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان آمنوا بربكم فامنا ۔ ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سياتنا و توفنا مع الابرار۔ ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيامة. انك لا تخلف الميعاد ۔

৬. "ওগো প্রভু! এসব কিছু আপনি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেননি। আপনি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা হতে পবিত্র। অতএব ওগো প্রভু! দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচান। আপনি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছেন তাকে বাস্তবিকই বড় অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করেছেন। এছাড়া এসব জালিমদের সাহায্যকারীও কেউ হবে না। প্রভু! আমরা একজন আহবানকারীর আমন্ত্রণ শুনতে পেয়েছি যে ঈমানের জন্য আহবান জানাচ্ছে (এবং বলছিলো) যে, তোমরা তোমাদের আল্লাহকে মেনে নাও আমরা তার দাওয়াত কবুল করেছি, অতএব ওগো আমাদের প্রভু! যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা করুন, আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দিন এবং নেক লোকদের সঙ্গে আমাদের পরিণতি সম্পন্ন করুন। আল্লাহ্! আপনি আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন- এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লজ্জার সম্মুখীন করবেন না। এটা নিঃসন্দেহ যে, আপনি কখনো ওয়াদা খেলাফকারী নন।" (আল ইমরান : ১৯১-১৯৪)

www.pathagar.com

(٧) ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين.

৭. ওগো প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন আর আমাদের প্রতি রহম না করেন, তা হলে আমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবো।" (আল আ'রাফ : ২৩)

(٨) ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

৮. "ওগো প্রভু! আমাদের ধৈর্য-ধারণের গুণ দান করুন, আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নিন যখন আমরা আপনারই অনুগত।"

(আল আ'রাফ : ১২৬)

(٩) ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. و نجنا برحمتك من القوم الكافرين. (يونس)

৯. "আয় আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে জুলুমের স্থল বানিয়ে অধিক পথভ্রষ্ট হতে দিও না, অত্যাচারীদেরকে এবং নিজ দয়া গুণে আমাদেরকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্তি দান কর।"

(١٠) فاطر السموات والارض. انت وليي في الدنيا و الاخرة. توفني مسلما و الحقني بالصالحين. (يوسف : ١١)

১০. "হে আকাশ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই আমার একমাত্র সহায়, দুনিয়া ও আখেরাতে; আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও এবং পুণ্যবানদের সংসর্গে রেখো।

(ইউসুফ : ১১)

(١١) رب اجعلنى مقيم الصلوة و من ذريتى. ربنا و تقبل دعاى. ربنا اغفرلى و لوالدى و للمؤمنين يوم يقوم الحساب (ابراهيم : ٤)

১১. "আয় আল্লাহ! আমাকে খাঁটি মুসল্লী বানাও এবং আমার বংশধরদেরকে। আয় আল্লাহ! আমার দোয়া কবুল কর। আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার পিতা-মাতা ও সমস্ত মুমিনকে কিয়ামতের হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও।

(ইব্রাহীম : ৬)

(١٢) رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا (بنى اسرائيل : ٣)

১২. "হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতার ওপর রহমত বর্ষণ কর, যেমনি তাঁরা আমাকে বাল্যাবস্থায় লালন-পালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল : ৩)

(١٣) رب ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا (بنى اسرائيل : ٩)

www.pathagar.com

১৩. "আয় আল্লাহ! আমাকে যেখানে নাও ভালভাবে নিও এবং যেখান থেকে বের করে নাও ভালভাবে নিও আর তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য এক শক্তিশালী সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।" (বনী ইসরাঈল : ৯)

(١٤) ربنا اتنا من لدنك رحمة و هيئ لنا من امرنا رشدا ۰ (كهف : ١)

১৪. "আয় আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর এবং আমাদের সব কাজের সুবন্দোবস্ত করে দাও।" (কাহাফ : ১ রুকূ)

(١٥) رب زدني علما ۰ (طه : ٤)

১৫. "আয় আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" (তোহা : ৪ রুকূ)

(١٦) انى مسنى الضر و انت ارحم الرحمين ۰ (انبياء : ٢)

১৬. "ওগো মাবুদ! আমি রোগাক্রান্ত আর তুমি সর্বাধিক দয়ালু।"

(١٧) رب لا تذرنى فردا و انت خير الوارثين ۰ (انبياء : ٢)

১৭. "আয় আল্লাহ! আমাকে একা ছেড়ো না; তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।"

(١٨) رب اعوذ بك من همزت الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون ۰ (مؤمنون :٤)

১৮. "আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি, শয়তান যেন আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে আর আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করি, তারা যেন আমার কাছেও আসতে না পারে।" (মু'মিনূন ঃ ৬ রুকূ)

(١٩) ربنا امنا فاغفرلنا وارحمنا و انت خير الرحمين ۰ (مؤمنون : ٤)

১৯. "আয় আল্লাহ! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদের ওপর মেহেরবানী কর, তুমিই সর্বোত্তম মেহেরবান।"

(٢٠) ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ان عذابها كان غراما ۰ (فرقان : ٦)

২০. "আয় আল্লাহ! আমাদের থেকে দোযখের আজাব সরিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে দোযখের আযাব সর্বনাশ সাধনকারী।"

(٢١) ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماما ۰ (فرقان : ٦)

২১.আয় আল্লাহ! আমাদেরকে এমন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দান করুন, যেন তাদের কারণে আমাদের চক্ষু শীতল হয় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীনদের নেতা বানান। (ফুরকান : ৬ রুকূ)

(٢٢) رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على و على والدى و ان اعمل صالحا ترضاه وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ۰

২২. "আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার সে-সব নেয়ামতের শোকর আদায় করার তাওফীক দান কর, তুমি আমাকে যে-সব নেয়ামত দান করেছো আর আমার পিতা-মাতাকে এবং আমাকে এরূপ নেক কাজ করার তাওফীক দান কর যা তুমি পসন্দ কর এবং দয়াগুণে আমাকে নেক বান্দাদের দলভুক্ত করে রাখ।"

(٢٣) رب انى لما انزلت الى من خير فقير. (قصص : ٣٤)

২৩. "আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে যা-ই দান কর তা-ই ভালো এবং আমি তারই মোহতাজ।"

(٢٤) رب انصرنى على القوم المفسدين. (عنكبوت : ٣)

২৪. হে রব! ফিতনা-ফাসাদকারী কওমের ওপর তুমি আমাকে সাহায্য কর। (আনকাবূত : ৩ রুকু)

(٢٥) ربنا وسعت كل شئ رحمة و علما فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا و ادخلهم جنة عدن التى و عدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذريتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. و من تق السيئات يومئذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظيم.

২৫. "হে আল্লাহ! সর্বব্যাপী তোমার রহমত এবং তুমি সর্বজ্ঞ; অতএব ক্ষমা কর তাদেরকে যারা তাওবা করে গ্রহণ করেছে তোমার দ্বীনের পথ এবং তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! স্থান দান কর তাদেরকে তোমার ওয়াদাকৃত চিরস্থায়ী বেহেশতের মধ্যে এবং তাদেরকেও যারা নেককার হয়েছে তাদের বাপ, দাদা, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের মধ্যে; নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান হেকমতওয়ালা। তাদেরকে সব কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নাও, তুমি যাকে বাঁচিয়ে নেবে সব কষ্ট হতে কিয়ামতের দিন সে-ই প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার রহমত পেলো, আর এটাই সার্থকতা।"

(٢٦) و اصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك و انى من المسلمين. (احقاف : ٢)

২৬. "আয় আল্লাহ! আমার আয়-আওলাদের মধ্যে ঈমানদারী-পরহেজগারী রেখো, আমি তাওবা করে তোমার দিকে রুজু হচ্ছি এবং তোমার ফরমাবরদারী গ্রহণ করে নিয়েছি।" (আহকাফ : ২ রুকু)

(٢٧) ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف الرحيم. (حشر : ١)

www.pathagar.com

২৭. "আয় আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের যে-সব মুসলমান ভাই ঈমানের সঙ্গে চলে গেছেন তাদেরকে। আর আমাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঘৃণাও থাকতে দিও না কোন ঈমানদারের প্রতি; হে আল্লাহ! তুমি অতি মেহেরবান অতি দয়ালু।"

(২৮) ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفرلنا ربنا. انك انت العزيز الحكيم. (ممتحنه : ١)

২৮. "হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করছি এবং তোমারই দিকে রুজু হচ্ছি আর অবশেষে তোমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে কাফেরদের দ্বারা উৎপীড়িত হতে দিও না। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও; নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান সর্বক্ষমতাবান।"

(২৯) ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا انك على كل شئ قدير. (تحريم : ٣)

২৯. "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও, নিশ্চয়ই তুমি সব কিছু করতে পার।"

(৩০) رب اغفرلى ولوالدى و لمن دخل بيتى مؤمنا و للمؤمين و المؤمنات. (نوح : ٢)

৩০. "হে আল্লাহ! সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করে দাও আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যে ঈমানের সাথে আমার ঘরে ঢুকেছে তাকে এবং অন্যান্য ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীকে।"

(৩১) رب اغفر وارحم و انت خير الرحمين. (مؤمنون : ٦)

৩১. "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর এবং দয়া কর আর তুমিই তো সর্বোত্তম দয়াবান।"

প্রশ্ন : ২। কুরআনে দোয়া সম্পর্কে সূরা বাকারায় কি সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর : "ওগো নবী! আমার বান্দা যদি আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে তাদের বলে দিন যে, আমি তাদের অতি নিকটে।

আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য; এসব কথা আপনি তাদের শুনিয়ে দিন; হয়ত তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে।"

(বাকারা : ১৮৬)

www.pathagar.com

www.pathagar.com